দোঁহাবলী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দোঁহাবলী।

মহাত্মা তুলসীদাস, কবির, নিরালাই, পল্টুদাস
প্রভৃতির দোঁহাবলী।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

প্রকাশক
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩০৬।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

নূতন কলিকাতা যন্ত্রে

৮৩ নং বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

দোঁহাবলী

(তুলসীদাস, কবির, মীরাবাই প্রভৃতি

সাধকগণের দোঁহা)

কাঁহুকো ধন ধাম্ হেয়্,
কাঁহুকো পরিবার্।
তুলসী অ্যায়্সে দীন্‌কো,
সীতারাম্ আধার্ ॥ ১ ॥

জগতে অনেকের অসীম ঐশ্বর্য্য ও অট্টালিকা প্রভৃতি আছে ; অনেকেই পুত্রকলত্রাদি সহ পরিবারে পরিবেষ্টিত হইয়া কাল যাপন করে ; কিন্তু তুলসী দাস সদৃশ দীন ব্যক্তির কেবলমাত্র সীতারামই অবলম্বন ॥ ১ ॥ *

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জগতে অনেকে বিষয়-সুখকে প্রকৃত সুখ বোধ করেন, কেহ কেহ বা আত্মীয়গণ-সহবাস সুখকেই প্রকৃত সুখ জ্ঞান করেন ; কিন্তু তুলসীদাস বা যাঁহারা তুলসীদাসের ন্যায় ভক্ত, তাঁহারা প্রেমানন্দ সুখকেই প্রকৃত সুখবোধে নিরন্তর তাহাই অনুভব করিয়া থাকেন।

নির্গুণ হেয়্ সো পিতা হামারা,
সগুণ হেয় মাহতারি।
কাকে নিন্দো কাকে বন্দো,
দুয়ো পাল্লা ভারী ॥ ২ ॥

কোন মতে ব্রহ্ম সগুণ এবং কোন মতে নির্গুণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত অর্থাৎ বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বা ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বা এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা ব্রহ্ম নির্গুণ বলিয়াই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। ফল কথা, ঐ উভয় মতের কোনটীই অসঙ্গত নহে। কেননা, যিনি নির্গুণ, তিনিই জগতের পিতা এবং যিনি সগুণ, তিনিই জগতের জননী অর্থাৎ এই জগৎ প্রকৃতি-পুরুষাত্মক; কাজে কাজেই ব্রহ্মকে সগুণও বলা যায় এবং নির্গুণও বলিতে পারে। এই উভয় পক্ষের কোনটীকেই প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় বলা যায় না ॥ ২ ॥

চম্পায়্ হেঁয়্ তিন গুণ,
রঙ্ রূপ আউর্ বাস্।
এক অবগুণ হেয়্ যো,
ভমর্ না যাওয়ে পাশ্ ॥ ৩ ॥

চম্পকপুষ্পে তিনটী গুণ দেখিতে পাওয়া যায় ;—বর্ণ, রূপ ও গন্ধ অর্থাৎ উহা দেখিতে সুমনোহর, বর্ণ উৎকৃষ্ট এবং সুগন্ধি ; কিন্তু ঈদৃশ গুণ থাকিতেও ভ্রমরেরা ভ্রমেও উহার নিকট গমন করে না ; কেননা, উহার স্বাদ অতীব কটু ॥ ৩ ॥ *

তুলসী উহাঁ যাইয়ে,
যাহা আদর্ না করে কোই।
মান ঘাটে মন্ মরে,
রাম্‌কো স্মরণ হোই ॥৪॥

তুলসীদাস লোককে উপদেশ দিবার জন্য আপনার নামোল্লেখ পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, হে তুলসি ! যেখানে উপস্থিত হইলে কাহারও নিকট আদর প্রাপ্ত হইবে না, তুমি নিরন্তর সেই স্থানেই যাইবে ; কেননা, সেখানে গমন করিলে আদরের অভাব হেতু তোমার মন লঘু হইয়া পড়িবে এবং মৃতস্বরূপ হইবে ; কাজে কাজেই সে অবস্থায় একবারও তোমার মনে জগৎপাতা উদিত হইবেন ॥ ৪ ॥ †

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, একটীমাত্র মহাদোষ থাকিলেই অন্যান্য সমস্ত গুণরাশি বিনাশ পায়।

† ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিপদে না পড়িলে অথবা অপদস্থ না হইলে কিম্বা মনে ঘৃণা বোধ না হইলে প্রায়শঃ মনুষ্যের হৃদয়ে ঈশ্বর জাগরূক হন না, সুতরাং যেখানে ঐ সকল ঘটনা উপস্থিত হয়, তথায় গমন করাই কর্ত্তব্য।

বিজু বন্ মিলে না নকড়ি,
সায়ের মিলে না নীর্।
পড়ে উপবাস্ কুবের ঘর্,
যও বিপক্ষ রঘুবীর॥ ৫ ॥

যদি রঘুবীর (ভগবান্) বিপক্ষ (প্রতিকূল) থাকেন, তাহা হইলে কুবের সদৃশ বিপুল ঐশ্বর্য্যশালীর গৃহে উপস্থিত হইলেও উপবাসে থাকিতে হয়। সে অবস্থায় যদি অগাধজল সরোবরে গমন করা যায়, তাহা হইলেও তৃষ্ণানিবারণার্থ জল পাওয়া যায় না এবং গহন কাননে প্রবেশ করিলেও রন্ধনকাষ্ঠ অপ্রাপ্য হইয়া উঠে॥ ৫ ॥ *

গঙ্গা যমুনা সরস্বতী,
সাত্ সমুদ্দর্ ভরর্।
তুলসী চাতক্কে মতে,
সোঁয়াৎ বিনে সব্ ধুর্॥ ৬ ॥

হে তুলসি! ভূমণ্ডলে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য নদী এবং সপ্ত সমুদ্র বিদ্যমান আছে; তৎসমস্ত জলাশয়ই অগাধ জলে পরিপূর্ণ; পৃথিবীতে জলের কিছুমাত্র অভাব নাই; কিন্তু তথাপি চাতককুল

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহার প্রতি জগদীশ্বর বাম, সে যেখানে যাইবে, সেইখানেই অভাব, কোথাও তাহার সুখ নাই।

জলদজল ব্যতীত প্রাণান্তেও অন্য জল পান করে না। একমাত্র মেঘজল ভিন্ন তাহারা অন্যান্য সমস্ত জলকেই ধূলিবৎ জ্ঞান করে ॥ ৬ ॥ *

কলহ ন জানব ছোট করি,
কঠিন পরম পরিণাম্।
লাগত অনল অতি নীচ ঘর,
জারত ধনিক ধন ধাম্ ॥ ৭ ॥

যদি সামান্য লোকের সঙ্গেও কলহ ঘটে, তথাপি তাহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া জ্ঞান করিবে না। ভবিষ্যতে সেই কলহই কঠিন ও ভীষণ ক্লেশপ্রদ হয়। কেননা, অতি সামান্য ব্যক্তির পর্ণকুটীরে অগ্নি সংলগ্ন হইলে সেই বহ্নি দ্বারা শত শত ধনীর ঐশ্বর্য্য ও প্রাসাদাদি সমূলে ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ৭ ॥ ‡

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা ভক্ত, জগতে তাহারা ঈশ্বরের প্রেমরূপ জল ভিন্ন অন্য জলের আকাঙ্ক্ষা করে না।

‡ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ক্ষুদ্র জ্ঞানে কাহাকেও ঘৃণা করিতে নাই। যেমন সামান্য অগ্নিকণা কালে বায়ুর সহায়ে প্রবল হইয়া সমস্ত বস্তু ভস্ম করে, সেইরূপ ক্ষুদ্র ব্যক্তিও কালে সহায়বলে বলবান হইয়া শত্রুতা সাধন করিবে, ইহা বিচিত্র নহে।

ধন অরু যৌবন কো,
গরব্ কবহু করিয়ে নাহি।
দেখ্ তহি মিট্ যত হেয়্,
যও বাদর্‌কে ছাহি॥ ৮॥

মেঘের ছায়া যেমন ক্ষণবিধ্বংসী, ধন ও যৌবনও সেইরূপ জানিবে; এই দুইটী কদাচ চিরস্থায়ী নহে; সুতরাং কদাচ ধন-গর্ব্বে বা যৌবন-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইবে না। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুমিত হইবে যে, মেঘছায়া যেমন আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ধন ও যৌবনও তদ্রূপ ক্ষণকালমধ্যেই অদৃশ্য হইয়া পড়ে॥ ৮॥

কুদ্‌কে সাগর্ উতারা,
কোহি কিয়া সিং।
কোহি ওখ্‌ড়া গিরি দর্‌খৎ,
কোহি শিখায়া নীং॥
ক্যা কহঙ্গা সীতানাথকো,
মেয়্‌নে কিয়া চোরি।
সোহি কুল্ উদ্ভব্ মেরা,
বেঁদিয়া খিঁচে ডোরি॥ ৯॥

কোন সময়ে জনৈক বেদিয়া একটী বানর-শাবক সঙ্গে লইয়া দ্বারে দ্বারে নৃত্য দেখাইয়া ভ্রমণ করিতেছিল। তখন সেই কপিশাবক মনের দুঃখে এই কবিতাটি বর্ণন করিয়া কহিল যে, পূর্ব্বে এই বানরবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেহ লম্ফ প্রদান দ্বারা অবহেলে দুস্পার সাগর অতিক্রম করিয়াছে, কোন কোন বানর বীরকুলশ্রেষ্ঠ রঘুপতির সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছে। কেহ বা ভুজবলে বৃক্ষ ও গিরি প্রভৃতি উৎপাটন করিয়াছে; কোন কোন কপি অসাধারণ নীতিবিশারদ হইয়া জগজ্জনগণকে নীতি-শিক্ষা প্রদান করিয়াছে; কিন্তু আমি সীতাপতি রঘুবরকে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি কি কিছু চুরি করিয়াছিলাম? নচেৎ যে বংশে ঐ সমস্ত মহাত্মগণের উদ্ভব হইয়াছিল, আমিও ত সেই কুলেই উৎপন্ন হইয়াছি, তবে কেন হীনজাতি বেদিয়া আমার গলদেশে রজ্জু বন্ধন করতঃ দ্বারে দ্বারে আকর্ষণ করিয়া লইয়া নৃত্য করাইতেছে? ৯ ॥

চৌদহ চার্ আঠার হো,
পঢ়ে শুনে ক্যা হোয়্।
তুলসী আপন্ রাম্‌কো,
যব্ লগ্‌লখে ন কোয়্ ॥ ১০ ॥

দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞান-প্রভাবলে আত্মারামের স্বরূপ দর্শন করিবে, এই উদ্দেশেই লোকে বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন বা শ্রবণ করে; অতএব হে তুলসি! যদি চতুর্দ্দশ শাস্ত্র, চারিবেদ ও অষ্টাদশ পুরাণ অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিয়াও রামকে লক্ষ্য করিতে না পারিল, তবে তাহার সে অধ্যয়নে বা শ্রবণে কি ফল? তৎ-সমস্তই নিরর্থক সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

যাঁহা কাম্ তাঁহা রাম্ নহি,
যাঁহা রাম্ তাঁহা কাম্।
দোনো এক্ নাহি মিলে,
ররি রজনী এক ঠাম্ ॥ ১১ ॥

দিন ও রাত্রি যেমন কদাচ একত্র সংস্থিত থাকে না, তদ্রূপ যে স্থলে নিরন্তর রামের আরাধনা, তথায় কর্ম্মসাধনা নাই এবং যে স্থলে নিরন্তর কর্ম্মসাধনা বিদ্যমান, তথায় রামারাধনা নাই ॥ ১১ ॥ *

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যাকর্ম্ম তিমিরস্বরূপ এবং ভগবদারাধনা দিনের প্রকাশ-স্বরূপ; সুতরাং কর্ম্ম ও ভক্তি এই দুইটী দিবা ও রজনীর ন্যায় পরস্পর পৃথক্ জানিবে।

যে পরবিত্ত হরে সদা,
সো কহু দান কিয়া ন কিয়া।
যো পরদার করে সদা,
সো বহু তীর্থ গয়া ন গয়া॥
যো পর আশ্ করে সদা,
সো বহু দিন্ জিয়া ন জিয়া।
যো মুহুমে পরচুকলি ওগারত, সদা,
সো মুহুমে হরিনাম লিয়া ন লিয়া॥১২॥

যে ব্যক্তি নিরন্তর পরস্বহারী, তাহার পক্ষে নিরন্তর ভূরিদান বা অদান উভয়ই তুল্য; যে নিরন্তর পরস্ত্রীতে আসক্ত, তাহার পক্ষে তীর্থদর্শন বা অদর্শন দুইই সমান; যে ব্যক্তি পর-প্রত্যাশী হইয়া জীবিত থাকে, তাহার সম্বন্ধে জীবন ও মরণ সমান এবং যে মুখে নিরন্তর পরনিন্দা প্রকাশ পায়, সে মুখে হরিসঙ্কীর্তন করা আর না করা দুইই তুল্য॥ ১২॥

মন মঞ্জন্ হর্দম্ করো,
বয়্ঠো সভা সৎ সং।
যো সৎ চাহে সোই করো,
সদ্গুরু হেয় পরশং॥ ১৩॥

নিরন্তর সৎশাস্ত্র আলোচনা দ্বারা কলুষিত চিত্ত মার্জ্জন কর; সাধুগণের সহিত সভা করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে কাল যাপন কর এবং সাধুরা যে পথগামী হইতে অভি-লাষ করেন, সেই পথে যাও; কেননা, সৎপুরুষই প্রশংস-নীয় গুরু-পদবাচ্য ॥ ১৩ ॥

জ্ঞানী মারে জ্ঞান্ সো,
ব্যাধা মারে তীর।
সদ্গুরু মারে শব্দসে,
শালে সকল শরীর্ ॥ ১৪ ॥

ব্যাধেরা যেরূপ শরাসনস্থ তীরযোগে পশু পক্ষিগণকে আঘাত করে, তদ্রূপ জ্ঞানীরা জ্ঞান দ্বারা অপরের মনোগত মালিন্য দূর করিয়া থাকেন এবং সদ্গুরু উপদেশ-পূর্ণ বচনাবলী-প্রয়োগরূপ আঘাত দ্বারা দেহস্থ অঙ্গ-সমূহ বিদ্ধ করেন, তাহাতেই ইন্দ্রিয়-গ্রাম পরাভূত হইয়া নম্রতা ধারণ করে ॥ ১৪ ॥

সব্মে রসিয়ে সব্মে বসিয়ে,
সব্কা লিজিয়ে নাম্।
হাঁজি হাঁজি কর্ত্তে রহিয়ে,
বসিয়ে আপ্না ঠাম্ ॥ ১৫

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, ভক্তিকাণ্ড ইত্যাদি যে কোন বিষয়ের কথা হউক্ না কেন, সমস্ত কথাতেই রসলাভ করিবে; যে কোন মতাবলম্বী হউক্, সকলের সহিত আনন্দে অবস্থিতি করিবে; ঈশ্বরজ্ঞানে সকল দেবতারই নাম-গুণ কীর্ত্তন করিবে; যে কোন উপাসক যে ভাবে ব্যাখ্যা করুন, তাহাতেই অনুমোদনপূর্ব্বক প্রীতি লাভ করিবে এবং কদাচ আত্মবিস্মৃত হইবে না ॥ ১৫ ॥

অলি পতঙ্গ মৃগ মীন্ গজ্,
ইয়াঁকো একই আঁচ্।
তুলসী ওয়াকো ক্যা গৎ,
যাকো পিছে পাঁচ্ ॥ ১৬ ॥

ভ্রমর, পতঙ্গ, কুরঙ্গ, মীন ও বারণ ইহারা ক্রমান্বয়ে নাসা, নেত্র, শ্রুতি, জিহ্বা ও ত্বক্ এই ইন্দ্রিয়পঞ্চ দ্বারা গন্ধ, রূপ, শব্দ, রস ও স্পর্শ এই বিষয় পঞ্চকে (এক এক প্রাণী এক একটীতে) আকৃষ্ট হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হে তুলসি! যাঁহাদিগের পশ্চাদ্‌ভাগে ঐ পাঁচটী বিদ্যমান অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি এককালীন ইন্দ্রিয়-পঞ্চক দ্বারা বিষয়-পঞ্চের সেবা করে, তাহাদিগের গতি কি হইবে? ১৬ ॥

দয়া ধরম্‌কি মূল্‌ হেঁয়,
নরক্‌ মূল্‌ অভিমান্‌।
তুলসী মৎ ছোড়িয়ে দয়া,
যাও কণ্ঠাগত জান্‌॥ ১৭॥

দয়াই ধর্ম্মের মূল এবং অভিমানই নরকের একমাত্র কারণ; অতএব হে তুলসি! প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও কদাচ দয়া বিসর্জ্জন করিও না॥ ১৭॥

শাকট্‌ শূকট্‌ কুক্‌রা,
তিনকে মত্‌ এক।
কোটি ভাঁতি শমুঝাও,
তৌ ন ছোড়ে টেক্‌॥ ১৮॥

পাষণ্ড, শূকর ও কুক্কুট এই তিনের মত একরূপ। উহাদিগকে কোটি কোটি সদুপদেশপূর্ণ, নম্র, প্রিয়বাক্য বল, তথাপি কিছুতে নিজ নিজ জেদ ছাড়িবে না॥ ১৮॥

রাজা করে রাজ্য বশ,
যোদ্ধা করে রণ জই।
অপ্‌না মনুকো বশ্‌ করে সো,
সব্‌কো সেরা ওই॥ ১৯॥

রাজ্য বশ করিতে পারিলেই রাজা বলিয়া গণ্য হইতে পারে এবং যুদ্ধে জয়ী হইলেই সেই যোদ্ধা বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাতিপ্রাপ্ত হয়। পরন্তু দুর্দ্দান্ত মনকে বশ করিতে পারিলে কি রাজা, কি বীর সকলের অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করা যায়॥ ১৯॥

শাকট্ সঙ্ক ন কিজিয়ে,
দুরহি যাইয়ে ভাগ্।
বাস্ করো ন পার্শিয়ো,
তঁও কভু ন লাগে দাগ্॥২০॥

পাষণ্ডকে দর্শন করিলে দূরে পলায়ন করিবে, কদাচ তাহার সঙ্গ করিবে না। কোন ঘটনায় তাহার সহিত বাস করিতে হইলে তাহাকে যেন স্পর্শ করিও না। তাহাকে স্পর্শ করিলে কলঙ্কী হইতে হয়॥ ২০॥

ওছে নরকি পেট্মে,
রহে ন কোটি বাৎ।
আধ্সের কি পাত্র মে,
কৈসে শের সমাৎ॥ ২১

যে ভাণ্ডে অর্দ্ধসের মাত্র ধরিতে পারে, তাহাতে কদাচ যেমন একসের প্রবিষ্ট হয় না, সেইরূপ

ভাবভারপূর্ণ বাক্য কখনই সামান্য জনের উদরে স্থান পায় না ॥ ২১ ॥ *

বৃন্দাবন্ ও বৈকুণ্ঠকো,
তলে তুলসী দাস্।
ভারী যে সো ভূতল্ বসো,
হাল্‌কা চড়্‌হো আঁকাশ্॥ ২২ ॥

তুলসীদাস তুলা-যন্ত্রে বৃন্দাবন ও বৈকুণ্ঠ এই উভয়কে তৌল করিয়াছিলেন, তাহাতে তুলসীদাস বুঝিলেন যে, ঐ উভয়ের মধ্যে গুরুটাই ভূমণ্ডলে আছে এবং লঘুটী উর্দ্ধে উঠিয়াছে ॥ ২২ ॥ †

তুলসী ইয়ে সংসারমে,
কাহাঁসো ভক্তি ভেট্।
তিন বাত্‌সে লট্‌পাট্ হেয়্,
দাম্‌ড়ি চাম্‌ড়ি পেট ॥ ২৩ ॥

ধন, শিশ্ন ও জঠর কেবল এই তিনটীর কথাই ত ওতপ্রোতভাবে চিন্তা করিতে করিতে অষ্টযামিক দিন অতিবাহিত

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা ক্ষুদ্রাশয়, তাহারা কদাচ বিজ্ঞ জ্ঞানীর কথিত বাক্য ধারণ করিতে সমর্থ হয় না।

† ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তুলসীদাস বিচার করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, প্রেমভক্তিই মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হইতেছে। অতএব হে তুলসি! এই সংসারে থাকিয়া আর কতদিনে কি প্রকারে ভক্তি-দেবীর দর্শন পাইবে? ২৩॥

বাণে ভক্তি না হোত হেয়্,
ছোড় দেহ চতুরায়ি।
কাকাসে হংস না হোতা হেয়্,
দুগ্ধ ক্যা মিলায়ি॥ ২৪॥

তুমি চতুরতা ছাড়িয়া দেও, কেবল মাত্র কথা দ্বারা ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কাককে যদি বহুবার দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাও, তথাপি সে হংস হইবে না॥ ২৪॥

তুলসী তাঁহা ন যাইয়ে,
যাহাঁ নাহি বরণ বিবেক্।
রাং রূপা রুয়া ভুয়া,
শ্বেৎ অশ্বেৎ সব্ এক্॥ ২৫॥

হে তুলসি! যে স্থলে গুণের বিচার নাই, তথায় গমন করিও না। কেন না, সে স্থলে ভাল মন্দ বিচার নাই বলিয়া রাং রূপা, রুয়া ভুয়া, (নিরেট ফাঁপা), শ্বেত অশ্বেত সকলই সমান। কাজে কাজেই তথায় পাত্রোচিত সম্মাননা প্রাপ্তির সম্ভব নাই॥ ২৫॥

বড়ে বড়ে গো কহতে হেঁয়্
বড়েমে তাল খজুর।
বথঠনকো ছায়া নহি,
ফল পাওনকা দূর ॥ ২৬

বৃহৎ হইলেই যে মহৎ হইয়া উঠিবে তাহা বিবেচনা করিও না। দেখ, তাল খর্জ্জূরাদি অসংখ্য অসংখ্য বৃহৎ বৃক্ষ আছে, কিন্তু তাহাদের মূলে বসিতে পারা যায়, তাদৃশ সুখজনক ছায়া নাই, অধিকন্তু উহাদের ফলও বহুদূরে অবস্থিত; সুতরাং তাহাও সুখলভ্য নহে॥ ২৬॥

বিন বন মিলে নক্‌ড়ি,
বিন্‌ সায়ের্‌ মিলে নীর্‌।
মিলে আহার দরিদ্রঘর্‌,
যও সপক্ষ রঘুবীর ॥ ২৭ ॥

প্রভু রামচন্দ্র (ঈশ্বর) অনুকূল থাকিলে পর্ণকুটীরেও উৎকৃষ্ট খাদ্য পাওয়া যায়, মরুভূমে সলিল মিলে এবং বৃক্ষাদিশূন্য স্থলেও যথেষ্ট কাষ্ঠ পাওয়া যায়॥ ২৭॥ *

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি জগদীশ্বর প্রীত থাকেন, তাহা হইলে প্রয়োজনীয়দ্রব্যের অনটন হয় না, বরং অভাবেরই অভাব হয়।

রাম্ রাম্ সব্ কোই কহে,
ঠক্ ঠাকুর ক্যা চোর্।
বিনা প্রেম্‌সে রীঝং নহি,
তুলসী নন্দকিশোর ॥ ২৮ ॥

হে তুলসি! কি শান্ত, কি দুর্দ্দান্ত সকলেরই মুখে রাম রাম এই ঈশ্বর-নাম শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেরূপ নাম লইয়া তাদৃশ ফল দেখিতে পাই না। কেন না, প্রেমভক্তি ব্যতীত কদাচ অন্য কিছুতে সেই নন্দকিশোর কৃষ্ণের প্রসন্নতা সাধিত হয় না॥ ২৮

হস্তী চলে বাজার্ মে,
কুত্তা ভুখে হাজার্।
সাধুন্‌কে দুর্ভাব্ নহি,
যঁও নিন্দে সংসার॥ ২৯ ॥

বাজার অর্থাৎ নগরের মধ্যে হস্তী উপস্থিত হইলে যেরূপ হাজার হাজার কুক্কুর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শব্দ করিতে করিতে ধাবিত হয়, কিন্তু হস্তী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না, বরং অবিচলিতমনে নিঃশঙ্কভাবে অক্ষুব্ধহৃদয়ে গমন করে, সেইরূপ সাধু ব্যক্তিকে সমস্ত সংসারের লোক একত্র হইয়া নিন্দা করিলেও তাহাতে তাঁহার মনের বা

দেহের বিকার জন্মে না, বরং তিনি পূর্ব্ববৎ সমভাবেই অচঞ্চলিতচিত্তে অবস্থিতি করেন ॥ ২৯ ॥

সঙ্গত্ করিয়ে সাধুকি,
অন্ত করে নিবাহ।
শাকট্ সঙ্গ ন কিজিয়ে,
অন্ত হোয়্ বিনাহ্॥ ৩০ ॥

নিরন্তর সাধুসঙ্গ করা উচিত, কেন না, সাধুসঙ্গ দ্বারা মন সংযমিত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করে, কোনরূপে কোন দিকেই চিত্ত ধাবিত হয় না। পাষণ্ডসঙ্গ সর্ব্বথা ত্যজ্য, কেন না, তাহাতে চিত্ত ক্রমে ক্রমে প্রবলতরঙ্গে আকুল হইয়া উঠে, শেষে পরম সুখেরও বিনাশ সাধন করিয়া দেয় ॥ ৩০ ॥

বুঁদ্ আঘাত্ সহে গির জ্যায়্সে।
খল্‌কে বচন্ সন্ত সহে ত্যায়্সে॥ ৩১

পর্ব্বতে যতই কেন প্রবল বেগবতী নদীর স্রোতের আঘাত হউক্ না, গিরি অনায়াসে তাহা যেরূপ সহ্য করে, কখনই তদীয় অঙ্গবিকৃতি লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ খলেরা যতই কেন বিষাক্ত বাক্য প্রয়োগ করুক্ না, সাধু ব্যক্তি সকলই সহ্য করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার চিত্তবিকার বা অঙ্গবিকার জন্মিবার আশঙ্কা নাই ॥ ৩১ ॥

সন্ত বড়ে পরমারথী,
শীতল্ উন্‌কি অং।
তপন্ বুঝাও ত আউর্‌কে,
ধরাও ত আপ্‌না রং॥ ৩২॥

শান্তশীল সাধু ব্যক্তিই পরমার্থবেত্তা হইয়া থাকেন। তদীয় দেহকান্তি সুন্দর সুস্নিগ্ধ, তাহাতে তাপের লেশমাত্র বিদ্যমান নাই। তিনি জপ তপ প্রভৃতির ফল অপরকে বুঝাইয়া তাহাকে নিজ স্বভাববৎ সুশীল করেন ও নিজের ন্যায় কান্তিধারণ করাইয়া থাকেন॥ ৩২॥

গুরু লোভী শিখ্ লাল্‌চি,
দোনো খে লে যাঁও!
দোনো বপূরা ডুব মরে,
চড়্‌হে পাথর্‌কে নাও॥ ৩৩॥

যে গুরু অর্থলুব্ধ এবং যে শিষ্য সংসারসুখে একান্ত অভিলাষী, ইহাঁরা দুইজন যদি একত্র পরামর্শ করিয়া ভব-সাগরাভ্যন্তরে পাষাণবৎ দৃঢ়তর জ্ঞাননৌকাতে আরোহণ করতঃ খেয়া লইয়া যান, তাহা হইলেও দুইজনেই ডুবিয়া মরিয়া যাইবেন, উহাঁদের মধ্যে কেহই ভবসাগরের পর-পারে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবেন না॥ ৩৩॥

সরেশ্ নিরেশ্ নর্ হোতে হেঁয়্,
সময় পায় সব কোই।
দিন্‌মে হোতো প্রকাশ্ বরি,
চন্দ্র মন্দ দ্যুতি হোই॥ ৩৪॥

যেরূপ দিবাভাগে দিবাকর তেজস্বান্‌রূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু চন্দ্রমা নিষ্প্রভ হইয়া পড়েন, সেইরূপ নিজ নিজ সময় অনুসারে মনুষ্যেরা যাহার দুঃসময়, তাহাকে হীন বলিয়া জ্ঞান করেন॥ ৩৪॥

পণ্ডিত্ ও মশালচি,
ইন্‌কি গত কহা না যায়।
পর্‌কে দিয়া দেখায়্‌কে,
আপ্ আঁধারে ধায়্॥ ৩৫॥

তত্ত্বজ্ঞানশূন্য ধর্ম্মার্থী পণ্ডিত ও দীপধারক এই দুই জনের দুর্দ্দশার কথা আর কি বলিব, ইহারা উভয়ে কেবল-মাত্র পরের জন্যই শাস্ত্রীয় শ্লোক ও দীপালোকদ্বারা বিষয়ী ব্যক্তিগণকে পথ দেখাইয়া আপনারা অন্ধকারে বিচরণ করে॥ ৩৫॥

রাগী বাগী পাখী,
নারী আউর্ নাব্।

এ পাঁচ্‌কো গুরু হেয়্‌ নৈ,

উপজে অঙ্গ স্বভাব্‌॥ ৩৬

সংগীতশাস্ত্রের রাগ তান ও লয় বিষয়ে অভিজ্ঞতা, কবিত্ব, স্বর্ণ-রজতাদির পরীক্ষকতা, নাবিকতা ও তার্কিকতা এই পাঁচটী বিষয়ের শিক্ষা দেয়, এরূপ গুরু দৃষ্ট হয় না। যাহার অদৃষ্টে থাকে, এই পাঁচটি তাহার স্বতঃসিদ্ধ হয় ॥৩৬॥

এ মন্‌ রসনা সাফ্‌ করো,

ধরো গরিবী বেশ্‌।

শীতল বোলি লই চলো,

সব্‌ হি তোমারা দেশ্‌॥ ৩৭ ॥

হে মন! প্রথমে রসনাকে সংশোধন কর, পরে দীনবেশ ধরিয়া স্নিগ্ধবাক্য সম্বলপূর্ব্বক যথেচ্ছ স্থানে প্রস্থান কর। এইরূপ করিলে বিদেশও স্বদেশবৎ জ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ তৎকালে আর আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের অভাব বোধ করিতে হয় না ॥ ৩৭ ॥

তুলসী ইয়ে সংসার্‌ মে,

পাঁচো রতন্‌ হেয়্‌ সার্‌।

সাধুসঙ্গ হরিকথা,

দয়া দীন্‌ উপকার্‌॥ ৩৮ ॥

হে তুলসি! সাধুসঙ্গ, হরিকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন, দয়া প্রদর্শন, দীনভাবধারণ ও পরোপকার, জগতে এই পাঁচটাই সার রত্ন॥ ৩৮॥

নখবিন্ কাটা দেখে,
শীশ ভারী জটা দেখে,
যোগী কাণ ফাটা দেখে,
ছার লায়ে তন্‌মে।
মৌনী অন্‌বোল্ দেখে,
সেওড়া জির ছোল্ দেখে,
কর্ত্তো কলোল্ দেখে,
বনখণ্ডী খন্‌মে॥
বীর দেখে শূর দেখে,
গুণী আউর্ ফুড়্ দেখে,
মায়াকে পুর্ দেখে,
ভুল রহে ধন্‌মে।
আদি অন্ত সুখী দেখে,
জনমহিকে দুখী দেখে,
পর্ ওয়ে ন দেখে,
জিন্‌কে লোভ্ নহি মন্‌মে॥৩৯॥

জগতে নিরন্তর ভস্মাবৃত দেহ, নতনখ, দীর্ঘজটামণ্ডিত, বিদারিতকর্ণ যোগী দর্শন করিয়াছি, কেশরহিত মৌন-ব্রতধারী সন্ন্যাসীও দেখিয়াছি ; বনখণ্ডী বনে বহুকৌশল-বেত্তা ক্রীড়কও নেত্রগোচর হইয়াছে, অনেকানেক শূর, বীর, বিদ্বান্ ও মূর্খও নেত্রগোচর করিয়াছি, ধনান্ধ হইয়া কামবশে ভবসংসারে ঘুরিতেছে, এরূপ মায়াপুরুও দেখিয়াছি, চিরসুখী ও চিরদুঃখীও নেত্রপথে পড়িয়াছে ; অধিক কি বলিব, জগৎ-সংসারে সকল অবস্থার লোকই নেত্রপথে পড়িয়াছে ; কিন্তু লোভহীন ব্যক্তি দেখিলাম না ॥ ৩৯ ॥

' বেহা বেহা সব্ কোই কহে,
যেরা মন্‌মে এহি ভায় ।
চড় খাটোলি ধো ধো লগ্‌ড়া,
জেহেল্ পর্ লে যায় ॥ ৪০ ॥

সকল ব্যক্তিই আনন্দে "বিবাহ বিবাহ" এই কথা মুখে উচ্চারণ করে, কিন্তু যৎকালে বরকে চৌদোলায় চড়াইয়া বাদ্য সহকারে লইয়া যায়, তখন আমার অন্তরে এই উদয় হয় যে, যেন ঐ পাত্রকে আজন্ম বন্দী রাখিবার জন্যই প্রথম কারাগারে লইয়া যাইতেছে ॥ ৪০ ॥

বোল্‌কে মোল্‌ নাহি,
যো কহেনে জানে বোল্‌।
হৃদয় তরাজু তোল্‌কে,
তব্‌ বোল্‌কে খোল্‌॥ ৪১॥

বাক্য অমূল্য, যে ব্যক্তি কথা কহিতে জানে, তাহার বাক্য অমূল্য রত্নস্বরূপ, সুতরাং প্রথমে পরস্পরের হৃদয় তরাজু অর্থাৎ পরিমাণযন্ত্রে পরিমাণ করিয়া তৎপরে বাক্য প্রয়োগ করিবে॥ ৪১॥*

তোম্‌ জ্যায়্‌সা রামপর,
তোম্‌সে ত্যায়্‌সা রাম্‌।
ডাহিনে যাওতো ডাহিনে যায়,
বামে যাওতো বাম্‌॥ ৪২॥

তুমি যে ভাবে রামকে ভজনা করিবে, রামও তোমাকে সেই ভাবে ভজনা করিবেন; অর্থাৎ যেরূপ ভক্তিতে তুমি ভজিবে, ভগবান্‌ সেই অনুসারে তোমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন। যদি জ্ঞান চাও, তিনি জ্ঞান দিবেন, আর যদি বিষয় চাও, তাহাই পাইবে॥ ৪২॥

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরের মনোগত ভাব পরিজ্ঞাত না হইয়া যদি কথা বলা যায়, তবে সে কথার কোন ফল দর্শে না।

যো যাকো শরণ্ লিয়ে,
সো রখে তাকো লাজ্।
উলট্ জলে মছ্লি চলে,
বহি যায়্ গজরাজ্॥ ৪৩ ॥

একচিত্তে যে যাহার শরণাগত হয়, সেই আশ্রয়দাতা সেই শরণাগতের লজ্জা নিবারণ করেন। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, জলজীবন মৎস্যেরা অবহেলে উজান জলে যাতায়াত করে, কিন্তু মহাবল হস্তী স্রোতে পড়িলে ভাসিয়া যায় ॥৪৩॥

এক রাহমে হোতে হৈঁয়্,
তুলসী মূত্ আউর্ পুত্।
রাম্ ভজেতো পুত্হিঁ,
নহিতো মূত্কা মূত ॥ ৪৪ ॥

হে তুলসি! মূত্র আর পুত্র এক পথ হইতেই জন্মে। কিন্তু যে পুত্র সংসারে আসিয়া ভগবান্ শ্রীরামের আরাধনা করে, তাহাকেই প্রকৃত পুত্র বলা যায়; নতুবা অধার্ম্মিক মূঢ় পুত্র মূত্রেরও মূত্র অর্থাৎ তাহাকে মূত্র অপেক্ষাও হীন জানিবে ॥ ৪৪ ॥

তুলসী পিঁদূনে হরি মেলেতো,
মেয় পেঁদে কুঁদা আউর্ ঝাড়্।
পাথর্ পূজনে হর মেলে তো,
মেয়্ পূজে পাহাড়্॥ ৪৫॥

যদি কতকগুলি তুলসীর মালা কণ্ঠে ধরিলে পরাৎপর জগদীশ্বর হরিকে লাভ করা যায়, তাহা হইলে আমি কণ্ঠে তুলসীর একটা কুঁদা ধারণ করি কিম্বা তুলসীকাষ্ঠের ঝাড় কণ্ঠে ঝুলাইয়া রাখি। যদি কেবল পাষাণের অর্চ্চনা করিলেই মহেশ্বরকে লাভ করা যায়, তাহা হইলে আমি পর্ব্বতের অর্চ্চনা করিতেও প্রস্তুত আছি॥ ৪৫॥*

দুখ্ পাওয়ে তো হরি ভজে,
সুখে না ভজে কোই।
সুখ্মে যো হরি ভজে,
দুখ্ কাঁহাসে হোই॥ ৪৬॥

লোকে দুঃখে মগ্ন হইলেই ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করে ও তাঁহাকে স্মরণ করে, সাধারণতঃ এইরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু সুখের সময়ে কেহই জগদীশ্বরকে স্মরণ

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবলমাত্র কণ্ঠে তুলসী ধারণ করিলে এবং পাষাণের পূজা করিলেই তাহাকে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা বলা যায় না।

করে না। পরন্তু সুখের সময়ে ঈশ্বরের আরাধনা করিলে যে কাহাকেও দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয় না, ইহা কাহারও মনে উদিত হয় না ॥ ৪৬ ॥

সুখ্ মে বাজ্ পঁড়

দুখ্ কে বলিহারি যাই।

অ্যায়্ সে দুঃখ্ আওয়ে যো,

ঘড়ী ঘড়ী হরিনাম সেঁায়াই ॥ ৪৭ ॥

জগৎপাতা হরিকে ভুলিয়া গিয়া যে সংসারে সুখভোগ, তাদৃশ সুখভোগে বজ্রপাত হউক্। বরং দুঃখেরই প্রশংসা করি। যাহাতে আমি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হরিকে স্মরণ করিতে পারি, তাদৃশ দুঃখ আমাকে নিরন্তর আক্রমণ করুক্ ॥৪৭॥

হরিকে হরিজন্ বহুৎ হেঁয়্,

হরিজন্‌কো হরি এক্।

শশীকে কুমদন্ বহুৎ হেঁয়্,

কুমদন্‌কো শশী এক্ ॥ ৪৮ ॥

যেমন অসংখ্য অসংখ্য কুমুদিনী শশধরের প্রিয়তমা, কিন্তু একমাত্র চন্দ্রমা ব্যতিরেকে কুমুদিনীর প্রিয়তম দ্বিতীয় নাই, তদ্রূপ সংসারে অসংখ্য অসংখ্য ভক্ত বিদ্যমান আছে, কিন্তু ভক্তের একমাত্র ধন হরি ভিন্ন দ্বিতীয় নাই ॥ ৪৮ ॥

চন্দ্র ছপে না তারক্ উজোর,
সূরজ্ ছপে না বাদর্ ছাই।
রণ্ পড়ে কাঁহা রজপূত ছপে,
দানী ছপে কাঁহা মাগন্ যাই।
নারীকে চঞ্চল নয়ন্ ছপে না,
নীচ ছপেনা খড়্ পণ্ গাই।
সিন্ধুকো ভিতর্ পাপ্ ছপে না,
দাস্ ছপেনা হরিগুণ গাই ॥৪৯॥

সমুজ্জ্বল তারকাপুঞ্জমধ্যে চন্দ্রমা, বর্ষাকালীন দুর্দ্দিনে সূর্য্যপ্রভা, সমরাঙ্গণে বীরপুরুষ, ভিক্ষুক মধ্যে দাতা, অবগুণ্ঠন মধ্যে রমণীর চপলনয়ন, সভাতলে আত্মাভিমানী অভদ্র-ভদ্র-পরিচায়ক নীচ, সাগরমধ্যে পতিত মল এই সকল যেরূপ কদাচ অপ্রকাশিত থাকে না, সেইরূপ যে ব্যক্তি জগৎপাতা শ্রীহরির দাস, তিনি চিহ্ন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক গুপ্তবেশে অবস্থিতি করিলেও কদাচ অপ্রকাশিত থাকিতে পারেন না ॥ ৪৯ ॥

সব্ কি ঘট্ মে হরি হেঁয়্,
পহছান্তো নাহি কোই।
নাভিকে সুগন্ধ মৃগ নহি জানত,
ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই ॥ ৫০ ॥

মৃগ-সমূহ যেরূপ আপনার নাভিস্থ সুগন্ধির উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া ব্যাকুল অন্তরে অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরে সেই গন্ধদ্রব্যের অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ সকলের শরীরেই জগৎপাতা পরমাত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু অজ্ঞাননিবন্ধন লোকে তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া যেখানে সেখানে নানাপথে বিচরণ করে ॥ ৫০ ॥

চলন্তি চক্কি সব্ কোই দেখে,
কীল্ দেখে না কোই।
যো কীল্ কো পাকড়্ কে রহে,
সাবেৎ রহা হেয় ওই ॥৫১॥

(কোন সময়ে একটী ঘূর্ণিত জাঁতা দেখিয়া কবীর বলিয়াছিলেন যে, আহা! জাঁতার ভিতর দিয়া যে সমস্ত বীজ আসিয়াছে, তাহারা সমস্তই পেষিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার এক মায়িক জগৎ-জাঁতার অর্থাৎ ভুবন ও গগন এই উভয় পাটের মধ্যে কেহই আস্ত যাইবে না, সকলকেই একবার যাতনা প্রাপ্ত হইতে হইবে। কবীরের এই উক্তি শুনিয়া তুলসীদাস বলিয়াছিলেন)—ঘূর্ণিত জাঁতা হইতে পেষিত শস্য বহির্গত হয়, ইহাই সকলে দর্শন করে, কিন্তু কেহ খোঁটার প্রতি নেত্রপাত করে না। জাঁতার ভিতর আশেপাশে যে সমস্ত বীজ পড়িয়াছিল,

তাহাই পেষিত হইয়া বিনির্গত হইতেছে, যে সমস্ত বীজ মধ্যের কীলক অর্থাৎ খোঁটা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহা চূর্ণিত বা পেষিত হয় নাই। সেইরূপ যে সকল ব্যক্তি ভ্রমাত্মক জগৎ-কার্য্যে ভুলিয়া কেবল গড্ডলিকার ন্যায় দেব-দেবীর আরাধনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকাভ্যন্তরে ঐ প্রকারে পেষিত হইবে। আর যে সকল ব্যক্তি একমাত্র কীলকস্বরূপ জগৎপিতা ঈশ্বরকে আশ্রয় করতঃ তাঁহার আরাধনায় কালাতিপাত করে, তাহারা কদাচ পেষিত হয় না॥ ৫১॥

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ্ বাতাওয়ে,
জ্ঞান করে উপদেশ্।
তও কয়্‌লাকি ময়্‌লা ছোটে,
যও আগ্ করে পর্‌বেশ্ ॥৫২॥

অগ্নি-প্রবেশ দ্বারা যেরূপ কয়লার সমস্ত মলিনত্ব বিনাশ পায়, তদ্রূপ সদ্‌গুরু লাভ হইলে এবং সেই গুরু নিখিল কার্য্যাকার্য্যের ভেদ বলিয়া দিয়া শিষ্যকে সুপাত্র করণান্তে জ্ঞানের উপদেশ দিলে শিষ্যের সমস্ত চিত্তমলা বিদূরিত হইয়া থাকে। ৫২॥

তুল্‌সী যব্ জগ্‌মে আয়ো,
জগো হসে তোম্ রোয়্!

অ্যায়্সে কর্ণি কর্চলো কি,

তোম্ হসো জগো রোয়্ ॥৫৩॥

হে তুলসি! তুমি যৎকালে জগতে আগমন করিয়াছিলে অর্থাৎ জননীজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে, তখন সূতিকাগৃহে তোমাকে দেখিয়া সকলেই আনন্দে হাস্য করিয়াছিল; কিন্তু তুমি রোদন করিয়াছিলে; অতএব অধুনা ঈদৃশ সৎকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক কাল যাপন কর যে, যাহাতে মরণকালে সেই সমস্ত কীর্ত্তিস্তম্ভের উড্ডীন ধ্বজা দেখিয়া তুমি হাস্য করিতে করিতে পরলোকে গমন করিতে পার আর যেন তোমার অদর্শনে জগতের সকলেই বিষাদে রোদন করে॥ ৫৩ ॥

তুল্সী জপ্ তপ্ পূজিয়ে,

সব্ গোড়িয়াকি খেল।

যব্ প্রিয়সে সরবর্ হোয়ি,

তো রাখ্ পেটারি মেল্ ॥৫৪॥

হে তুলসি! তুমি জপ, তপ, প্রতিমার্চ্চনাদি যাহা কিছু করিতেছ, ঐ সকলই বালিকাদিগের সাংসারিক কর্ম্মবোধিকা পুত্তলী-ক্রীড়ার তুল্য। অর্থাৎ যাবৎ পতিসহ তাহাদের সমাগম না হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই তাহারা ক্রীড়া করে, তদনন্তর তাহারা সেই সমস্ত পুত্তলী পেটিকাভ্যন্তরে

তুলিয়া রাখে। তদ্রূপ যত দিন জগৎপতি ঈশ্বরের সহ-বাস না ঘটে, তাবৎ পর্য্যন্তই পূজাদি করা কর্ত্তব্য ॥ ৫৪ ॥*

দিন্‌কা মোহিনী, রাত্‌কা বাঘিনী,
পলক্ পলক্ লহু চোষে।
দুনিয়া সব বাউরা হোকে,
ঘর্ ঘর্ বাঘিনী পোষে ॥৫৫॥

যে দিবাভাগে মোহিনীসদৃশী ও নিশাভাগে বাঘিনী-তুল্য হইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দেহের শোণিত চুষিয়া খায়, জগতের লোকে উন্মত্ত হইয়া প্রতিগৃহে সেই বাঘিনীকে প্রতিপালন করিতেছে॥ ৫৫ ॥

ভাট্‌কে ভালা বোল্‌না চল্‌না,
বহুড়ীকে ভালা চুপ্।
ভেক্‌কে ভালা বর্ষা বাদর্,
আজ্‌কে ভালা ধূপ্ ॥ ৫৬ ॥

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জগদীশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বস্রষ্টা ও সর্ব্ব-ব্যাপী বলিয়া অবগত হইতে পারিলে আর পূজাদি করিবার আবশ্যক করে না। বালকেরা যেরূপ স্বয়ংই দুগ্ধ ত্যাগ করে, তদ্রূপ ঈশ্বরকে জানিতে পারিলে পূজাদির প্রবৃত্তি আপনা হইতেই তিরোহিত হয়।

যাহারা ভাট, তাহাদের পক্ষেই বহু কথা বলা ও বহু পথ চলা সম্ভব, কিন্তু সকল বিষয়ে মৌনভাব অবলম্বন করাই কুলবধূগণের কর্ত্তব্য ; তাহা হইলে তাহারা সকলেরই ভালবাসার পাত্র হইতে পারে। ভেকের সম্বন্ধে বর্ষা এবং ছাগলের সম্বন্ধে আতপই আনন্দদায়ক। ৫৬।

যাকে যঁও হোতো বিধাতা বাম্,
তাকো ধনমেরু ধূরি সম।
জনক্ আদি যম্,
তাহি ব্যাস সম দাম্॥ ৫৭॥

বিধি যখন যাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, সুমেরু তুল্য ধন থাকিলেও তাহার তাহা ধূলিবৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তখন পিতা প্রভৃতি গুরুজনগণকে যম ও পুষ্পমাল্যকেও ভুজঙ্গ বলিয়া বোধ হয়॥ ৫৭॥

ভক্তি বীজ্ পল্‌টে নহি,
যো যুগ যায়্ অনন্ত।
উচ নীচ ঘর্, আওতরে,
ফের্ সন্তকে সন্ত॥ ৫৮॥

যে ব্যক্তির চিত্তক্ষেত্রে একবারমাত্র ভক্তিবীজ পতিত হইয়া তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাত্মাই প্রকৃত সাধু বলিয়া গণনীয়। অনন্ত যুগ অতীত হইলেও

তদীয় সেই বীজের আর পরিবর্ত্তন ঘটে না। তিনি মুহু-র্মুহুঃ পরলোকগত হইয়া যদি উৎকৃষ্ট কুলে অথবা একান্ত নীচ বংশে কিম্বা যে কোন যোনিতে দেহ ধারণ করেন, তথাপি তিনি পূর্ব্ববৎ সাধুই থাকেন সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥

তুলসী জগৎমে আইয়ে,
সব্‌সে মিলিয়ে ধায়্।
না জানে কোন্ ভেক্‌সে,
নারায়ণ মিল্ যায়্ ॥৫৯ ॥

তুলসীদাস জগৎ-সংসারে আগমন পূর্ব্বক সকলের সহিতই মিলিয়া চলিতেছেন অর্থাৎ যাবতীয় উপাসক ও যাবতীয় পন্থী [illegible] [illegible]তীয় বস্তু সকলেরই প্রতিই ঈশ্বরজ্ঞানে প্রেম করিতেছেন। কেন না, ইহা অবগত নহেন যে, নারায়ণ কোন্ ভেকে আসিয়া আমাকে দর্শন প্রদান করিবেন। ৫৯ ॥

ধনমদ তনমদ রাজমদ,
বিদ্যামদ অভিমান।
এ পাঁচকো আড় টারকে,
পাওয়ে পদ নির্ব্বাণ ॥ ৬০ ॥

ধনগর্ব্ব, দেহগর্ব্ব, রাজ্যগর্ব্ব, বিদ্যামদ এবং "আমিই

প্রধান” এই গর্ব্ব, এই পঞ্চবিধ মোহ বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই জীব নির্ব্বাণপদ লাভ করিতে পারে॥ ৬০॥

কাহা কহোঁ বিধিকি গতি,
ভুলে পড়ে প্রবীণ।
মূরখ্‌কে সম্পতি দেয়ি,
পণ্ডিত সম্পতি হীন্॥ ৬১॥

বিধির ক্রিয়াগতি আর কি বর্ণন করিব, উহা নির্ণয় করিতে গেলে প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও ভ্রমে পতিত হইতে হয়। দেখ, ঈশ্বর একান্ত মূঢ়কেও বহুধনের অধিপতি করিয়াছেন, এবং বহুশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতকেও নির্ধন করিয়া রাখিয়াছেন॥ ৬১॥

কৌন্ কাহু সুখ দুখকর্ দাতা,
নিজ কৃত কর্ম্মভোগ সব ভ্রাতা।
জন্ম হেতু সব কহ পিতু মাতা,
কর্ম্ম শুভাশুভ দেই বিধাতা॥ ৬২

হে ভ্রাতঃ! কোন্ ব্যক্তি কাহাকে সুখ প্রদানে বা দুঃখ দিতে সক্ষম হইয়া থাকে? জগতে সুখ-দুঃখদাতা আর কেহই বিদ্যমান নাই। সকলেই স্ব স্ব কৃত কর্ম্মফল ভোগ করে। জন্ম হেতুই জনক জননী নাম হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারাও সুখদুঃখদাতা নহেন। কেবলমাত্র বিধা-

তাই জীবকুলকে শুভাশুভ কর্ম্মের উপযুক্ত ফল প্রদান করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

গোধন গজধন বাজীধন,
আওর রতন ধন খান্।
যব্ আওত সন্তোষ ধন,
সব ধন ধূরি সমান্ ॥ ৬৩ ॥

সংকালে চিত্তক্ষেত্রে অমূল্য সন্তোষ ধন সঞ্চিত হয়, তৎকালে গো, গজ, অশ্ব ও রত্নখনি প্রভৃতি নিখিল ধনকেও ধূলির তুল্য বোধ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সন্তোষরূপ ধনের তুল্য ধন আর দ্বিতীয় নাই ॥ ৬৩ ॥

তন্‌কি ভুক্ তনক্ হেঁয়্,
তিন্ পাপকে সের্।
মন্‌কি ভুক্ অনেক হেঁয়্,
নিগ্‌লত মেরু সুমের্ ॥৬৪॥

শরীরের ক্ষুধা অতীব অল্প, তিন পোয়া বা এক সের পরিমিত দ্রব্যেই নিবৃত্তি পাইয়া থাকে; কিন্তু মনের ক্ষুধা এত বেশী যে, সুমেরু গিরির তুল্য রাশি রাশি দ্রব্যেও নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় না ॥ ৬৪ ॥

উদর ভরণ্‌কে কারণে,
প্রাণী ন করতয়ি লাজ্‌।
নাচে বাচে রণ্‌ ভিরৈ,
বাচে ন কাজ্‌ অকাজ্‌ ॥৬৫॥

প্রাণীগণ উদর ভরণার্থ সকলরূপ লাজ লজ্জাকেই বিসর্জ্জন দিয়াছে। কেহ সভাতলে নৃত্য করিতেছে, কেহ ভয়ঙ্কর তরঙ্গকুল অকূল সমুদ্রে তরণী লইয়া বাইচ্‌ ক্রীড়া করিতেছে, কেহ বা বলহীন হইয়াও ভীষণ সংগ্রামে গমন করিতেছে। অতএব লোকে কেবলমাত্র উদরার্থই কার্য্যাকার্য্যের বিচার করে না॥ ৬৫॥

যো প্রাণী পরবশ পরো,
সো দুখ সহত অপার্‌।
যূথপতি গজ হোই,
সহেঁ বন্ধন অঙ্কুশ অপার ॥৬৬

পরবশ হইলেই তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। দেখ, যূথপতি গজরাজ অসীম বলশালী হইয়াও মনুষ্যের অধীনে বন্ধন যাতনা ও অঙ্কুশ প্রহার সহ্য করিতেছে॥ ৬৬॥

যো যাকো পেয়ার্ লগে,
সো তাকো করত বাখান্।
জ্যায়্সে বিষ্কো বিষ্মখি,
মানত অমৃত সমান্॥৬৭॥

যেরূপ বিষমক্ষিকা হলাহল বিষকেও অমৃত তুল্য জ্ঞান করে, তদ্রূপ যে দ্রব্য যাহার প্রিয়, অত্যন্ত হেয় হইলেও সে নিরন্তর তাহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে॥ ৬৭॥

জল বিচ্ কুমদ্ বসে,
চন্দা বসে আকাশ্।
যো জন্ যাকে হৃদ্ বসে,
সে জন্ তাকো পাশ্॥৬৮॥

কুমুদিনী বলিলে এবং চন্দ্রমা বহুদূরে গগনমার্গে অবস্থিত; তথাপি পরস্পরের হৃদয় পরস্পরে আসক্ত বলিয়া উভয়ের মধ্যে কাহারও মনে দূর বলিয়া জ্ঞান হয় না। অতএব সে যাহার হৃদয়ে একবারমাত্র বসিয়াছে, সে বহুদূরে বিদ্যমান থাকিলেও নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনুভব হয়॥ ৬৮॥

প্রীত্ ন টুটে অন্ মিলে,
উত্তম্ মন্ কি লাগ্।
শত যুগ্ পাণিমে রহে,
মিটে না চকমক্কে আগ্ ॥৬৯

যেরূপ শতযুগ সলিলাভ্যন্তরে থাকিলেও চকমকির অগ্নি তাহা হইতে বিচ্যুত হয় না, সেইরূপ সাধু ব্যক্তির পরস্পর মনের মিলনরূপ যে প্রণয়, উভয়ে দূরবর্ত্তী হইয়া বহুদিন অমিলন হইলেও যে প্রণয় বিদূরিত হয় না ॥ ৬৯ ॥

বিপদ্ বরাবর্ সুখ নহি,
যো থোড়াদিন হোয়্।
লোক্ বন্ধু মৈত্রতা,
জান্ পড়ে সব্ কোয়্ ॥৭০॥

যদ্যপি স্বল্পদিন মাত্র বিপদে পতিত থাকিতে হয়, তাহা হইলে বিপদের তুল্য সুখকর অবস্থা আর নাই, কেন না, ভদ্র ও আত্মীয় বন্ধু এবং মিত্র সকলকেই এই সময়ে চিনিতে পারা যায়। একমাত্র বিপদই তাঁহাদিগকে চিনিবার উপায় ॥ ৭০ ॥

রাম্ ঝরোখে বয়েট্ কর্,
সব্ কো মুজ্ রা লে।
জ্যায়্ সা যাকে চাক্‌রি,
অয়্ সা উকো দে ॥৭১॥

সর্ব্বস্রষ্টা ভগবান্ শ্রীরাম জগৎরূপ গৃহের উচ্চ বাতায়নে উপবেশন পূর্ব্বক জগতীয় ব্যক্তিগণের আচরিত কার্য্যাকার্য্য সমস্ত অহর্নিশি দর্শন করিতেছেন এবং যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহাকে সেইরূপ পুরস্কার দিতেছেন ॥৭১

সব্ তিথি সুতিথি হোঁয়্,
সব্ বার্ সুবার্।
ওস্‌কা লাগে ভদ্‌রা,
যো বিছ্‌রে নন্দকুমার্ ॥ ৭২

জনৈক সাধু ব্যক্তি শুভ ক্ষণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন, সমস্ত তিথিই সুতিথি এবং সমস্ত কালই সুকাল। যে ব্যক্তি নন্দতনয় শ্রীহরিকে ভুলিয়া যায়, ভদ্রা বারবেলা ও কালবেলা তাহার পক্ষেই সম্ভবে ॥ ৭২ ॥

বহুৎ ভালানা বোল্‌না চল্‌না,
বহুৎ ভালানা চুপ্।
বহুৎ ভালানা বর্ষা বাদর্,
বহুৎ ভালানা ধূপ্ ॥ ৭৩

বহু কথা বলা ও বহু পথ পর্য্যটন কাহারও পক্ষে উচিত নহে এবং জনসমাজে বহুক্ষণ মৌনভাবে থাকাও অনুচিত; তদ্রূপ কোন জীব সম্বন্ধে বহুদিন ব্যাপিয়া বর্ষা অথবা বহুদিন ব্যাপিয়া আতপও ভাল নহে॥ ৭৩॥

পার্ গায়ে সো বুড়িঁয়া,
বুড় গায়ে সো পার।
সম্মান্ বে ডুবে মজ্ধার,
জিন্ শির্ ভারি ভার॥ ৭৪

পুণ্যশীল ব্যক্তিই ভব সমুদ্র পার হইয়া থাকে এবং পাতকী নরকে নিমগ্ন হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি সংসার-ভারে আক্রান্ত, তাহার কোন কূলই নাই, কেবলমাত্র মধ্যভাগেই নিমগ্ন হইয়া থাকে॥ ৭৪॥

আরব্ খরব্ লোঁ লছমী,
উদয় অস্ত লোঁ রাজ্।
যো জাগে নিজ মরণ্ হঁয়,
তো আবে কোওনে কাজ॥ ৭৫

যখন মৃত্যু একদিন নিশ্চয়ই হইবে জানা যাইতেছে, তখন অগণিত ধনে ধনশালী হওয়া বা উদয়াস্তকাল পর্য্যন্ত রাজেশ্বর হওয়ায় কি ফল আছে॥ ৭৫॥

চিন্তা জুয়াল শরীর বন,
দাবা লগ্ লগ্ যায়।
প্রগট্ ধূমা নাহি দেখিয়ে,
উরু অন্তর ধূঁ ধূঁ আয়।
জরে যেঙ কাঁচ কি ভট্টি,
জরগা লহু মাস রহি পিঞ্জরকি টাট্টি।
কহে তুলসীদাস কবিরায়,
শুনহো মোরে মিনৃতা।
ওনর কয়সে জিএ,
জিহিতন ব্যাপয়ে চিন্তা॥ ৭৬

চিন্তা অনল সদৃশ এবং দেহ কাল সদৃশ, কিন্তু দাবাগ্নি যেমন অরণ্যকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ চিন্তা মনুষ্যদিগের অন্তরে প্রকাশমান হইয়া রক্ত মাংস নিচয় ভস্মীভূত পূর্ব্বক দেহকে অস্থিমাত্রাবশেষ করিয়া থাকে; কিন্তু বাহ্যে কোনরূপ তাহার আকার প্রকার পরিলক্ষিত হয় না। যেমন কাঁচ বেষ্টিত (চিম্‌নি ইত্যাদি) প্রজ্বলিত বহ্নির ধূম পরিলক্ষিত হয় না, তদ্রূপ এ বিষয়ে কবিবর গিরিধর বলিয়াছেন, ঈদৃশ চিন্তাবহ্নি যাহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে কি জীবিত থাকিতে পারে? ৭৬॥

তুলসী ইয়ে আয়্‌কে জগ্‌,
কোন্‌ ভয়ো সোম্‌রন্ত্‌।
এক কাঞ্চন্‌ ও কুচন্‌ কো,
কিনন্‌ পসারা হন্ত ॥ ৭৭

হে তুলসী! এই জগতে তাদৃশ পুরুষ রত্ন নিতান্তই দুর্লভ, যে কখনও স্ত্রীলোকদিগের কুচযুগলে অথবা কাঞ্চনাদিতে প্রলুব্ধ হয় না ॥ ৭৭ ॥

মক্ষী বয়্‌ঠী সাহদ পরো,
পংখা গয়ে লপ্‌টায়।
মক্ষী ঝট্‌পটায়্‌ শির ধুনে,
লালচ্‌ বুরি বালাই ॥ ৭৮

লোভই এই সংসারে পতনের একমাত্র কারণ, দেখ, মধুকরগণ মধুপানাশায় প্রলুব্ধ হইয়া যেমন উহাতে উপবেশন করে, অমনি মধুতে পক্ষদ্বয় সংলগ্ন হইয়া সত্বরই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব কোন বিষয়ে অগ্রে প্রলুব্ধ না হইয়া হিতাহিত বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করা কর্ত্তব্য ॥ ৭৮ ॥

মেয়ে লালোঁকে লালড়ি,
মুহুমে মেরো রঙ্‌।
কালা মুখ্‌ যব্‌তে ভেয়ো,
তুলি নীচ্‌কে সঙ্‌॥ ৭৯

গুঞ্জা ফল অর্থাৎ কুঁচ বলিতেছে, অগ্রে আমি নিরন্তর লোহিত বর্ণই ছিলাম, কিন্তু ত্বৎ সদৃশ নীচ সংসর্গে একত্র তোলিত হওয়ায় আমার মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, সৎ এবং অসতের সংসর্গগুণেই দোষ গুণ জন্মিয়া থাকে॥ ৭৯॥

সোণা কহে সোণার কোঁ,
উত্তম মেরি জাত্‌।
কাণে মুহুকি গুঁচি,
তুলি হামারে সাথ্‌॥ ৮০

একদিন সুবর্ণ স্বর্ণকারকে বলিয়াছিল, হে সুবর্ণকার! আমি (অর্থাৎ আমার জাতি) জগতে সর্ব্বোত্তম। তুমি কখনও কৃষ্ণমুখ গুঞ্জা ফলের (কুচের) সহিত আমার ওজন করিও না॥ ৮০॥

তন্ সমুদ্র মন্ লহর হেয়্,
রূপ কাহর্ দরিয়াও।
বেসর ভুজা সেকন্দরি,
পন্থি ইহাঁ না আও॥ ৮১

দেহ সাগর সদৃশ এবং মন তাহার তরঙ্গতুল্য, রূপ মহাসাগর সন্নিভ ও বেসর সেকেন্দরের বাহু সদৃশ; অতএব পান্থগণ এ পথে কখনও পদার্পণ করিও না, সাবধান হও॥ ৮১॥

তেহ্নি বিরহ্ সমুদ্র মে,
জাহাজ্ ভয়ে এ কন্ত।
তন্ মন্ যৌবন্ ডুবিয়ো,
প্রেমধ্বজা যাহে রন্ত॥ ৮২

হে কান্ত! তব বিরহ-সাগরে আমি জলযান (জাহাজ) স্বরূপ হইয়াছি। তাহাতে তব চিত্ত, শরীর ও যৌবন নিমগ্ন থাকে; কিন্তু প্রেম পতাকা অদ্যাপি অমগ্ন হইয়া আছে॥ ৮২॥

প্রীত্ প্রীত্ সব্ কোই কহত,
কঠিন তাস্থকি রীত্।
আদ্ অন্ত নিব্ নাহি,
বালু কি সি ভীত॥ ৮৩

প্রেম প্রেম সকলই বলিয়া থাকে, কিন্তু বালুকা-বন্ধের ন্যায় প্রেম চিরদিন সমান থাকে না। অর্থাৎ প্রকৃত প্রেম অতি দুর্লভ॥ ৮৩॥

সম্মন্ ধাগা প্রেমকা,
মৎতোড়ো চিত্লায়।
টুট্ যায়্ গাঁয়ু পরে,
ফের লাড়ে না যোড়ায়্॥ ৮৪

সম্মন নামক কবি বলিয়াছেন, প্রেম বন্ধন কখনও ছিন্ন করিও না। প্রণয় বন্ধন একবার ছিন্ন হইলে সূত্রের বন্ধনের (গেরোর) ন্যায় আর কখনও খোলা বা জোড়া যায় না॥ ৮৪॥

মধুকর চাঁহত কমল্কোঁকি,
বনকো চাঁহত্ মোর।
দীপক্ রটত্ পতঙ্গকোঁকি,
চন্দহি রটত্ চকোর॥ ৮৫॥

ভ্রমর যেমন পদ্মকে, ময়ূর যেরূপ অরণ্যকে এবং পতঙ্গগণ যেরূপ দীপশিখা এবং চাতক চন্দ্রকে প্রিয়তম বলিয়া অবগত আছে, সেইরূপ সাধুগণ সৎসঙ্গকে প্রিয়তম বলিয়া বাসনা করিয়া থাকেন॥ ৮৫॥

কো সুখ কো দুখ দেহে হেঁয়,

দেত করম্ ঝক্ ঝোর্।

উর্জ্জে সুরুঞ্ঝা হেয়্ আপহি,

ধোজা পবন কি জে র ॥ ৮৬ ॥

সুখ দুঃখ কেহ কখনও কাহাকে প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু স্বীয়স্বীয় কর্ম্মফলেই লোকে সুখ দুঃখ লাভ করিয়া থাকে। যেরূপ বায়ু চালিত পতাকা নিরন্তর এদিক ওদিক চালিত হইয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

প্রাণ গেয়ে পৎযো রহে,

রহে প্রাণ পৎ যায়্।

ধিক্ জীবন্ অ্যায়্সে নরন্ কো,

কহতে আকব্বর সায়্ ॥ ৮৭।

বাদশাহ আকবর বলিয়াছিলেন, যে মানব প্রাণাপেক্ষা অভিমানকে অধিক বিবেচনা করেন, তিনি ধন্য। কিন্তু যাঁহার অভিমান দুরীকৃত হইয়াছে অথচ প্রাণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাদৃশ মনুষ্যের জীবনে ধিক্ ॥৮৭॥

তিন টুক্ কপীন্‌কো,

আউর ভাঁজি বিন্ লোন্।

তুলসী রঘুবর উর্ বসেঁ,

ইন্দ্র বাপুর কোন্ ॥ ৮৮ ॥

হে তুলসী! যদি রামচন্দ্র হৃদপদ্মে নিরন্তর বাস করেন এবং তিন খণ্ড কৌপীন ও লবণ ব্যতীত ভ্রষ্ট দ্রব্য (ভাঁজা) পাওয়া যায় তাহা হইলে সুরপতি ইন্দ্র হইতেও আপনাকে ভাগ্যবান্ বিবেচনা করি ॥৮৮॥

মাঘ পৌষ কো দিন্‌মে,
অ্যায়্‌সে হোঁ কবলাগি হেঁ।
তুলসীকে মন্ রাম্,
যেও গরীব কো ঘাম ॥ ৮৯ ॥

দরিদ্র ব্যক্তিদিগের যেরূপ পৌষ মাঘ মাসের রৌদ্র প্রীতিপ্রদ ও বাঞ্ছনীয় হইয়া থাকে, তুলসীদাসের হৃদয়ে রামনাম সেইরূপ প্রীতিকর হইবে ॥৮৯॥

তুলসী নবেসো আপ্‌কোঁ,
পর্‌কো নবেনা কোয়্।
টাক্ তরাজু তোলিয়ে,
লবেসো গড়ুয়া হোয়্ ॥ ৯০ ॥

হে তুলসী! তুমি তাদৃশ নিজকে ক্ষুদ্র এবং অপরকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাক। যেরূপ তুলাদণ্ডে গুরু নিজেকে নত করিয়া অন্যকে উন্নত করিয়া থাকে। সাধুগণ ঈদৃশ ব্যক্তিকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন ॥৯০॥

দওড়ো কোশ হাজারো,
বশে লছমী পাশ্।
বিনা দিয়ে রঘুনাথ্‌কে,
মেলে না তুলসী দাস্॥ ৯১॥

সহস্র ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিলে কি হইবে, লক্ষ্মী সকলেরই নিকটে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কিন্তু রামচন্দ্র ধন প্রদান না করিলে তুলসী কোথায় ধন প্রাপ্ত হইবে॥৯১॥

জমালে কহেতো কেঁও ডরে,
কেঁও মনমে পাচ্‌তায়্।
পেড়্তো বয়ো বাবুর কে,
আম কাঁহা তেঁয়্ খায়্॥ ৯২॥

একদা জমাল নামক কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, হে ভ্রাতঃ! অকারণ কেন ভীত হইয়া আক্ষেপ করিতেছ? যাদৃশ বৃক্ষ রোপণ করিয়াছ, তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ কর্ম্মানুযায়ী ফল লাভ করিবে। বাবলা বৃক্ষ রোপণ করিয়া আম্র ফলের আশা করা বিড়ম্বনা॥৯২॥

এক ঘড়ি আধি ঘড়ি,
আধি হুমে আধ্।
তুলসী সঙ্গত্ সন্তকি,
হরে কোটি অপরাধ্॥ ৯৩॥

এক ঘণ্টা অর্দ্ধ ঘণ্টা এমন কি অর্দ্ধার্দ্ধ ঘণ্টাকালও যদি সাধুসঙ্গ লাভ করা যায়, তাহা হইলে সেই সাধুসঙ্গ অসংখ্য অপরাধ হরণে সমর্থ হইয়া থাকে ॥৯৩॥

সঙ্গত কি জিয়ে সাধুকি,
হরে আউর্ কি ব্যাধ।
সঙ্গত কি জিয়ে নীচ্ কি,
আঠো পহর্ উপাস্ ॥ ৯৪ ॥

সাধু সংসর্গ অপরের ব্যাধি হরণ করিতে পারে, আর অসাধু সংসর্গে অষ্ট প্রহর উপবাসী থাকিতে হয়, অতএব সাধুসঙ্গ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥৯৪॥

রাম্ নাম্ আরাধি সে,
তুলসী বৃথা ন যায়্।
নর্ কায়িকো পয়ের্ সে,
আগে হো তো সহায়্ ॥ ৯৫ ॥

হে তুলসী! রামনাম আরাধনা করিলে সময় কদাপি বৃথা নষ্ট হয় না। যেহেতু, পরকালে সেই নাম-ফল বন্ধুর ন্যায় সর্ব্বাগ্রে সাহায্য করিয়া থাকে ॥৯৫॥

তুলসী বেরোয়া বাগ্ মে,
সিচ্ তে কুম্ লায়ে।
রাম ভরোসে যো রহেঁ,
সো পর্বত্ পর হরি যায়ে ॥ ৯৬ ॥

হে তুলসী! মনোহর উদ্যানস্থিত কুমকুম্ ও সুগন্ধি জল সিক্ত পাদপকগনও নিস্তেজ হইতে পারে, কিন্তু দৈবসহায় বৃক্ষ পর্ব্বতস্থিত হইলেও নিস্তেজ না হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কেবল পুরুষকারের দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, দৈবকেও অবলম্বন করা বিধেয় ॥৯৬॥

ভক্তি ভক্ত ভগবন্ত গুরু,
চতুর্ নাম বপু এক্।
ইন্ কে পদরজ বন্দন কিয়ে,
নাশত বিঘ্ন অনেক্ ॥ ৯৭ ॥

ভক্তি, ভক্ত ভগবান্ এবং গুরু এক পদার্থ বলিয়া জানিবে। এই সকলের মধ্যে যাহারই বন্দনা কর তাহাই জগতের নিখিল বিঘ্ন বিনাশ করিতে সমর্থ ॥৯৭॥

তুলসী জগ্ মে আকর্,
কর্ লে দোনো কাম্।
দেনে কো টুক্ রা ভালা,
লেনে কো হরি নাম্ ॥ ৯৮॥

হে তুলসী ! তুমি এই জগতে আগত হইয়া এই দুইটী কার্য্য অবশ্যই প্রতিপালন করিও, যথা-দান বিষয়ে অত্যল্প ভাল এবং গ্রহণ বিষয়ে অত্যল্প হরিনাম সংকীর্ত্তনও মঙ্গলকর ॥৯৮॥

অগর না করে চাক্‌রি,
পঙ্‌খী না করে কাম্‌।
দাস্‌ মালিকা কহ্‌ গয়ে,
সব্‌কো দাতা রাম্‌ ॥ ৯৯ ॥

সর্প কাহার নিকটে কখনও চাক্‌রী স্বীকার, পক্ষীগণও কখন কোন ব্যবসায়াদি অবলম্বন করে না। কিন্তু তাহাদিগের উদর পূর্ত্তির কোন অভাবও পরিলক্ষিত হয় না। এই নিমিত্ত মলিকা উপদেশ দিয়াছেন, রামই সকলের উপায় বিধান করেন ॥৯৯॥

তুলসী আপ্‌না রাম্‌কো,
রিজ্‌ ভজো চায়্‌ খিজ্‌।
ক্ষেত পরেতেঁ জামি হেঁয়্‌,
উল্‌টে নিধে বিজ্‌ ॥ ১০০ ॥

হে তুলসী ! তুমি অনুরক্ত বিরক্ত বা শত্রু মিত্র অথবা যে কোন ভাবেই জগদীশ্বরের আরাধনা কর্‌না কেন,

তাহাতেই সুফল প্রাপ্ত হইবে। ক্ষেত্রে যেরূপ ভাবেই বীজ উপ্ত হউক না কেন, বীজের অঙ্কুর ঊর্দ্ধমুখ হইয়া উত্থিত হইবেই হইবে ॥১০০॥

চিদানন্দ ঘট্ মে বসে,
বুঝত তাঁহা নিবাস্।
সৌ মৃগমদ মৃগনাভি মে,
ঢূঁরত ফিরত সুবাস্ ॥ ১০১ ॥

হে তুলসী! যেমন মৃগমদ মৃগনাভিতে বিদ্যমান থাকিতেও মৃগগণ তাহার সুগন্ধ অন্বেষণ করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, সেইরূপ চিদানন্দ ব্রহ্ম নিখিল মনুষ্য-হৃদয়ে বিরাজিত থাকিলেও ভ্রমান্ধ মনুষ্যগণ তাঁহার অন্বেষণে সমস্বাৎ প্রধাবিত হইয়া থাকে ॥১০১॥

সুখ্ মে ভষম্ পড়ে,
যো হর হর হৃদ্‌সোঁ যায় ।
বলিহারি উহ দুখ্ কি,
যো পল্ পল্ রাম কহায়্ ॥ ১০২ ॥

যাদৃশ সুখসম্পদে জগদীশ্বর হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হন অর্থাৎ যে সুখ সম্পদে ঈশ্বরকে স্মরণ থাকে না, তাদৃশ সুখ সম্পদ ভস্মে নিহিত হউক। আর সেই দুঃখ প্রশংস-

নীয়, যে দুঃখে ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা হইয়া থাকে॥১২॥

তুলসী মিঠে বচন সোঁ,
সুখ উপজত চঁহুওর।
বশীকরণ মন্ত্র হেঁয়্,
পরিহর বচন কঠোর॥ ১০৩॥

হে তুলসী! বশীকরণ মন্ত্রের ন্যায় মধুর বাক্য আশাতীত সুখ প্রদান করে। অতএব রূঢ় বাক্য পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র সুমধুর বাক্য কথনই শ্রেয়স্কর॥১০৩॥

সব্‌কো ব্যাকুল্ করত হেঁয়্,
এক জঠর্ কি আগ্।
পরৈ কিল্ কিলা জলধি,
মথিলভ্ চর ভর উত্তর ত্যাগ্॥ ১০৪॥

কেবল মাত্র জঠরানলই মনুষ্যগণকে ব্যাকুল করিয়াছে, যেমন বাড়বানল উত্থিত হইলে জলধির জলচরগণ ইতস্তত প্রধাবিত হয়॥১০৪॥

শোতে শোতে ক্যাকরোভাই,
ওঠ্ ভজো মুরার।
অ্যাসে দিন্ আতে হেঁয়্,
লম্বা পা পসার॥ ১০৫॥

হে ভ্রাতঃ! শয়ন করিয়া আর কি কর? উঠ, ঈশ্বর আরাধনায় রত হও। কারণ, তোমার এরূপ একদিন আসিবে যে, পদদ্বয় বিস্তার করিয়া চিরনিদ্রায় কাল অতি-বাহিত করিতে হইবে। অর্থাৎ যতদিন জীবন এবং চৈতন্য আছে, ঈশ্বরোপাসনা করিয়া ততদিন পরলোকের পথ সুগম কর ॥১০৫॥

কাম্ ক্রোধ্ মদ্ লোভ্ কি,
　　যব্ লগ্ মন্‌মে খান্।
তব্ লগ্ পণ্ডিত্ মুরখৌ,
　　তুলসী এক সমান্ ॥ ১০৬ ॥

পণ্ডিত হউক আর মূর্খই হউক, যে পর্য্যন্ত তাহাদের হৃদয়ে কাম ক্রোধাদি রিপু সমূহের খনি বর্ত্তমান রহিবে, তাবৎ উভয়েই সমান। অর্থাৎ যে কামাদি রিপু জয় করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই নরশ্রেষ্ঠ ॥১০৬॥

জ্ঞান গরিবী হরি ভজন্,
　　কোমল্ বচন অদোখ্।
তুলসী কভু না ছোড়িয়ে,
　　ছমা শীল সন্তোখ্ ॥ ১০৭ ॥

হে তুলসী! তুমি কখন জ্ঞান, গরিবী, হরিভক্তি

মধুর বচন, ক্ষমা, সৎপ্রকৃতি ও সন্তোষ পরিত্যাগ করিও না ॥১০৭॥

ধন্‌কো শোভা ধরম্‌ হৈঁয়্‌,
কুল্‌কো শোভা শীল্‌।
জল্‌কো শোভা কমল হৈঁয়্‌,
দল্‌কো শোভা পীল্‌ ॥ ১০৮ ॥

ধর্ম্ম দ্বারা ব্যয়িত হইলেই ধনের শোভা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সৎস্বভাবই কুলের শোভা বর্দ্ধন করে, পদ্ম সমূহ সরোবরের, যূথপতি রথের শোভা সংবর্দ্ধন করিয়া থাকে ॥১০৮॥

আগম পন্থ হৈঁরে প্রেম্‌কো,
যাঁহা ঠাকুরায়ি নাহি।
গোপীন্‌কেঁ পাছে ফিরেঁ,
ত্রিভুবন পতি বনমাহি ॥ ১০৯ ॥

চাতুর্য্য বিরহিত প্রণয়ই অনির্ব্বচনীয়। সেখানে ঠাকুরালী নাই। দেখ, ভুবন-তারণ বনমালী বৃন্দাবনে গোপাঙ্গনাগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥১০৯॥

বড়ে বড়েসোঁ রিশ্ করে,
ছোটে সেঁা ন রিশায়্।
তরু কোঠার্ তোরে পওন,
কোমল তৃণ বাঁচি যায়্॥ ১১০॥

মহদ্ব্যক্তিগণ কখনও মহদ্ব্যক্তি ব্যতীত ক্ষুদ্র বা নীচ ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হন না। দেখ, মহা বলবান্ বায়ু বিপুল পাদপ-নিচয়ই ভগ্ন করিয়া থাকে, কোমল তৃণকে কখনই উৎপাটিত করে না॥১১০॥

যেত্নে যাকে বুদ্ধি হৈঁয়্,
ওত্নি কহে বনায়্।
ভালি বুরিকো বুরি ন মানিয়ে,
জেন্ বাঁহা সো যায়্॥ ১১১॥

যে ব্যক্তির যাদৃশী বুদ্ধিশক্তি, তিনি ততদূর সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়া থাকেন; কিন্তু বাস্তবিক যাহা সত্য তাহাই থাকে, কিন্তু বাক্য দ্বারা তাহকে নিরাকরণ করা অসম্ভব॥১১১॥

কাগা কাকোন্দেতে হৈঁয়্,
কৈলি কাসো দে।
শীতল্ বোলি শুনায়্কে,
জগ্ আপ্না কর্লে॥ ১১২॥

কাকগণ নিষ্ঠুরতা অবলম্বন পূর্ব্বক কাহারও কিছু অপহরণ করে না অথচ শ্রুতিকটু শব্দকারী বলিয়া সকলেরই অপ্রিয়। কোকিলকুল কখন কাহাকে কিছুমাত্র প্রদান করে না, কিন্তু স্বর শ্রুতিমধুর বলিয়া সকলেই তাহাকে আদর করে ॥১১২॥

চল্‌না ভল্‌না ক্রোশ ভোর,
দুহিতা শ্যালানা এক্।
মাঙ্‌না ভালানা বাপ্‌সে,
রাম্ যঁও রাখে টেক্ ॥ ১১৩ ॥

যদি জগদীশ্বর মান রক্ষা করেন, তাহা হইলে কখনই লাভের নিমিত্ত এক ক্রোশও গমন করা উচিত নহে। সংসারে স্বীয় তনয়াও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে, বিলাসব্যয়ের নিমিত্ত জগদীশ্বরের নিকট কখনও প্রার্থনা করা উচিত নহে ॥১১৩॥

চতুরাই চুলাই পর্,
জ্ঞানী জম্‌কো খায়।
তুলসী হরিভক্তি বিনে,
জড়্ মূল্ নাশ্ না পায়্ ॥ ১১৪ ॥

যে ব্যক্তি জ্ঞানী এবং চতুর, কিন্তু অন্তরে হরিভক্তি নাই, তাহার জ্ঞানে এবং চতুরতায় শত সহস্র ধিক্ ॥১১৪॥

সব্ বন্ তুল্সী ভেয়ো,
সব্ পাহাড় ভেয়ো শাল্গেরাম্।
সব্ পানি গঙ্গা ভেয়ো,
সব্ ঘট্‌মে বিরাজে রাম্॥ ১১৫॥

যিনি জগদীশ্বরকে সর্ব্বগত সর্ব্বসাক্ষী বলিয়া বিদিত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট সকল বনই তুলসী বন নিখিল প্রস্তরই শালগ্রাম এবং সমস্ত জল গঙ্গাজল বলিয়া অনুমিত হয় অর্থাৎ তাঁহার কিছুতেই ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না॥১১৫॥

চারি জাত্ মিলে হরি ভজিয়ে,
এক বরণ হো যায়্।
(জ্যায়্সা) অষ্টধাতুমে পরশ্ লাগায়ে,
এক মূল্‌কে বিকায়্॥ ১১৬॥

চারি জাতি মিলিত হইয়া ঈশ্বর আরাধনা করিলে চতুর্ব্বর্ণ এক বর্ণ হইয়া থাকে। যেমন অষ্টবিধ ধাতুতে যদি স্পর্শমণি সংযোগ করা যায়,তাহা হইলে সকলই তুল্য মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে॥১১৬॥

জাত্ পাঁত গণিয়ে যাঁহা,
হো যায়্ বরণ বিচার।
তুলসী কহে হরি ভজন বিনে,
চারি জাত্ চামার॥ ১১৭॥

যে স্থানে লোকে সংসারী এবং ঈশ্বরোপাসনা-বিহীন ও অভিমানী হইয়া পশুবৎ সংসারে অবস্থান করতঃ পুরুষ-পরম্পরাগত জাতি সমূহকে উত্তম এবং অধমরূপে শ্রেণী ভেদে তৎপর হয়; তাহাদের সমীপে তাদৃশ জাতি বা শ্রেণীর গণনা করায় কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তুলসীদাসের অভিমত ঈশ্বরোপাসনা-বিহীন পুরুষই অধম। অতএব চাতুর্বর্ণ যদি ঈশ্বরারাধনায় বিমুখ হয়, তবে তাহারা অতি নীচ; এমন কি, চামার জাতির মধ্যে পরিগণিত॥ ১১৭॥

সব্ হি ঘট্ মে হরি বসে,
যোঁও গিরিস্থত্ মে জ্যোতি।
জ্ঞান গুরু চক্‌মক্ বিনা,
কৈসে প্রকট হোতি॥ ১১৮॥

যেরূপ প্রস্তর মাত্রে অগ্নি বিদ্যমান আছে এবং লৌহ দ্বারা আঘাত করিলেই অগ্নি উত্থিত হয় সেইরূপ সমস্ত জীব-দেহেই জগদীশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছেন; কিন্তু জ্ঞানবান্ গুরুর উপদেশরূপ চক্‌মকি ভিন্ন তিনি কোনরূপেই প্রকাশিত হন না, অর্থাৎ গুরূপদেশ ভিন্ন ঈশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত

অর্থ অনর্থকরহি জগত মাহী।
দেখহু মন সুখ লেশো নাহি।
যাকো ধন তা কো ভয় অধিক।
ধন কারণ মারত পিতু লড়িক।
ধনতে পতি হিঁ বিঘাত হিঁ নারী
ধনতে মিত্র শত্রুতা কারী।
ধনমদ নর অন্ধের জগ কয়সে।
দেখ নর্মি নহিঁ রতোঁ ধি জয়সে॥ ১১৯॥

এই সংসারে অর্থই অনর্থের মূল। সে ব্যক্তির অর্থ আছে, সে নিরন্তরই ধন রক্ষার নিমিত্ত ভীত হইয়া থাকে। কেন না, ধন লোভে তনয়ও জনককে এবং স্ত্রী স্বামীকে বিনাশ করে। অর্থের নিমিত্তই বন্ধু শত্রু হইয়া থাকে। যেরূপ রাত্র্যন্ধ পুরুষ নেত্রের কোন পীড়া অনুভব করিতে পারে না অথচ রাত্রে কিছুমাত্র অবলোকন করিতে পারে না। তদ্রূপ মানবগণ ধনমদে অন্ধ হইয়া থাকে ॥১১৯॥

মহাকষ্ট সোঁ হোত ধনরাখে কষ্ট সদায়।
নাশ হোয়তো দুঃখ করে খরচ করে পছতায়।

তা সেঁ। ধিক ধিক অর্থ হয় দুঃখ দেও জগমাহি

অর্থ মহা অরি জা'নিয়ে করি বিচার মন

মাহি ॥ ১২০ ॥

এই জগতে ধন, মানবগণের অসীম দুঃখের কারণ। প্রথমতঃ ধনোপার্জ্জন করা কষ্টকর। অর্জ্জিত ধন চৌরাদি হতে রক্ষা করা কষ্টকর। যদ্যপি কোন কারণ বশতঃ ধন অধিক ব্যয় হয়, তাহা হইলেও তন্নিমিত্ত অশেষ ক্লেশ জন্মে, অতএব ধন যে কেবল মাত্র দুঃখের কারণ, তাহার আর সংশয় নাই। এই নিমিত্ত ধনকে শত শত ধিক্। আর ঈদৃশী ধনাসক্তি পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥১২০॥

আত্মাকো নদ মা'নিয়ে সংয়ম তোয় সমান।

সত্য বচন হ্রদ শীল তট দয়া লহর করিজ্ঞান।

অয়সে নদকো সলিল যে করহু স্নান যুধিরাজ।

নহিন্থা এজন হোত হয় শুদ্ধ চপল

মনরাজ ॥ ১২১ ॥

এই সংসারে ধর্ম্মানুশীলনে তৎপর ব্যক্তিগণ চিত্ত-বৃত্তির পরিশুদ্ধির নিমিত্ত এবং দৈহিক পাপ নাশনার্থ নদ্যাদির নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিয়া থাকেন, কিন্তু কেবল মাত্র অবগাহনেই কি চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল হয়? কখনই নহে। যদি অন্তঃকরণের মলা দূরীভূত করিতে ইচ্ছা থাকে;

তাহা হইলে তাদৃশ নদীতে স্নান করা কর্ত্তব্য, যাহার আত্মাই নদী বা নদস্বরূপ, সত্য বাক্য হ্রদ তুল্য ও সুশীলতা তট সদৃশ আর তরঙ্গ সদৃশ। ইহাতে অবগাহন করিলে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর চঞ্চল চিত্ত বিমল ও স্থির হয়। যদিও প্রাতঃস্নানাদি চিত্তবিশুদ্ধির কারণ, কিন্তু সংযমাদির তুল্য নহে ॥১২১॥

আহুজানি অজরামর বিদ্যা ধন করিলেহু।
সমরথকো ধন হোত হয় লাগত যোকরি লেহু ॥
ধর্ম্ম করহুঁ তব জানি মন কালগ্রাসিত বহু
আপ।
করহুঁ ন করহুঁ কালতে হোত কঠিন
মনতাপ ॥ ১২২ ॥

আমি অজর এবং অমর এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিদ্যা এবং অর্থ উপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য অথবা শরীর ক্ষণ-বিধ্বংসি ঈদৃশ জ্ঞান হইলেই কখনই বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জনে আসক্তি জন্মে না। ধর্ম্মোপার্জ্জনও আমার শরীর কালগ্রাসে পতিত এইরূপ বিবেচনা করিয়া করিবে। ধর্ম্মোপার্জ্জন কর আর নাই বা কর কাল উপস্থিত হইলে কাল কখনই পরিত্যাগ করিবে না। ॥ ১১২॥

ধনতেহীন দেখি জন সখা শত্রু ইব হোত।
শরদি অম্বুবিহীন ঘন পবন খণ্ড
করিলেত ॥ ১২৩॥

শরৎ সময়ে নির্জ্জন মেঘকে যেমন বায়ু খণ্ড খণ্ড করিয়া থাকে, সেইরূপ বন্ধুগণ ধনহীন মিত্রকে দেখিয়া শত্রুতাচরণ করিতে কখনই কুণ্ঠিত হয় না ॥১২৩॥

ধনতে হোত ধর্ম্ম প্রভু তাই।
ধনতে হোত সুযশ সমুদাই ॥
যো কুল হীন লভত ধন কুলতে ॥
ধন বিনু রোওত রাতিদিন বীতে ॥ ১২৪ ॥

ধনেতেই ধর্ম্ম, প্রভুত্ব ও সুযশ লাভ হয়? যাহার কুল নাই সেও ধনদ্বারা কুল লাভ করে। যদি লোক ধনহীন হয়, তাহা হইলে জীবিকা নিমিত্ত অশেষ ক্লেশ অনুভব করতঃ দিবানিশি রোদন করিয়া থাকে ॥১২৪॥

ধনতে কুলবুদ্ধিধন ওন্তা।
ধনতে হোত পণ্ডিত গুণবন্তা ॥
ধনতে হীন পুরুষ হয় কয়সে।
জীব হীন দেহ সব জয়সে ॥ ১২৫ ॥

ধনবান্ হইলেই সে কুলীন, বুদ্ধিমান, পণ্ডিত ও হয়। এবং বহু গুণবান্ বলিয়া সকলেই তাহাকে আদর করে। ধনবিহীন পুরুষকে শবের ন্যায় সকলেই অতি হেয় জ্ঞান করিয়া থাকে ॥১২৫॥

মোটে বস্ত্র গৃহ ছোটে পঞ্চ ধেনু হয় দোয়
যাকো হয় সো সুখী গৃহী দুহিতা যদি
নাহি হোয় ॥ ১২৬ ॥

স্থূল বস্ত্র, ক্ষুদ্র গৃহ, পঞ্চ দুগ্ধবতী ধেনু যাহার গৃহে আছে; কিন্তু দুহিতা নাই এই জগতে সেই ব্যক্তিই সুখী। কারণ স্থূলবস্ত্র শীঘ্র ছিন্ন হয় না অল্প ব্যয়ে ক্ষুদ্র গৃহের সংস্কার করা যায়। দুগ্ধের কষ্ট কদাপি হয় না। কন্যা থাকিলে অন্যের তোষামোদ করিতে হয় সুতরাং দুহিতা সদায় অসুখেরই কারণ ॥১২৬॥

যেতে জীব চরাচর মাহি।
মম মায়া কৃত জানহুঁ তাহি।
সব জীবন কে জনক গোসাঞি।
হম বিনু অতুর কোউ প্রভু নাঞি।
যদ্যপি সবময় প্রিয়তম ছোরা।
সবতে অধিক প্রিয় নরগণ মোরা।

চারি বরণ নরগণকে মাহীঁ ।
প্রিয়তম অধিক বিপ্র তেহি মাহী ।
তাতো অধিক বেদজ্ঞ দ্বিজ মোরা ।
কর্ম্ম চরহি সো অধিক ঘনেঁরা ।
তাতে অধিক জ্ঞানী মম প্রিয় বর ।
বিজ্ঞানী তাতে শ্রেষ্ঠতর ।
তাতো অধিক প্রিয়ভক্ত নয় যোই ॥
যাকে হম বিনু আপন কোই ।
হম বিনু সপনে অন্যকহুঁ হি জাকো ।
হম হুঁ রহৌঁ সদা বশ তাকো ॥
পুনি পুনি সত্য কহোঁ তোহিঁ পাহীঁ ।
মোহি সেবক সম প্রিয় কোই নাহীঁ ।
ভক্তি সযুত অতি নীচো প্রাণি ।
মোহি পরম প্রিয় শৃণু মম বাণী ॥ ১২৭ ॥

ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, এই চরাচর স্থাবর জঙ্গমাত্মক জীব সমূহ আমার মায়ায় উদ্ভূত হইয়াছে। সমস্ত প্রাণিরই আমি জনক। অতএব জীবগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়, জীব সমূহের মধ্যে মনুষ্য এবং চতুর্বর্ণ মনুষ্য-

দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রিয়তম। আবার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বেদজ্ঞ আমার প্রীতিকর, কিন্তু বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠায়ী বিপ্রগণ আমার অতিশয় প্রিয়। তদপেক্ষা জ্ঞানবান্ এবং তদপেক্ষা বিজ্ঞানবান্, এ সমস্ত অপেক্ষা ভক্তই আমার প্রিয়। কারণ যে আমার ভক্ত সে কখন আমাকে অন্য জানে না বা অন্যের প্রত্যাশা করে না। আমি ভিন্ন স্বপ্নেও তাহার আর কেহ নাই। আমি ভক্তাধীন ভগবান্ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, ভক্তের তুল্য আমার আর প্রিয়, এ জগতে কেহ নাই অতি নীচ ও যদি আমার ভক্ত হয় তবে সেই আমার প্রিয়, এবং আমি সর্ব্বদা তাহার বশীভূত থাকি ॥১২৭॥

প্রভু সেবক হিঁ ন ব্যাপে অবিদ্যা।
প্রভু প্রেরিত তেহিঁ ব্যাপে বিদ্যা।
তাতে নাশন হোই দাস কর।
ভেদ ভক্তি বাঢ়ে বিহঙ্গবর ॥ ১২৮ ॥

হে বিহঙ্গবর! যে ভগবানের ভক্ত সেবক তাহাকে কখনই অবিদ্যা আশ্রয় করিতে পারে না। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত অজ্ঞান হন না। ভগবান্ কৃপা পুরঃসর তাহাকে যে জ্ঞান প্রদান করেন সেই জ্ঞানভক্তের মনে প্রদীপ সদৃশ প্রকাশমান থাকে এই নিমিত্ত তাহার কখনও ভ্রম হয় না।

অর্থাৎ সংসার ভ্রমে পতিত না হইয়া সগুণ ব্রহ্মে তাহার ভক্তি দৃঢ়া হইয়া থাকে ॥১২৮॥

রাকা শশি ষোড়শ উগহিঁ তারাগণ সমুদায়।
সকল গিরিনদ বলাইয়ে রচি বিঁনু রাতি ন যায়।
অয় সই বিনু হরি ভজন খগেশা।
মিটেন জীবন কের কলেশা॥ ১২৯ ॥

হে খগপতে! পূর্ণিমা নিশিতে রাকা শশধর ও নক্ষত্র নিচয় সমুদিত হইয়া থাকে। গিরি নদী প্রভৃতি পূর্ণ শশধরের কর নিকর দর্শনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও সমুৎসাহিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ পূর্ণ শশধরকে সূর্য্যদেব ব্যতীত উদিত হইতে নিবারণ করিতে পারে না। সেইরূপ হরিভজন ব্যতীত জীবগণের ক্লেশ দূর হয় না ॥১২৯॥

যদপি প্রথম দুখ পাওয় রোএ বাল অধীর।
ব্যাধি নাশ হিত জননিগণে সোশিশু পীর।
তিমিরঘুপতি নিজ দাস কর হরহিঁ মানহিত লাগ
দেহ গেহ অভিমানগয়ে ভজত সদাদৃঢ় লাগি॥
সংসৃতি মুল শূলপ্রদ নানা।
সকল শোক দায়ক অভিমানা।

জিমি শিশুতন ব্রণ হোহিঁ গোসাঞী।
মাতু চিরাও কঠীন কি নাঞী ॥ ১৩০ ॥

দেহে, স্বীয় পরিজনবর্গে, ধনে এবং গৃহাদিতে যে আত্মাভিমান উহাই সংসারের মূল কারণ হইয়াছে ও সংসার সম্বন্ধীয় নানাবিধ কষ্ট ও শোকপ্রদ হইয়াছে। যেমন জননী শিশুর ব্যাধি নাশ নিমিত্ত নিরতিশয় যত্ন করিয়া শিশুর ব্যথা অপনোদন নিমিত্ত ব্রণাদি কর্ত্তন করিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রণে আঘাত জনিত পীড়া হইবেক এরূপ মনে বিবেচনা করেন না। রোগ নাশ হইলে মহা শুভ হইবেক বিবেচনা করেন; সেইরূপ পরমেশ্বর ভক্তদিগের হিতাভিলাষী ভক্তজনের অভিমান প্রথমতঃ বিনাশ করিয়া থাকেন। শরীর, গৃহ, আত্মীয়, পরিজন আমি এবং আমার এইরূপ অভিমান বিনষ্ট হইলে ভক্তবৃন্দ ভগবানকে ভজনা করিতে থাকে এবং ভগবানের কৃপায় ভবসাগর পার হইতে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ১৩০ ॥

নিজ দাসনকে ওঁর প্রভু করতঃ কৃপা অতি ভূরি
ভক্ত কৃপাবৎসল হরি জানত হয় কবি
শূরি ॥ ১৩১ ॥

ভগবান আপনার দাসগণের প্রতি প্রভূত করুণা প্রকাশ

করিয়া থাকেন কারণ ভগবান ভক্তবৎসল ও ভক্তাধীন ইহা পণ্ডিতেরা কবিগণেরা বিশেষরূপে বিদিত আছেন ॥১৩১॥

নিগুর্ণ রূপ সুলভ অতি সগুণ নজানে কোই।
সুগম আগম নানা চরিত শুনি মুনিমন ভ্রম
হোই॥ ১৩২ ॥

যদ্যপি কোন ব্যক্তি নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মেরস্বরূপ বিদিত হইতে পারেন কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের কেহই নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ নহে। সগুণ ব্রহ্ম কতই যে মূর্ত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়াছেন তাহা কেহই নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ নহে, এমন কি এ বিষয়ে মুনিগণেরও মতিভ্রম জন্মিয়া থাকে ॥ ১৩২ ॥

ভক্ত হেতু ভগওান প্রভুরাম ধরে তনু ভূপ।
কিয়ে চরিত্র পাওল পরম প্রকৃত নর
অনুরূপ ॥ ১৩৩ ॥

যথা অনেক ভেখধরি নৃত্য করে নটকোই।
যোই সোই ভাও দেখাওয়্ আপুন হোয়
সোই ॥ ১৩৪ ॥

তাদৃশ ভূতভাবন ভগবান্ প্রভু ভক্তবৃন্দের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত নানা রূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ

থাকেন ও প্রকৃত নরের সদৃশ নানারূপ লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যেরূপ ঐন্দ্রজালিক নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকে; কিন্তু ধৃত রূপের কোনটীই তাহার স্বরূপ নহে কল্পিত মাত্র ॥ ১৩৩—১৩৪ ॥

ব্যাপি রহো সংসার মহামায়া কটক প্রচণ্ড।
সেনাপতি কামাদি ভট দম্ভক পট পাখণ্ড ॥
সোদাসী রঘুবীর কি সমুঝে মিথ্যা সোপি ॥
ছুটেন রাম কৃপা বিনু নাথ কহোঁ পুন
রোপি ॥ ১৩৫ ॥

মহামায়া রূপ প্রচণ্ড কটক এই সংসার ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কামদম্ভাদি পাষণ্ডগণ তাহার সেনাপতি। কিন্তু সেই মহামায়া রামচন্দ্রের কিঙ্করী প্রতিভাদ্বারা মায়া স্বরূপ বিদিত হওয়া যায়। সেই অঘটন ঘটনা পটুতরা মিথ্যা মায়াকে কোন রূপে নিবৃত্ত করা যায় না; কিন্তু ভগবান প্রসন্ন হইয়া কৃপা প্রদর্শন করিলেই মায়া নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৩৫ ॥

চিন্তা সাপিনী কাহিন খাওা
কো জগ যাহিন ব্যাপী মায়া।
শিব চতুরানন যাহি ডেরাহীঁ
অপর জীব কোহি লিখে মাহীঁ ॥ ১৩৬

চিন্তারূপ ভুজঙ্গিনী এই সংসারে কাহাকে দংশন না করিয়া থাকে? অর্থাৎ চিন্তা বিহীন লোক এ জগতে নাই আর মায়ার অবশম্বদ ও কোন ব্যক্তি নাই। মায়া কাহাকে গ্রাস না করিয়াছে? অন্যের কথা দূরে থাকুক। চতুরানন ব্রহ্মা ও শিব প্রভৃতি দেবগণও মায়ার ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন॥ ১৩৬॥

শ্রীমদ বক্রন কীন্থ কোহি প্রভুতা বধিরণ কাহিঁ।
মৃগনয়নীকে নয়ন শর কো অসলাগুণ যাহিঁ॥ ১৩৭॥

এই জগতে ধন মদে কে না মত্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ধন কাহার না মত্ততা জন্মায়। প্রভুত্ব শালী পুরুষ বধির হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহার সদসদ্ বিবেচনা থাকে না। অসদ্বিষয়েই তাহার ইচ্ছা বলবতী হইয়া থাকে। মৃগ নয়নার নয়ন বাণে কোন ব্যক্তি বিদ্ধ না হইয়া থাকে। অর্থাৎ সকল পুরুষই কামমদে মত্ত হইয়া থাকে॥ ১৩৭॥

জ্ঞানী তাপস শূর কোবিদ গুণ আগার।
কোহিকে লোভ বিড়ম্বনা কিন্হ ইহ সংসার॥ ১৩৮॥

জ্ঞানবান্, তাপস, বলবান্ গুণশালী কবি, কোবিদগণ

ও লোভের কুহকে পড়িয়া বিড়ম্বিত হইয়া থাকেন ; অর্থাৎ এই জগতে লোভ শূন্য পুরুষ রত্ন দুর্ল্ভ ॥ ১৩৮ ॥

বিনু বিশ্বাস ভক্তি নহি তোঁহি বিনু দ্রবহিঁ নরাম
রাম কৃপা বিনু স্বঁপনোহুঁ মনকি নহে
বিশ্রাম ॥ ১৩৯ ॥

মনের বিশ্বাস ব্যতীত ভগবান রামে কখনই ভক্তি জন্মে না। এবং বিনা ভক্তিতে ভগবান্ ভক্তের প্রতি দ্রবীভূত হন না। দয়া প্রকাশও করেন না। রামচন্দ্রের করুণা ব্যতীত স্বপ্নেও কখন মন সুস্থির হয় না। অর্থাৎ ভগবানের কৃপা হইলেই জীবগণ পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৩৯ ॥

কোউ বিশ্রাম কি পাও তাত সহজ সন্তোষ
বিনু।
চলে কি জল বিনু নাও কোটি যতন পচি পচি
মরে ॥ ১৪০ ॥

হে তাত ! স্বাভাবিক সন্তোষ ব্যতীত কখনও মন কি বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে ? অর্থাৎ যে সর্ব্ব বিষয়েই সন্তুষ্ট সেই ব্যক্তিই পরমানন্দ উপভোগ করে। যেরূপ কোটি

কোটি যত্ন করিলে ও জল ব্যতীত নৌকা চলে না। সেই রূপ সন্তোষ ব্যতীত মন কখন সুস্থির হয় না॥ ১৪০॥

ভগবান বলিয়াছেন—

সগুণ উপাসক পরম হিত নিরত নীতি
দৃঢ়নেম।
তেনর প্রাণ সমান মোহি জিনকে দ্বিজ পদ
প্রেম॥ ১৪১॥

যে পুরুষ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা পরম হিতকর বিবেচনা করিয়া সগুণ ব্রহ্মোপাসনায় সর্ব্বদা দৃঢ় ভাবে রত থাকেন ও বিপ্র চরণে যাহার অটলা ভক্তি বিদ্যমান আছে। সে আমার প্রাণের সমান॥ ১৪১॥

জননি জনক বন্ধু সুত দারা।
তন ধন ভওন সুহৃদ পরিবারা।
সবকে মমতা ত্যাগ বটোরি।
মমপদ মনহিঁ বান্ধি বাটি ডোরী।
সম দরশী ইচ্ছা কছু নাহী।
হর্ষ শোক ভয় নাহি মন মাহী।

অসজ্জন মম উর বসে কয় সে।

লোভী হৃদয় বসত ধন যেয়সে ॥ ১৪২ ॥

জননী, জনক, বন্ধু, সুত দারা, তনু, ধন, সুহৃৎ ও পরিবারবর্গ, এই সকলের মমতা পরিত্যাগ করিয়া মন রূপ রজ্জু দ্বারা ভগবানেরর পাদপদ্ম বন্ধন কর। সর্ব্বত্র সমদর্শী ও ভগবানের চরণ ভিন্ন অন্য বস্তুর স্পৃহা পরিত্যাগ কর! ভগবান বলিয়াছেন আনন্দ, শোক, ভয় প্রভৃতি যাহার মনে উদিত হয় না। তাদৃশ গুণশালী মহাত্মা ভক্ত আমার হৃদয়ে নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন ॥ ১৪২ ॥

বিন সতসঙ্গ নহরি কথা তেহিঁ বিনমোহনভাগ।

মোহগয়েঁ বিধু রামপদহে ইন দৃঢ

অনুরাগ ॥ ১৪৩ ॥

সাধু সংসর্গ ব্যতীত হরি কথা হয় না; হরি কথা ব্যতীত সংসার সম্বন্ধীয় মোহ কখনই দূরী ভূত হয় না এবং সেই নিমিত্ত শ্রীরামের পাদপদ্মে দৃঢ় অনুরাগও জন্মে না ॥ ১৪৩ ॥

পন্নগারি অসনীতি শ্রুতি সম্মত সজ্জন কহহিঁ।

অতি নীচ হুঁ সন প্রীতি করিয় জানি নিজ

পরম হিত।

পাটকীটতে হোয়্ তাতে পাগম্বর রুধির।
ক্রিমিপালে সবকোয়্ পরম অপাওন প্রাণ-
, সম ॥ ১৪৪ ॥

ভুষণ্ডি কাক একদা গরুড়কে বলিয়াছিলেন। হে পন্নগারে! শ্রুতিজ্ঞ সজ্জন এই নীতি বলিয়াছেন। অতিনীচ ব্যক্তি দিগের সহিত ও প্রীতি ও বন্ধুতা করিবেক তাহা নিজের পরম হিতকর বলিয়া জানিবে। যেমন কীট অতি ঘৃণিত হইলেও লোকে যত্ন পূর্ব্বক সেই কৃমি দ্বারা পট্টসূত্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বহু মূল্য বস্ত্রাদি লাভ করিয়া থাকে। অতএব নীচ পুরুষ হইতে উত্তম ফল লাভ হয় বলিয়া নীচের সহিত সম্প্রীতি রাখা কর্ত্তব্য ॥ ১৪৪ ॥

দয়াধরম কা মূল হায়, নৃগকামূল অপমান।
তুলসী দয়া ছোড়িয়ে এতনা ঘটমে পরাণ ॥১৪৫॥

দয়াই ধর্ম্মের মূল বলিয়া জানিবে। নির্দ্দয়তা ও হিংসা অপমানের মূল। যতদিন দেহে প্রাণ আছে দয়া কখনই পরিত্যাগ করিও না। তুলসী দাস বলিয়াছেন, সর্ব্বজীবে দয়া করিলেই পরম ধর্ম্ম সঞ্চয় হইয়া থাকে ॥১৪৫॥

গোঙয়া দোকে কুত্তাপলে ওস্‌কি

বাছুর ভুকা।

শালেকে উত্তম খিলাওয়ে বাপ্‌

না পাওয়ে রুখা॥

ঘরকা বহুরি পিরীত না পাওয়ে

চিত চোরায়ে দাসী॥

ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা

দুঃখ লাগে আর হাসি॥ ১৪৬॥

হে কলিযুগ! তুমি ধন্য! তোমার তামাসা দেখে, দুঃখও বোধ হয় এবং হাঁসিও পায়। কারণ লোকে তোমার বশম্বদ হইয়া ধেনুর বৎসকে দুগ্ধ প্রদান না করিয়া কুক্কুরকে দুগ্ধ দ্বারা পালন করে। পরমারাধ্য পিতৃদেবকে উপবাসী রাখিয়া শ্যালককে উত্তম আহার্য্য প্রদান করে। নিজ স্ত্রীকে প্রেম দান না করিয়া বারাঙ্গণা দিগকে প্রেম দান করে॥ ১৪৬॥

অজগর না করে নকরি,

পন্‌ছি না করে কাম্‌।

দাস মনুককো এই বচন হায়,

সবকি দাতা রাম॥ ১৪৭॥

সর্প কখনও পরের দাসত্ব করে না। পক্ষিগণও কোন কার্য্য করে না। কিন্তু ভগবান সমস্ত বস্তুর দাতা বলিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিয়া থাকে ইহা দাস মলুক বলিয়াছেন। যাহার ভাগ্যে যাহা আছে তাহা কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ নহে॥ ১৪৭॥

মালা জপে শালা,
কর জপে ভাই।
যো মন্ মন্ জপে,
ওস্‌কো বলিহারি যাই॥ ১৪৮॥

ভণ্ড মাল্যজাপককে শ্যালক বলিলেও কোন ক্ষতি নাই। আর কর দ্বারা সংযত চিত্তে যে ব্যক্তি জপ সাধন করে তাহাকে ভ্রাতা বলা যায় যে মনে মনে বাহ্যাড়ম্বর বিরহিত হইয়া জপাদি সাধন করে তাহাকেই বলিহারি॥ ১৪৮॥

সাচ্চা কহে ত মারে লাট্টা,
ঝুটা জগৎ ভুলাই।
গোরশ গলি গলি ফিরে,
সুরা বৈঠল বিকায়॥

চোর্‌কা ছোড়ে সাধ্‌কো বাঁধে,
পথিক্‌কো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা,
দুখ্‌ লাগে আর হাঁসি ॥ ১৪৯ ॥

যে ব্যক্তি সত্যবাদী তাহার ভাগ্যে প্রায়ই যষ্টি প্রহার ঘটিয়া থাকে। আর যে মিথ্যাবাদী সে জগৎকে প্রতারণা দ্বারা বশীভূত করিয়া থাকে গো দুগ্ধ দ্বারে ফেরি করিয়া বিক্রয় করে কিন্তু মদ এক স্থানে বসিয়া বিক্রয় করে।

চোরকে পরিত্যাগ করিয়া সাধুকেই বন্ধন করে এবং নির্দোষ পথিককে ফাঁসি দেয় অতএব হে কলি যুগ ধন্য তোমার তামাশা হাঁসিও পায় দুঃখও লাগে ॥ ১৪৯ ॥

কোউ নহি চীহ্নত রামকো,
জগতি মত্ত নর নারী।
অন্তরযামী রূপ সে,
রাজত মহিমা ভারী ॥
ঘটকি সৃষ্টিকো কাম যশ,
কুম্ভকার বিন্দু নাহি।
কর্ত্তা এক কোউ চাহিয়ে,
রচত অপূর্ব্ব জগমাহি ॥ ১৫০ ॥

এই সংসারে নশ্বর সাংসারিক আমোদে মত্ত নরনারীগণ অন্তর্য্যামী রূপে বিরাজমান ভগবান্ রামচন্দ্রের বিপুল মহিমা পরিদর্শন করিয়াও চিনিতে পারে না। কুম্ভকার ব্যতীত কি ঘটাদির সৃষ্টি হয়, কথনই নহে অতএব এই জগতের একজন সৃষ্টি কর্ত্তা বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহার আর সংশয় নাই। ইহাই বিচিত্র যে কেহই তাঁহাকে লক্ষ্যও করেনা ॥ ১৫০ ॥

দিবস রজনী নিত জাত হয়,

ক্ষীণ হোত্ পরমাইঁ।

নানা কারজ হোহিঁ রত,

কাল বিগত হিয় নাই ॥

দেখত্ত শোক রোগ সব নরকো।

মরত দেখি কিছু ডর নাহি হিয়কো।

মোহরূপ মদ করি জলপানা।

নাহি শোচত সব ভয়ে দেওয়ানা ॥ ১৫১ ॥

দিনরাত্রি গত হইতেছে আর লোকের পরমায়ুও ক্ষীণ হইতেছে। নানা সাংসারিক ব্যস্ততা হেতুক "কাল যে গত হইতেছে" ইহা কেহই লক্ষ্যও করেনা। দেখ শোক, রোগ, নরক মৃত্যু এই সমস্ত পরিদর্শন করিয়াও কেহ

কথনই কালভীত হয় না। মোহরূপ মদ্য পান করিয়া লোকে নশ্বর জগৎ সুখে মত্ত হইতেছে। ইহার জন্য কেহই শোক করে না। ১৫১ ॥

হয় যাকো চিন্তন করে সো মোহি
মানত নাহি।
সো চাহত জন্ অন্যকো
সো নাহি মানত তাহি॥
হুমকো চিন্তত হয় অরু নারী।
ধিক্ হয় কাম ধিক্ ধিক্ নর নারী॥ ১৫২ ॥

এই জগতে নারীগণ, কথনই এক পুরুষের বশীভূত হয় না। কামের অসাধ্য কিছুই নাই। নৃপতি ভর্ত্তৃহরি স্বরূপা প্রিয়তমা রাণীর প্রতি আসক্ত হইলেও রাণী অন্য পুরুষে আসক্তা ছিলেন। সেই পুরুষ রাণীর প্রতি আসক্ত না হইয়া অন্য এক নারীতে আসক্ত ছিল। একদা এক সন্ন্যাসী ভর্ত্তৃহরিকে একটি ফল প্রদান করিয়া ছিলেন। সেই ফল ভক্ষণ করিলে অজরত্ব এবং অমরত্ব লাভ করা যায়। সুতরাং রাজা সেই ফল রাণীকে এবং রাণী সেই ফল অন্য পুরুষ নগর কোতোয়ালকে এবং কোতোয়াল অন্য নারীকে প্রদান করে। ক্রমে সেই নারী পুনরায় সেই ফল রাজাকে প্রদান করে; রাজা পুনরায় সেই ফল প্রাপ্ত

হইয়া কারণানুসন্ধানে যখন জানিলেন স্ত্রী দুশ্চরিত্রা, তখন আক্ষেপ করিয়া এই কথা বলিয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, "আমি যাহাকে চিন্তা করি, সে আমার প্রতি বিরক্ত। সে যে অন্য জনকে চিন্তা করে সে জনও তাহার প্রতি বিরক্ত এবং অন্যা স্ত্রীতে আসক্ত। সেই অন্যাস্ত্রীও আমার প্রতি আসক্তা; অতএব কামকে ধিক্! সেই নরনারীকে ধিক এবং আমাকেও ধিক্॥ ১৫২॥

যো নর নষ্টহোত জগমাহী।
তাকো আট দোখ উরমাহী॥
হোয় নিমিত্ত শুচাওহিঁ তাকো।
দূষণকো গুণ মানত হিতকো॥
কহত বিদুর ধৃতরাষ্ট্র নরেশা।
কছু যামে নহি সংশয় লেশা॥
প্রথম করত দ্বিজ দ্বেষ গোসাঞি।
জানত হীন করি মানত নাঞি॥
ব্রাহ্মণ সঙ্গ বিরুদ্ধ তব করহিঁ।
হানি লাভ কছু লেখত নাহিঁ।
দ্বিজকো বিত্তি হরত হঠ করিকে।
কটু উচ্চারি লেহিঁ শঠ করিকে॥

ব্রাহ্মণ ঘাত করাহিঁ মনহিঁ তে।
সংশয় ভীতি নাহি হোত মনাহুঁতে॥

জানহিঁ দ্বিজগণ বঞ্চক হোঁতে।
আঁাপ বড় প্পন আপন মুখতে॥

করহিঁ বিপ্রগণ লিখি বেদ পুরাণা।
তুমতে ঘাতহিঁ করি অপমান॥

নিন্দা দ্বিজকো করিহিঁ সদাই।
গারি দেত হিত ছাড়ি বড়াই॥

যো কোউ দ্বিজকো করহিঁ প্রশংসা।
তা মে দ্বেষ করত নহি সংশা॥

যো কছু কাম করত শুভতাকো।
গৃহ ঔচিত্য কার্য্য সো জগকো॥

তা মে নহিঁ বোল ওহিঁ দ্বিজকো।
জানতো দ্বিজ অতি হীন জগৎকো॥

যো যাচক দ্বিজ মাঁগন গয়েউ।
করত দ্বেষ হঠি ভগাওত ভয়েউ॥

মাঙ্গতা দ্বিজকহি করত অতি দ্বেষা।
করত অসূয়া নহি দেন কছু লেশা॥

অয়সে যো পর হোত জগমাহিঁ।
তুরত নাশ সো হোত গোসাঞি॥ ১৫৩॥

যখন যে ব্যক্তির নষ্ট হইবার কাল উপস্থিত হয়, তখন তাহার বুদ্ধি ঈদৃশ অষ্ট প্রকারে দুষিত হইয়া থাকে। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়াছেন। যথা দেব দ্বিজের প্রতি দ্বেষ, বিপ্রদিগের সহিত বিরোধ, ব্রহ্মস্বাপহরণ, ব্রাহ্মণের হিংসা, ব্রাহ্মণগণের নিন্দায় মহাসুখোপলব্ধি, ব্রাহ্মণগণের প্রশংসা শ্রবণ না করা, নিত্য নৈমিত্তিক বা কাম্য কোন ক্রিয়াতে ব্রাহ্মণগণের সম্মান ও আহ্বান না করা, কোন ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করিলে অসূয়া প্রদর্শন পুর্ব্বক একটি কপর্দ্দকও প্রদান না করা। ঈদৃশী যাহার বুদ্ধি, সে অচিরেই নাশ প্রাপ্ত হয়॥ ১৫৩॥

নিত্য হোয় ধন রোগ হত,
প্রিয়বাদিনী গৃহমাহি।
তাকো প্রিয় অতি করত হয়,
শোচ করহুঁ হিয় নাহি॥
অনুগামী সুত সর্ব্বদা,
পিতৃভক্তিযুত হোত।
অয়সে বিদ্যা পড়ত হয়,
জাযে অর্থ নিত হোত॥

ইহ ষড়গুণ ইহলোকমে,

সুখ কারণ নৃপ হোত।

তাকো জীবন ধন্য হয়,

পুণ্যবন্ত নরপোত ॥ ১৫৪ ॥

এই সংসারে যে মানবের ধন বাসনা রোগ বিদ্যমান নাই, এবং সর্ব্বদা রোগ শূন্য ও যাহার ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী এবং প্রিয়তমা, তাহার মনে কোন বিষয়ে সন্দেহ জন্য দ্বিভাব থাকেনা। পুত্র যদি পিতৃভক্ত এবং বিদ্যা অর্থকরী হয়, তবে এই ছয়টী যাহার বিদ্যমান আছে, সেই পুরুষ এই সংসারে সুখী ॥ ১৫৪ ॥

জগৎ বীচ সব জানহু লোকা।
জীবনকো সুখ ইহ অবিশোকা ॥
রোগ রহিত ঋণ রহিত ঘর বাসা।
সজ্জন সঙ্গ হোত দিন খাশা ॥
জ্ঞান মনন সুখ লহহিঁ সদাহিঁ।
নির্ভয় বাস করহিঁ ঘর মাহীঁ ॥
ইহ ছয় হয় জাকো জগমাহীঁ।
সো রাজন্ সুখ বসহিঁ সদাহি ॥ ১৫৫ ॥

এই সংসারে এই ছয়টী যাহার আছে, সে ব্যক্তি সুখী। যথা—গৃহে সুখে বাস, রোগ শূন্য, অঋণী, সৎসংসর্গ, স্বজ্ঞানে মনের সুখোপলব্ধি, অপ্রবাসী, ও নির্ভীক॥ ১৫৫॥

পুরুষণ কো গুণ ষষ্ঠ হয়,
নহি ছোড়াহিঁ হিত জাপ।
অনালস্য অনুসূয়া ক্ষমা,
ধৃতি অরু সত্য সুদান ॥ ১৫৬॥

অনালস্য, অনসূয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য, সত্য ও দানশীলতা এই ছয়টী গুণ পুরুষের পরিত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে॥ ১৫৬॥

ছোড়হুঁ ছয় দোষ সদা যো চাহ কল্যাণ।
নিদ্রা তন্দ্রা ক্রোধ ভয় আলস দীর্ঘগুমান্॥১৫৭॥

যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গল অভিলাষ করেন তাহার নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, ভয় ও আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতা এই ছয়টী পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য॥ ১৫৭॥

শুচি সুশীল বসুমতী কঁহু
প্রিয় কাহি ন লাগ।
শ্রুতি পুরাণ কহ নীতিঅশ
সাবধান শৃণু কাগ॥

এক পিতা কহ বিপুল কুমারা।
হোহি পৃথক্ গুণশীল আচারা॥
কোউ পণ্ডিত কোউ তাপস জ্ঞাতা।
কোউ ধনবন্ত শূর কোউ দাতা॥
কোউ সর্ব্বজ্ঞ ধর্ম্মরত কোই।
সবপর পিতাঁহি প্রীতি সম হোই॥
কোউ পিতৃ ভক্ত বচন মনকর্ম্মা।
স্বপনেহু জানে না দূসর ধর্ম্মা॥
সো প্রিয় সুত পিতু প্রাণ সমানা।
যদ্যপি সো সম ভাঁতি অয়ানা॥ ১৫৮॥

শুচি, সুশীল, সেবক, বুদ্ধিমান্ কাহার প্রিয় না হয়? এক পিতার অনেক পুত্র জন্মে; কিন্তু তাহাদের গুণ, স্বভাব ও আচার পৃথক্ হইয়া থাকে। কোন পুত্র বা পণ্ডিত কেহ বা জ্ঞানী, কেহ বা তপস্বী, কেহ ধনবান্, কেহ বা বলবান্, কেহ সর্ব্বজ্ঞ, কেহ ধর্ম্মজ্ঞ, কেহ বা ধর্ম্মিষ্ঠ। ইহার মধ্যে পিতৃভক্ত পুত্রই পিতার প্রাণ তুল্য ও অতিশয় প্রিয় হইয়া থাকে। সেই জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও অনুগত হয়; সুতরাং জগদীশ্বরের প্রিয়তম হইয়া থাকে। অতএব সকলেরই জগদীশ্বরের প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য॥ ১৫৮॥

জয়সে পুতলী কাঠকো পুতলী মাসময় নারি।
অস্থি নাড়ী মলমূত্রময় যন্ত্রিত নিন্দিত
তারী ॥ ১৫৯ ॥

কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকার ন্যায় অস্থি নাড়ী মল মূত্র প্রভৃতি ক্রিমিকুল-সঙ্কুল স্ত্রীগণের কি শোভা আছে। অর্থাৎ বিবেকীগণ নারী সৌন্দর্য্য দর্শনে কথনই মোহিত হন না॥ ১৫৯ ॥

মেরে মায়া প্রবল হয়,
যুবতী রূপ জগমাহি।
দেখহুঁ তাকো অপূর্ব্ব বল,
তোহি কোউ পাওত নাহি॥
দিগ্বিজয়ী যো শূর হয়,
বহুগুণসাগর তাহিঁ।
ভ্রূকটাক্ষ সো করত হয়,
তাকো পদতলমাহি॥ ১৬০ ॥

তুলসীদাস বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ স্ত্রীর বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন। আমার মনোহারিণী মায়ার বল সকলেই অবলোকন করিয়া থাকে। দিগ্বিজয়ী মহাবলশালী পুরুষকে স্ত্রীগণ কটাক্ষপাতে বশীভূত করিয়া পদতলে উপবেশন করাইতে পারে॥ ১৬০ ॥

নারী সংস্থতি মূলিকা,

অর্গল সুরপুরকের।

চিত্রিতমণি নহি দেখহিঁ,

বুদ্ধিমন্ত ঘনের ॥ ১৬১ ॥

এই সংসারে নারী সংসারের মূল ও মোক্ষ পথের অর্গল। চিত্রস্থা নারী মূর্ত্তি ও পুরুষ চিত্ত চাঞ্চল্যের কারণ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত জ্ঞানশালী পুরুষগণ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না। ॥ ১৬১ ॥

পুত্র লিয়ে পিতু মাতু সদা তলফৎ ইহ জগমাহী

পুত্র মহারিপুরূপ হয় কাক্ল বিচার

মনমাহি ॥ ১৬২ ॥

জব নহি হোত পুত্র নরকেরে।

মাতু পিতা মনদুঃখ ঘনেরে ॥

যো পুত গর্ভ মধ্যগত হেরা।

গর্ভপাত্ত সূতিকা কেরা ॥

আয়ে গ্রহ ভয় মূক কুমারা।

হোয় জনেউ মুরখন ভোরা ॥

যো সুত পণ্ডিত হোয় সুবাণী।

পাছে বিহা ওন হোয়ে পছতানি ॥

যুবা রূপ সুত হোতহিঁ জবহিঁ।
পরনারী দুঃখ ঘেরহিঁ তবহি॥
বহু কুটম্ব পরিবার সমেতা।
হোয় দরিদ্র পিতা পছিতাতা॥
যো গুণবন্ত হোত সুত ধন কুটুম্ব পরিবার।
নহি কছু দুঃখ স্বপনেউ সহ মৃত্যু শঙ্ক
অনিবার॥
মাতু পিতা পছিতান কভু,
ন মিটৈ জগবীচ মহ।
জানহুঁ নর সুশয়ান,
দুঃখরূপ সুত জগৎকে॥ ১৬৩॥

এই সংসারে পুত্র প্রায়শই জনক জননীর দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে পুত্রই এক প্রকার শত্রু। নর পুত্র জন্ম গ্রহণ না করিলে নানা মানসিক কষ্ট উপভোগ করিয়া থাকেন। মাতা গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে গর্ভপাত ভয়ে বা প্রসব সময়ে তনয়ের অমঙ্গল আশঙ্কায় ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন। তদনন্তর নির্ব্বিঘ্নে পুত্র প্রসূত হইলে শিশু রিষ্টি বা গ্রহ দোষ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তৎপর মূক হয় কিনা এ নিমিত্ত ব্যথিত হইয়া থাকেন। উপনয়নানন্তর বিদ্যা-

হীন মূর্খ হয় এই ভয়। বিদ্বান্ হইলেও বিবাহ হয় কি না? যুবক কালে পরদার-গমনাদি দোষে কলুষিত না হয়। যদি পূর্ব্বোক্ত দোষে দূষিত না হয়, তাহা হইলেও বহুপরিজন সঙ্কুল পুত্র যদি দরিদ্র হয়, তবে সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন কিরূপে চলিবে। এবং সর্ব্বগুণশালী ধনী হইলেও দীর্ঘায়ু হইবে কি না এই শঙ্কা। অতএব পুত্র পিতামাতার কখনই সুখপ্রদ নহে। বস্তুতঃ নিরন্তর কষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে ॥ ১৬২—১৬৩ ॥

যো নর ধর্ম্ম করে নহি,
মানুখ পাই শরীর।
জরাভয়ে নহি হোত কছু,
চিন্তা হোত অধীর ॥ ১৬৪ ॥

যে পুরুষ নরদেহ লাভ করিয়া যুবাবস্থা হইতে ধর্ম্ম সঞ্চয় না করে, সে জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া অনুতাপানলে দগ্ধীভূত ও অধীর হইয়া থাকে। কেননা মৃত্যু সময়ে কেবল ধর্ম্মই একমাত্র সহায় ॥ ১৬৪ ॥

অর্থ যথা পদধূলি হয়,
যৌবন নদী কর বেগ।
মানুখ জলকে বিন্দু হয়,
জীবন ফেণ করি লেখ ॥ ১৬৫ ॥

ধন পদ্মরজের ন্যায় অতিতুচ্ছ। যৌবনদশা বেগবৎ চঞ্চল। নরগণের শরীর জল বিন্দু সদৃশ ও জীবন ক্ষণ-স্থায়ী বেগ সদৃশ। অতএব ক্ষণভঙ্গুর দেহের জন্য আপাততঃ সুখকর সংসার-সুখে মুগ্ধ না হইয়া মোক্ষ লাভের নিমিত্ত ধর্ম্মোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য॥ ১৬৫॥

রাম নাম মনিদীপ ধরু,
জীহ দেঁহরি দ্বার।
তুলসী ভিতর বাহিরো যো,
চাহসি উজী আর॥ ১৬৬॥

তুলসী বলিয়াছেন, গৃহের মধ্যভাগে দীপ রাখিলে যেরূপ গৃহের ভিতর ও বাহিরের অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেইরূপ দেহের দ্বারসদৃশ জিহ্বাতে রাম নাম রূপ দীপ ধারণ করিলে বাহ্য ও অন্তরস্থ অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয় ও জ্ঞানালোক সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে॥ ১৬৬॥

যাকো মন হরিচরণমে হোত লীন দিনরাতি।
করত কাম বিষয়াদি সদা তদপি নহোত বিঘাত॥
বয়সে নারী হোত হয় ব্যাভিচারী মনমাহি।
ভজত কোই পরপুরুষকো যদপি কাম গৃহমাহি॥
গৃহ কারজ ক্রিয়মানমপি চিন্তত নাগরলেহ।
ছুটত নহি ক্ষণ মাত্র অপি নর নাগর পর স্নেহ॥

নট নারী শির কুম্ভ ধরি চঢ়ি বিমান চলি যাঁহি।
যয়সে মন শিরকুম্ভ পর রহহিয়েকটক মাহিঁ॥
তয়সে কারজকরহিঁ সব ছাড়ত নহি প্রভুলেহ।
অর্পণ করত মন বাসনা হরিচরণ পর দেহ॥১৬৭

দিবারাত্র যাহার মন হরির চরণারবিন্দে বিলীন হইয়া থাকে, সে বিষয়াদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও কখনই তাহার হরিভজনার ব্যাঘাত হয় না। যেরূপ ব্যাভিচারিণী স্ত্রী, পর পুরুষ-জনিত সুখে মন নিবেশ করিলেও তাহার গৃহকার্য্যাদি কর্ত্তব্যের বাধা সম্পাদন করিতে পারে না ও যেরূপ বাজীকরের স্ত্রী শিরোভাগে কুম্ভস্থাপন পূর্ব্বক শূন্যপথে চক্ষুর উপরিভাগে পদব্রজে যাতায়াত করিলেও চিত্ত কুম্ভের দিকে একাগ্র হইয়া থাকে, তদ্রূপ॥ ১৬৭॥

যো নর ভজহিঁ সগুণকো অতিপ্রসন্ন মন মাহিঁ।
নিষ্কামি ভজমান পর করহিঁ কৃপাপ্রভু তাহিঁ॥
অনুভও রূপ ভক্তি বৈরাগা।
দেত কৃপা করি সো মহাভাগা॥
তিন প্রকার চিত উপজত তাকো।
বিনু প্রয়াস সহজহিঁ উর ও যাকো॥

জয়সে ভোজন করতহিঁ,
হোত তিন গুণ তাহি।
বল সন্তোষ অরু মিটহিঁ,
ক্ষুধা গ্রাস গ্রাস পরমাহি ॥ ১৬৮ ॥

যে মানব একান্ত মনে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে, ভগবানের অনুগ্রহে বিনা ক্লেশে তাহাঁর চিত্তে, ভগবদ্ভক্তি, ঈশ্বরানুভব, ও জ্ঞান সমুদিত হইয়া থাকে। যেমন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির প্রতিগ্রাসে বল, সন্তোষ ও ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ। ১৬৮ ॥

যো করি জ্ঞান গুমান ভজন করহিঁ
জগদীশকো।
সো হয় অতি অজ্ঞান অন্তর কলুষকরি মানিয়ে ॥
করি কলেশ বহুভাঁতিতেছোড়ি বিমান পরযাই।
চঢ়ত পরমপদ পায়কে সগুণ নিরাপদ তাই ॥
বিনু আশ্রয়গিরপরহিঁ তবটুটি যাহিঁ পণ দেহ।
অধঃ পরহিঁ নহি নহহিঁ সুখ পছিতাওহিঁ
ত্যজিলেহ ॥ ১৬৯ ॥

যে পুরুষ অভিমান পূর্ব্বক সগুণ ব্রহ্মের হতাদর করিয়া আমি জ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত, অন্য কাহার ভজনা

করিব, এইরূপ অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া থাকে, তাহার চিত্তে সগুণ ব্রহ্ম না থাকায় বুদ্ধি কলুষা ও মলিনা হইয়া থাকে; সে পরমপদারূঢ় হইলেও অধঃপতিত হয়। যেরূপ কোন পুরুষ অতিক্লেশে বিমান আরোহণ করিলেও বিঘ্নবশে ভূতলে পতিত হইয়া আঘাত জন্য যাতনা অনুভব করিয়া থাকে, ও পরিণামে সংসার ক্লেশ উপভোগ করে, তাদৃশ ॥ ১৬৯ ॥

সগুণ উপাসকগণ সুখ পাহিঁ।
নিগুর্ণমে তলফত দিন যাহিঁ।
মহাকষ্ট নিগুর্ণ ভজি নাহি।
কেওলকরমী যত পছ তাহিঁ।
যো পুনি সগুণ ভক্তি নহি করহিঁ।
কেবল ব্রহ্মরূপকো ভজহিঁ।
ওয়াকো হোত কলেশ সদাহিঁ।
তুষ কুটি কোউ চাউল পাহিঁ ॥ ১৭০ ॥

সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ সুখলাভ করিয়া থাকে, এবং নিগুর্ণের উপসানায় মহাকষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। যেরূপ তুষ কুট্টন করিলে কখনই তণ্ডুল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইরূপ সগুণ ব্রহ্মের হতাদর করিয়া নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাসনায় কোন ফলই প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু সগুণের উপা-

সনায় মন মনোরম ভজনানন্দ উপভোগ করিয়া অতিশয় সুখী হইয়া থাকে ॥ ১৭০ ॥

যদ্যপি নির্গুণ ব্রহ্মকো নাহি স্বরূপকি লেশ।
অয়সে রূপ করি জানি কোনহিং প্রবিশতমনলেশ ॥
ভাসক কোঊ মনবুদ্ধিকো বিদ্যমান করিমান।
ছাড়মন অবিবেকতা অহমাদিক ত্যজি মান ॥
লক্ষ্যরূপ মনগহত হয় চিদানন্দ সুখরূপ।
নেতি নেতি করি ত্যজহু জড় আপর হত অপ্লরূপ
মেরে ঘহমেজীহ নহি অশনহি জানত কোই।
তয়সে নিজকোরূপ চিত ছাড়ি শকে নহি
কোই ॥ ১৭১ ॥

যদ্যপি নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ কিছুই নাই, সেই নিমিত্ত অবয়ব শূন্য হেতুক মন আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু বেদবাণী গুরূপদেশ ও যুক্তিদ্বারা চিত্তপ্রকাশক চৈতন্য স্বরূপ কোন বস্তু আমাদিগের অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। চিত্তের বহুবিধ বাসনানুরূপ বৃত্তিকে প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব সাক্ষীভূত নিখিল প্রকাশক চিদ্রূপ ব্রহ্ম বিদ্যমান রহিয়াছেন, বিচার করিলে স্থূলাদি শরীর নশ্বর হইলেও নিষেধ-কর্ত্তার অভাব কি বোধগম্য হয় না।

আমার জিহ্বা নাই এরূপ বলাও যাদৃশ সত্যতার বিষয়, আমি নাইও সেইরূপ, অতএব নিষেধ বিষয়ে আপনাকে কেহই পরিত্যাগ করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং নিখিল প্রকাশক চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম সুসিদ্ধ হইল। এই নিমিত্ত বেদোক্ত উপাসনা করা কর্ত্তব্য ॥ ১৭১ ॥

যো কহ নিগুর্ণ ব্রহ্ম হয় ভজনকরতকশতাহি।
আলম্ব ন বিনু মনসিক শধ্যান করে নরনাহি।
নর্গুণ ব্রহ্ম ভজহি নর কয়সে।
নাম রূপ নহি আলম্ব তরফে॥
মন অবলম্বত রূপ লোভাই।
নিগুর্ণ রূপ রহিত সদাই॥
বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বত কাকো।
যো নহি হোত অবয়ব তাকো॥
নিগুর্ণকো ভজহিঁ যো জ্ঞানী।
তাকোভী ভ্রম করি মন মানী॥
বেদান্তিগণ কহত হঁয় শব্দাদি ভ্রম তাহি।
মণিকে জ্যোতিমে মণি মিলে যদ্যাপি ভ্রম জগমাহি॥

দীপ শিখাকো জ্যোতিমে মণিভ্রম মানত যোহি।
ধায় জায় নহি পাত মণি বিসম্বাদি ভ্রম সোহি॥
দোউ যদ্যপি হয় ভ্রমরূপা।
প্রিয়বর শুনহু ইহ যুক্তি অনুপা॥ ১৭২॥

ব্রহ্মোপাসনা ভ্রমমূলক হইলেও ফলপ্রদ অর্থাৎ সংশয়-নিরাশক হয়। যেরূপ দূরস্থিত পুরুষ মণির প্রভায় মণি বলিয়া বিদিত হইয়া প্রভার সমীপে গমন করিয়া মণি লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রজ্ঞাত না হইয়াও গুরূপদেশে প্রণবাদির উপাসনায় ব্রহ্মলাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু মৃত্তিকা শিলাদিতে উপাসনা করিলে ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয় না। যাদৃশ দীপশিখায় মণি ভ্রম হইলে তাহার নিকটে গেলে মণি লাভ হয় না, সেইরূপ ইহাকে শাস্ত্রে বিসম্বাদি ভ্রম বলিয়া থাকে॥ ১৭২॥

পর ইচ্ছা যো করত হয় কারজ দুখকো যোহি।
কর্ম্মরূপ বলবন্ত হয় হঠ করি ভোগত সোহি॥১৭৩

স্বেচ্ছা ব্যতীত অন্যের ইচ্ছানুযায়ী কোন কার্য্য করিয়া যে ক্লেশ উপভোগ করে, তাহাকে পরেচ্ছাপ্রারব্ধ বলিয়া থাকে॥ ১৭৩॥

রোগ ভোগ যো করত হয় নহি ইছা হয় তাহি।
হোত মহা অনরথ সদাবিগত হোত
কভু নাহি॥ ১৭৪॥

এই সংসারে কাহারও রোগ ভোগ করিতে ইচ্ছা হয় না। অথচ আপনা হইতে হয়, তাহাকে অনিচ্ছা-প্রারব্ধ বলে ॥ ১৭৪ ॥

জয়সে অনরথ জানিকে রাজদারগত হোয় ।
ইচ্ছারূপী কর্ম্ম হয় মিটে শকে নহি কোয়॥১৭৫

যে পুরুষ কুকার্য্যের ফল অমঙ্গল-জনক জানিয়াও নৃপপত্নীর অনুগমন করে, অথচ কেহ তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে,তাহাকে ইচ্ছাপ্রারব্ধ বলিয়া থাকে ॥১৭৫

কর্ম্মরূপ প্রারব্ধ যো সো হয় তিন প্রকার।
ইচ্ছা অনিচ্ছা পরেচ্ছা কহত শাস্ত্রমত সার ॥ ১৭৬

প্রারব্ধ কর্ম্ম ত্রিবিধ ;—ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পরেচ্ছা ॥১৭৬॥

জ্ঞানী যা জগ বীচমে মহাপুরুষ করি জান ।
প্রেমভক্তি হয় যাকো জ্ঞানী তুল্য সো জান॥
শ্রবণাদিক সাধন করহিঁ ছাড়ি সকল সংসার।
নিত সাধন রত অনুভূত হয় ব্রহ্ম পরমবিচার ॥
নিজানন্দ অনুভব করে ব্রহ্মরূপ নিত হোয় ।
দেহন নাশে স কহিঁ কভু কর্ম্ম কঠিন অতিশোয়
কুম্ভকারকো চক্র যেঁও ঘুমত আপহিঁ আপ।
কর্ম্ম চক্র তেঁও জানিয়ে ভোগ বিনা নহি
যাত ॥ ১৭৭ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তিকে এই সংসারে মহাপুরুষ বলিয়া জানিবে। যাহাকে দর্শন করিলে প্রেম ও ভক্তি জন্মে ও যিনি পরব্রহ্মের বিচার করেন এবং নিত্য সাধনে রত থাকিয়া সংসার মায়া ত্যাগ করিয়া নিত্যব্রহ্মরূপে নিরানন্দ উপভোগ করেন, তিনি জ্ঞানী। যেরূপ কুম্ভকারের চক্র একবার ঘূরাইয়া দিলে বহুক্ষণ আপনা আপনি ঘূরিতে থাকে, কর্ম্মচক্রও তাদৃশ। ভোগশেষ না হইলে জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারে না॥ ১৭৭॥

ত্রিবিধ হোহিঁ কর্ম্ম সব নরকো।
সঞ্চিৎ আরব্ধ ক্রিয়মান করিকো॥
তামে সঞ্চিত ক্রিয়মান যো হোঁহিঁ।
ভক্তি জ্ঞান প্রায়শ্চিত্ত যো করহি॥
তাসে নাশ হোঁহিঁ দোউ কর্ম্মা।
নিশ্চয় ইহ জানহ শুভ ধর্ম্মা॥
প্রারব্ধ কর্ম্ম কঠিন জগমাহী।
ভোগ বিনা ক্ষয় হোত কভু নাহিঁ॥ ১৭৮॥

সকল মনুষ্যেরই সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ এই ত্রিবিধ কর্ম্ম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে সিঞ্চত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম জগদীশ্বরে ভক্তি, জ্ঞান ও প্রায়-

শিচত্তাদি দ্বারা প্রশমিত হয়। প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত কখনই প্রশমিত হয় না॥ ১৭৮॥

হোনদার সো হোত হয়,
তস্মোচক কোউ নাহিঁ।
ব্রহ্মা হরি হর নিয়তকো,
নহি মেটত জগমাহি॥
তাকো ভেদ শুনহু মন লাই
বৈদ্য পুরোহিত কো প্রভু তাই॥
কোউ রোগী কোহী জগমাহি।
ভোগত সদা রোগ তনমাহিঁ॥
দোখজ কর্ম্মজ গ্রহগণজনিতা।
তিন প্রকার রুজ সবকো হোতা॥
করম্ হোহিঁ মত তিন সবনকো।
যা মে সংশয় নাহিঁ কছু তনিকো॥১৭৯॥

যাহা অদৃষ্টে ঘটিবার, তাহা অবশ্যই হইবে, কেহই তাহা খণ্ডন করিতে পারে না। অপরের কথা দূরে থাকুক, হরি, হর বা ব্রহ্মাও তাহা নিবারণে সমর্থ নহেন। মানবগণ যে নানারোগ ও যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহার কারণ ত্রিবিধ;—কর্ম্ম, গ্রহ ও দোষ অর্থাৎ রোগাদি কর্ম্মজ,

গ্রহজ, ও দোষজ এই তিন প্রকার। তন্মধ্যে পুরোহিত প্রভৃতি দ্বারা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইলে গ্রহদোষের শান্তি হয় এবং বৈদ্যের চিকিৎসা দ্বারা খাদ্যাদি দোষজ রোগের উপশম হইয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে কর্ম্মজ রোগাদি দূর হয় না। শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও চিকিৎসা দ্বারা যাহার শান্তি না হয়, তাহাকেই কর্ম্মজ কহে ॥ ১৭৯ ॥

পরো কোই নদী বীচমে
জলতরঙ্গ মহঁ যাহিঁ।
বুড়ো জানি পয়রত তহঁ,
যো কছু আশ্রয় নাহিঁ॥
নাও পাই আশ্রয় করে,
সো সুচতুর মতিমন্ত।
যত্ন করে বঠি বেগতে,
সমঝহু তেও সুধীমন্ত ॥ ১৮০ ॥

কেহ অগাধসলিল নদীর প্রবল তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া কোনরূপ অবলম্বন না পাওয়াতে যদি সন্তরণ দেয় কিম্বা সেই স্রোতস্বতীতে গমনশীল কোন তরণী পাইয়া তাহা অবলম্বন করে, তাহা হইলে কি নদীর ভীষণ তরঙ্গ হইতে তাহার আত্মা রক্ষিত হয় না? অবশ্যই রক্ষা পাইবার সম্ভব। যত্ন করিলে অবশ্য রক্ষা পাইতে পারে; সুতরাং

সুধীগণ ইহার গূঢ়মর্ম্ম বোধগম্য করিবেন অর্থাৎ এই বিষম সংসারে যত্ন যে আবশ্যক, তাহা সুস্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে। যত্নবান্ হইলে কি ঐহিক কি পারমার্থিক কোনরূপ কষ্টই ভোগ করিতে হয় না॥ ১৮০॥

যো নহি হোত কর্ম্ম বলবন্তা।
নল অরু রামচন্দ্র বলবন্তা॥
কুরুকুল রাজা যুধিষ্ঠির নৃপহি।
দুঃখ ভোগ কো দিহু নিত্ত নিতহি॥
যো নহি মিটে কর্ম্ম নিত ভাই।
বৃথা হোত নরকো প্রভু তাই॥
তব কারজ সব করহি বৃথাহি।
বেদ পুরাণ উপদেশ কভু নাহি॥
হোয় অদৃষ্ট সো হোই হঠ করিকে।
করহি কাম নর বৃথা শ্রম করিকে॥
বৃথা হোহি ঋষিগণকো রচিতা।
বৃথা হোহি তও ভাগবতগীতা॥
যাকো ভেদ শুনহু মন লাই।
যদ্যপি হয় কর্ম্মণকো প্রভু তাই॥

কর্ম্ম হোত অদৃষ্ট জগমাহি।
যতন বিনা সমরকে কছু নাহি॥
জীব যত্ন সব করহি তব,
কর্ম্ম দেত ফল তাহি।
জীব সাধ্য কারজ সব,
যামে সংশয় নাহি ॥ ১৮১ ॥

জগতে কর্ম্ম প্রধান না হইলে কদাচ নলনৃপতি, শ্রীরাম ও কুরুপাণ্ডবরাজ ধর্ম্মশীল নরপতি যুধিষ্ঠির ক্লেশ ভোগ করিতেন না। যদি এ কথা বল যে, কর্ম্মই বলবান, সুতরাং মানব ও দেহাদির প্রভুত্ব মিথ্যা, বেদ-পুরাণাদির বিধি বৃথা, ঋষিবর্গের বাক্য বৃথা, ভাগবতগীতাদির অধ্যয়ন বৃথা, কারণ, কর্ম্ম প্রধান হেতু সকলের সম্বন্ধে তাহারই ফল ফলে। কাজে কাজেই অপর প্রকার যত্ন দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান বৃথা; এই প্রকার সন্দেহের উত্তর এই যে, কর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, কিন্তু সেই কর্ম্ম অদৃশ্যরূপ জড়, পুরুষের যত্ন ভিন্ন কোনরূপ ফল প্রদানে সমর্থ নহে। যেরূপ যত্নের সহিত কৃষিকর্ম্ম না করিলে তাহাতে কোন ফল হয় না, কিন্তু যত্ন করিলে নিশ্চয় ফল হয়, সেইরূপ জীব যত্নে যে কর্ম্ম করে, তাহা নিঃসন্দেহ ফল দান করিয়া থাকে॥ ১৮১ ॥

সব জীবনকো কর্ম্ম হয়,
অতি প্রচণ্ড জগমাহি।
নর কিন্নর দেবাদিকো,
ছাড়িত কাহু নাহি ॥
ব্রহ্মাকো জিহ্বকা রজ্জ দিহ্না।
বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা জিন কিহ্না ॥
বিষ্ণুকো পরিপালক কিহ্না।
দশ অবতার রূপ হরি লিহ্না।
শিবকো নাশক কিহ্নু জগমাহী ॥
ভিক্ষাসন কপাল করমাহী।
সূর্য্য নিতহি ভ্রমত গগনমে।
তস্মৈ নিত্যং নমহুঁ কর্ম্মণে ॥
দেবনকো সেহ কিহ্নু বস,
গন্তি জীব কভু নাহি,
কর্ম্মণকো যো মিটত হয় কো,
নর অশ জগমাহি ॥ ১৮২ ॥

কি সর্ব্বজীব, কি দেবগণ সকলের সম্বন্ধেই কর্ম্ম প্রধান-রূপে নিয়ামক হইয়াছে। এই সংসারমধ্যে সর্ব্বজনপক্ষেই

কৰ্ম্ম প্রধান। যে বিচিত্র কর্ম্মের শক্তি দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড কার্য্য রচনাতে ব্রহ্মা নিয়োজিত হইয়াছেন এবং তাহার রক্ষকতাকর্ম্মে ও সময়ে সময়ে অবশ্য কৰ্ত্তব্য কর্ম্মবশে নানা-প্রকার অবতার ধারণ কর্ম্মে বিষ্ণু রহিয়াছেন; পরিশেষে সকলের নিধন কার্য্যে এবং কপালফেরে ভিক্ষুকতাকর্ম্মে রুদ্র নিয়োজিত হইয়াছেন। আকাশপটে সতত বিচরণ কর্ম্মে ভাস্কর নিয়োজিত হইয়াছেন; সুতরাং সেই বলবান্ কর্ম্মকে সতত প্রণাম করি। যে কর্ম্ম সুবাসনা রক্ষা করিয়াছে, সেই সকল নিবৃত্ত করে, এরূপ মানবের কথা কি? ১৮২ ॥

শুনহু ভরত ভাবী প্রবল,
বিলখি কহেউ মুনিনাথ।
হানি লাভ জীবন মরণ,
যশ অপযশ বিধিহাথ ॥ ১৮৩ ॥

মহামুনি বশিষ্ঠ ভরতকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে ভরত! আমার কথায় কর্ণপাত কর। আমি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া তোমাকে বলিতেছি। জীবকুলের নিখিল কর্ম্মেরই ভাবী ফলবতী হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহা অদৃষ্টে ঘটিবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, কেহই তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। জীবন, মরণ, যশ ও অপযশ সকলই সেই

সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অধীন। কর্ম্মানুসারেই ঈশ্বর ফল প্রদান করেন ॥ ১৮৩ ॥

কর্ম্ম বচন মন ছাড়ি ছল,
জব লাগি জনন ওস্মার।
তব লগি সুখ স্বপনেহু,
নহি কিয়ে কোটি উপচার ॥১৮৪॥

যতদিন মানবগণ কপটতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কর্ম্ম দ্বারা মন দ্বারা ও বাক্য দ্বারা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ না করে, ততদিন কোটি কোটি উপায় দ্বারা স্বপ্নেও সুখ-প্রাপ্তির আশা নাই। সুতরাং ইহ পর উভয়ত্রই সুখে বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ১৮৪ ॥

পতিপ্রিয় নারী প্রতিব্রতা,
ছাড়ত নহি পতি লেহ।
সেওত মন বচ কর্ম্মতে,
পতিচরণ ন অতি স্নেহ ॥
জয় সে তনু ত্যজি ছাহ নহি,
প্রভাত জহি নহি ভানু।
চন্দ্র তজহি নহি চন্দ্রিকা,
পতিব্রতা তিয় জানু ॥ ১৮৫ ॥

পতিব্রতা রমণীরা কায়মনোবাক্যে অকপটে পতির শুশ্রূষা করেন এবং স্বামীপদে অতীব অনুরাগবতী থাকেন। তাঁহারা স্বামীকে মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন। যেরূপ দেহের ছায়া দেহকে, সূর্য্যের প্রভা সূর্য্যকে ও চন্দ্রের প্রভা চন্দ্রিকাকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ পতিব্রতা নারীরা কদাচ স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থিতি করে না ॥ ১৮৫ ॥

সম্ভাবিত জন-নিকরকে,
অযশ কঠিন ভুবি মাহ।
তাতে কোটি দুখ মর্ম্ম মহ,
মরণ শ্রেষ্ঠ সুর নাহ ॥ ১৮৬ ॥

ধরাধামে মাননীয় ভদ্রলোকের পক্ষে অপযশ অতীব দুঃখপ্রদ। সেই অপযশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মর্ম্ম ভেদ পূর্ব্বক অতীব যন্ত্রণা প্রদান করে। উহা অপেক্ষা মরণই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গল ॥ ১৮৬ ॥

মোহনিশা সব সো অনিহারা।
দেখহি স্বপ্ন অনেক প্রকারা ॥
ইহি জগ যামিনি জাগহি যোগী।
পরমারথ পরপঞ্চ বিয়োগী ॥

জানিয়ে তবহি জীব জগজাগা।
যব সব বিষয় বিলাস বিরাগা॥
হোই বিবেক মোহ ভ্রমভাগা।
তব রঘুবীর চরণ অনুরাগা॥ ১৮৭॥

জগৎ-সংসারে জীবগণ মোহরাত্রিতে শয়ন পূর্ব্বক নানাবিধ স্বপ্ন দর্শন করে; কিন্তু পরমার্থানুসন্ধায়ী বিবেকী যোগীরা এই সংসার নিশায় জাগরিত থাকেন। যৎকালে জীবগণ বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিরাগী হন, তৎকালেই সংসার নিশায় জাগরিত থাকেন। পরন্তু যৎকালে জীবকুলের হৃদয়ে বিবেকের উদ্রেক হইয়া মোহভ্রম বিদূরিত হয়, তৎকালেই ঈশ্বরপদে তাঁহাদিগের অনুরাগ ও ভক্তির উদয় হয়, নচেৎ কদাচ ভক্তি উৎপত্তির সম্ভব নাই॥ ১৮৭॥

স্বপ্নে হোই ভিখারী নৃপ,
রঙ্ক নাকপতি হোই।
জাগে লাভ ন হানি কছু,
তিমি প্রপঞ্চ জিয় সোই॥ ১৮৮॥

স্বপ্নাবস্থায় যদি নৃপতি ভিক্ষুক হন এবং ভিক্ষুক ধরাধিপতি হয়; কিন্তু জাগরিত হইলে যেরূপ নৃপতিরও কোন ক্ষতি বোধ হয় না ও ভিক্ষুকেরও কোনরূপ লাভ

হয় না, স্বপ্ন বৃথা বলিয়াই অনুমিত হয়, সেইরূপ এই সংসাররেরও ব্যবহার জানিবে। ফলতঃ কিছুই সত্য নহে, সমস্তই ভ্রান্তিমাত্র ॥ ১৮৮ ॥

কোউ ন কাহু দুখ সুখ করদাতা।
নিজকৃত কর্ম্মভোগ সব ভ্রাতা ॥
যোগ বিয়োগ ভোগ ভল মন্দা।
হিত অনহিত মধ্যম ভ্রম কন্দা ॥
জন্ম মরণ জহ লাগি জগজানু।
সম্পতি বিপতি কর্ম্ম অরু কানু ॥
ধরণি ধাম ধন পুর পরিবার।
স্বর্গ নরক জগ লাগি ব্যবহার ॥
দেখিয় শুনিয় গুণিয় মনমাহী।
মোহ মূল পরমারথ নাহী ॥ ১৮৯ ॥

কেহই কাহাকে সুখ বা দুঃখ প্রদান করিতে সমর্থ নহে; স্বস্বকৃত কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয়। প্রিয়-ব্যক্তির সংযোগ বিয়োগ, ভাল মন্দ উপভোগ, হিতাহিত-কর্ম্ম, ঔদাসীন্য, এ সমস্তের মূল কারণ একমাত্র ভ্রান্তি। জন্মমৃত্যুরূপ সংসার, সম্পত্তি, বিপত্তি, কার্য্য, কাল, ধন, গৃহাদি, ভূম্যাদি, গ্রাম্যাদি, পরিবারবর্গ, স্বর্গ, নরক এবং

যাহা দৃষ্ট হয়, শ্রুত হয় ও মনে করা যায়, তৎ সমস্তই মোহহত অর্থাৎ সমস্তই ভ্রমমূলক, কিছুই পারমার্থিক সত্য নহে ॥ ১৮৯ ॥

সহজ সরল সাধু কর বচন,
কুমতি কুটিল করি জান।
চলে জোঁক জিমি বক্রগতি,
যদ্যপি সলিল সমান ॥ ১৯০ ॥

সাধুগণের বচনাবলী সরল ও সহজ; কিন্তু যেরূপ জল সমভাবে থাকিলেও জলস্থ জোঁকের বক্রগতি হয়, তদ্রূপ কুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সেই সরল বাক্যকেও কুটিল বলিয়া জ্ঞান করে ॥ ১৯০ ॥

তৃখিত বারি বিনু জেও তনুত্যাগা।
মুএ করে কা সুধা তড়াগা ॥
কা বর্ষা যব কৃষী সুখানে।
সময় চুকি পুনি কা পছতানে ॥ ১৯১ ॥

যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনে বিস্মৃতি ঘটিলে পরে অনুতাপ করা বিফল এবং তৎকার্য্য সমাধা হওয়াও কঠিন। যেরূপ তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি সলিলাভাবে দেহ বিসর্জ্জন করিলে সেই মৃতব্যক্তিকে অমৃত-সাগরে সেচন করিলেও তাহা নিষ্ফল হয় এবং বিনা বর্ষণে কৃষি কর্ম্মের উৎপন্ন

শস্যাদি ধ্বংস হইবার পর বৃষ্টি হইলে সেই বৃষ্টি নিষ্ফল হয়, সেইরূপ যথাযথকালে কর্ম্ম না করিলে অসময়ে কৃতকর্ম্মে কোন ফলই ফলে না; অতএব সময়ে কার্য্য সম্পাদনে বিস্মৃতি হওয়া পুরুষের পক্ষে অনুচিত॥ ১৯১॥

মন্ত্র পরম লঘু যাসু বশ,
বিধি হরি হর সুর সর্ব্ব।
মহামত্ত গজরাজকঁহ,
রক্ষা করু অঙ্কুশ খর্ব্ব॥ ১৯২॥

রামমন্ত্র ও কৃষ্ণমন্ত্র অতি লঘু অর্থাৎ রাম ও কৃষ্ণ এই নামদ্বয় দুইটী মাত্র অক্ষর; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মানবের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব ও দেবেন্দ্রপ্রমুখ সুরগণও সেই মন্ত্রের বশীভূত রহিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। যেরূপ অতি ক্ষুদ্র লৌহময় অঙ্কুশ দ্বারা মদমত্ত হস্তী বশ হয়, তদ্রূপ অতি ক্ষুদ্র রামমন্ত্র ও কৃষ্ণমন্ত্র দুইটীমাত্র অক্ষর হইলেও তদ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণ বশীভূত হইয়া থাকেন॥ ১৯২॥

উদিত উদয়গিরি মঞ্চপর,
রঘুপতি বাল পতঙ্গ।
বিকশে সন্ত সরোজ সব,
হরখে লোচন ভৃঙ্গ॥ ১৯৩॥

জানকীর বিবাহে জনক-সভায় শ্রীরাম লক্ষ্মণ দিব্য মঞ্চোপরি উপবেশন করিয়াছিলেন। তুলসীদাস তৎ-কালীন শোভা বর্ণন করিতেছেন। যেরূপ অরুণোদয়-সময়ে উদয়াচলে সূর্য্য উদিত হইলে শোভা হয় এবং ভাস্করোদয় হইলে পদ্মরাজি বিকসিত হয় ও ভ্রমরকুল পুলকিত হইয়া সেই সকল পদ্মে ভ্রমণ করে, তদ্রূপ অত্যুচ্চ-মঞ্চোপরিস্থ রামচন্দ্রের উপবেশন-শোভা দেখিয়া সাধুকুল প্রফুল্লানন হওয়ায় তাঁহাদিগের নয়নকমল প্রফুল্ল হইয়া সেই অপরূপ রাম রূপ দেখিবার জন্য চঞ্চল হইয়াছিল ॥১৯৩

রিপু তেজস্বী অকেল অপি,
লঘু করি গণিয়ে ন তাহু।
অজহু দেত দুখ রবি শশিহিঁ,
শির অব শোষিত রাহু ॥ ১৯৪ ॥

যদি শত্রু লঘু ও একাকী হয় এবং তদপেক্ষা আপ-নাকে তেজীয়ান্ ও ক্ষমতাশালী বলিয়া জ্ঞান থাকে, তথাপি শত্রুকে ঘৃণা করিবে না। কেননা, মস্তকমাত্রা-বশিষ্ট হইয়াও রাহু চন্দ্র-সূর্য্যকে গ্রাসার্থ উদ্যত হইয়া এখনও সময়ে সময়ে যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। উহাই গ্রহণ বলিয়া অভিহিত। রাহু হস্তপদাদি-রহিত, চন্দ্র সূর্য্য অপেক্ষা দুর্ব্বল ও নিস্তেজ, তথাপি সময়ে সময়ে

উহাঁদিগকে আক্রমণ করে; অতএব শত্রু লঘু হইলেও ঘৃণা করা কর্ত্তব্য নহে॥ ১৯৪॥

সুখহাড় লে ভাগ শঠ,
শ্বান নিরখি মৃগরাজ।
ছিনি লেই জিনি জান জড়,
তিমি সুরপতিহি ন লাজ॥ ১৯৫॥

দেবেন্দ্রকে সাম্রাজ্য-বিষয়ে লুব্ধ দেখিয়া তুলসীদাস বলিতেছেন,—যদি কোন মুনি বা কোন রাজা তপস্যায় নিমগ্ন হন, অমনি ইন্দ্র ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উঠেন। তিনি মনে করেন, এই তপশ্চারী ব্যক্তি আমারই রাজ্য গ্রহণার্থ তপস্যা করিতেছে। এই আশঙ্কা করিয়া তপশ্চারীর তপোবিঘ্নার্থ নানারূপ চেষ্টা করেন। পরন্তু সেই বিবেকী তপশ্চারীরা ইন্দ্রের ইন্দ্রপদকে বায়সের বিষ্ঠাবৎ জ্ঞানে অবহেলা করিয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেরূপ কুকুরেরা সিংহদর্শনে ভীত হইয়া দন্তে শুষ্ক অস্থি গ্রহণ পূর্ব্বক আশু ব্যস্তভাবে পলায়ন করে এবং এইরূপ মনে করে যে, এই সিংহ তাহারই মুখস্থিত শুষ্ক অস্থি লইতে আসিতেছে; ফলতঃ এই জ্ঞান যেমন অসঙ্গত, তদ্রূপ বিষয়লুব্ধগণের বিষয়ই কেবল পুরুষার্থ, অন্য কিছুকে পুরুষার্থ বলিয়া অবগত নহে; কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী ও

তপস্বী, তাঁহারা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই তুচ্ছ জ্ঞান করেন, কিছুতেই তাঁহাদিগের লোভ নাই। ১৯৫।

ইহি বিধি জগ হরি আশ্রিত রহই।
যদপি অসত্য, দেত দুঃখ অহই॥
যো স্বপনে শির কাটে কোই।
বিনু জাগে দুঃখ দূর ন হোই॥
যাসু কৃপা অস ভ্রম মিটয়াই।
গিরিজা সোই কৃপালু রঘুরাই॥
আদি অন্ত কোউ যাসু ন পাওা।
মতি অনুমান নিগম অস গাওা॥ ১৯৬॥

জগদীশ্বরের সত্যতা লইয়াই এই জগতের সত্যতা। সুতরাং ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়াই এই জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে। যদিও এই জগৎ মিথ্যা, তথাপি নিশ্চয়ই দুঃখদায়ক। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, স্বপ্নাবস্থায় কেহ শিরশ্ছেদন করিলে স্বপ্নে মহাকষ্ট বোধ হয়, কিন্তু জাগরিত হইলে আর সে কষ্ট থাকে না। পরন্তু জ্ঞানের উদয় না হইলে সংসারভ্রান্তি বিদূরিত হয় না, আবার ঈশ্বরের কৃপা ব্যতিরেকেও সেই জ্ঞানোদয়ের সম্ভব নাই। ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই তাঁহার কৃপা জন্মে। তদীয় কৃপাপ্রসাদে জ্ঞানপ্রাপ্তি হইলে অবহেলে জীবের ভ্রান্তি

দূর হয় এবং স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় সংসার-দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে; কেহই সেই জগদীশ্বরের আদি বা অন্ত প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহেন, কেবলমাত্র মানবগণ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে অনুমানে নিরূপণ করিয়া থাকেন। ১৯৬।

রজতশীপপদ্ম ভাশয়িশি,
যথা ভানু করব্যারি।
যদপি মৃষা তিহুঁ কাল,
সোই ভ্রমণ সকে কোউ
টারি ॥ ১৯৭ ॥

সমুজ্জ্বল শুক্তিতে যেমন রজতভ্রান্তি ঘটে এবং সূর্য্য-কিরণে ও ঊষর-ক্ষেত্রে জলভ্রান্তি হয়, সেই জলভ্রান্তি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালেই মিথ্যা, তথাপি সেই ভ্রম কেহ নিবারণে সক্ষম নহেন, তদ্রূপ এই জগৎ বাস্তবিক মিথ্যা হইলেও ভ্রমবশে সকলে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে। ১৯৭।

সবকর পরম প্রকাশক যোই।
রাম অনাদি অবধপতি সোই ॥
জগত প্রকাশ্য প্রকাশক রামু।
মায়াধীশ জ্ঞান গুণধামু ॥

যাসু সত্যতাতে জড় মায়া।
ভাস সত্য ইব মোহসহায়া॥ ১৯৮॥

সর্ব্বজীবের পরম প্রকাশক অযোধ্যানাথ রামচন্দ্র অনাদি। এই জগৎ প্রকাশ্য এবং শ্রীরাম জগতের প্রকাশক; কেন না, তিনি মায়াধিপতি; তাঁহারই আদেশে মায়া জগৎ-কার্য্যসাধনে ক্ষমতাশালিনী হইয়াছেন। সেই রামচন্দ্র জ্ঞানস্বরূপ ও সত্ত্বাদি গুণসমূহের আশ্রয়। সর্ব্বপ্রকাশক, সত্যস্বরূপ, রামের সত্যতা-নিবন্ধনই এই মিথ্যাময় জগৎ সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে॥ ১৯৮॥

বিবসহুঁ জাসু নাম নর করহীঁ।
জন্ম অনেক সঞ্চিত অঘ দহহীঁ॥
সাদর সুমিরণ যো নর করহীঁ।
ভববারিধি গোপদ ইব তরহীঁ॥ ১৯৯॥

মহেশ্বর উমার নিকট বলিয়াছিলেন, হে পার্ব্বতি! অনিচ্ছাবশেও রামনাম উচ্চারণ করিলে মানবগণ বহুজন্মার্জ্জিত পাপরাশি দগ্ধ করিতে পারে। যে সকল ব্যক্তি পরমাদরে রামনাম স্মরণ করেন, তাঁহারা ভবসাগরকে গোষ্পদপ্রমাণ গর্ত্তে স্থিত জলের ন্যায় জ্ঞানে অনায়াসে পার হইয়া যান॥ ১৯৯॥

রামনাম কর অমিত প্রভাবা।
সন্ত পুরাণ উপনিষৎ গাওয়া॥
সন্তত জপত শম্ভু অবিনাশী।
শিব ভগবান্ জ্ঞান গুণরাশি॥
আকরচারী জীব জগ অহহীঁ।
কাশী মরত পরম পদ লহঁহীঁ॥ ২০০॥

সাধুগণ, পুরাণসমূহ, বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি সকলেই রামনামের অতুল প্রভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন। অনশ্বর ভগবান্ মহেশ্বর রামনাম জপ করিয়াই জ্ঞানের আধার ও সদ্‌গুণাবলীর আধার হইয়াছেন। বারাণসী-ধামে কি জরায়ুজ, কি অণ্ডজ, কি স্বেদজ, কি উদ্ভিজ্জ যে কেহ প্রাণত্যাগ করুন্ না, মহেশ্বর তাহার কর্ণে রামনাম-রূপ তারকমন্ত্র উপদেশ দিয়া থাকেন; জীবগণ সেই উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক অনায়াসে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হয়॥২০০॥

কুপথ কুতর্ক কুচালি,
কপট দম্ভ পাষণ্ড।
দহন রাম গুণগ্রাম ইমি,
ইন্ধন অনল প্রচণ্ড॥ ২০১॥

কলিযুগের ধর্ম্ম অতীব গর্হিত। এই কালে মানবগণ সুপথ ছাড়িয়া কুপথে গমন করে; পুরাতন সনাতন

ধর্ম্মবিষয়ে কুতর্ক করেন, ঘৃণিত ব্যবহার, কপটতা, দাম্ভিকতা ও পাষণ্ডতা এই সকলই কলির ধর্ম্ম। বহ্নি যেরূপ আশু শুষ্ক কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া ফেলে, শ্রীরামের গুণ কীর্ত্তন করিলেও তদ্রূপ ঐ সকল কলিধর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যায়। ২০১।

ব্রহ্মরামতে নাম বড় বরদায়ক বরদানী।
রামচরিত শতকোটি মহ্‌লিয় মহেশজীয়
জানি ॥ ২০২ ॥

বহু বহু জন্ম নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলে এবং তাহার ফল জগদীশ্বরে অর্পিত হইলে ঈশ্বরের কৃপায় চিত্তশুদ্ধি হয়, তৎকালেই গুরুর কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হয় এবং মুক্তি-লাভ করিতে পারা যায়; কিন্তু সেই ব্রহ্ম হইতেও রাম নাম প্রধান। এই হেতুই মহাদেব শতকোটি রামায়ণ হইতে রামের নাম সার বলিয়া নিরন্তর গান করেন ॥ ২০২ ॥

রাম এক তাপস তিয়তারী।
নাম কোটি খল কুমতি সুধারী ॥
ভঞ্জেউ রাম আপ ভবচাপু।
ভবভয় ভঞ্জন নাম প্রতাপু ॥
নিশিচর নিকর-দলে রঘুনন্দন।
নাম সকল কলিকলুষ নিকন্দন ॥

নাম লেত ভবসিন্ধু সুখাহীঁ।
করহু বিচারি সুজন মন মাহিঁ ॥ ২০৩ ॥

ভগবান্ শ্রীরাম পদধূলিদ্বারা গৌতম-রমণী পাষাণময়ী অহল্যাকে মানবী করিয়াছিলেন, কিন্তু রামনাম অসংখ্য অসংখ্য কুবুদ্ধিগণকে দুস্পার সংসার-সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন। শ্রীরাম ভবধনু ভগ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নামের প্রভাবে ভবভয় ভঞ্জন হয়। রাম রাক্ষস-কুল ধ্বংস করিয়াছেন, কিন্তু তদীয় নাম নিখিল কলিকলুষ বিদূরিত করে। রঘুবর বহুসংখ্য কপি ও ভল্লূক সহায়ে সাগর বন্ধন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নামের প্রভাবে ভবসিন্ধু শুষ্ক হয় ॥ ২০৩ ॥

নির্গুণতে ইহ ভাঁতি বড় নাম প্রভাব অপার।
কহউ নাম বড় রামতে নিজ বিচার
অনুসার ॥ ২০৪ ॥

রামনামের প্রভাব নির্গুণ ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রাম হইতেও রামনাম প্রধান। তুলসীদাস বহু বিচার করিয়া ইহা নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ২০৪ ॥

গ্রহ ভেখজ জল পওন,
পট পাই কুযোগ সুযোগ।
হোই কুবস্তু সুবস্তু জগ,
লখহিঁ সুলক্ষণ লোগ ॥ ২০৫ ॥

কুদ্রব্যের সংসর্গে গ্রহ, ঔষধি, জল ও বায়ু কুৎসিত হইয়া থাকে এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সংসর্গ হইলে প্রশংসার যোগ্য হয়। অর্থাৎ পাপগ্রহের সংসর্গে সুগ্রহও পাপগ্রহ হয়, কুদ্রব্যের যোগে গুণকর ঔষধিও দ্বিগুণ হইয়া উঠে, কুবস্তুর মিলনে জল নিন্দনীয় হয় এবং উৎকৃষ্ট বস্তুর সংসর্গে আদরণীয় হইয়া থাকে; সুগন্ধ সংযোগে বায়ু প্রশংসা হয়, কিন্তু কুবস্তুর মিলনে নিন্দনীয় হইয়া উঠে, এবং বস্ত্র উৎকৃষ্ট বর্ণের সহিত মিলিত হইলে আদরণীয় হয়, কিন্তু কুৎসিত বর্ণের সহিত হইলে পরিত্যজ্য হইয়া থাকে ॥ ২০৫ ॥

জড় চেতন গুণ দোষময়,
বিশ্ব কীহ্ন করতার।
সন্ত হংসগুণ গহহি পয়,
পরিহরি বারিবিকার ॥ ২০৬ ॥

এই জগৎ জড় ও চেতন স্বরূপ জীব ও গুণদোষময়; কিন্তু রাজহংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধমধ্য হইতে জলীয়াংশ ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ গ্রহণ করে, সেইরূপ সাধুগণ জীবমাত্রের গুণভিন্ন দোষ গ্রহণ করেন না ॥ ২০৬ ॥

অতি মঙ্গলময় জানিয়ে সাধুসমূহ সমাজ।
জয়সে জগকে বীচমে তীরথ তীরথরাজ ॥

রামভক্তি যঁহ স্বধু́নী বাণী ব্রহ্মবিচার।
বিধি নিষেধময় কলিমলহরণী যমুনা কর্ম্ম-
প্রচার॥
জ্ঞান অক্ষয়বট সুভগজন অচলধর্ম্ম বিশ্বাস।
পরহিতকারী সাধুজন অটল ভক্তিনির্যাস॥
শুনিসমুঝহি জন মুদিত মন মজ্জহি অনুরাগ
লহহিঁ চারিফল অচ্ছতনু সাধুসমাজ
প্রয়াগে॥২০৭॥

সাধুসমাজ অতীব কল্যাণময় ও উহা প্রয়াগক্ষেত্র স্বরূপ। প্রয়াগধামে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলন আছে, লোকেরা তথায় স্নানাদি ও দানাদি করেন এবং অক্ষয় রামভক্তিই সাধুসমাজে গঙ্গাধরা, ব্রহ্মবিচার সরস্বতী, নিষ্কাম কর্ম্মকাণ্ডের কথাই যমুনা এবং সাধুবর্গের বিশ্বাসই অটল অক্ষয় বটস্বরূপ। যে সকল ব্যক্তি এই সাধু-সমাজে গমন পূর্ব্বক হরিকথা শুনিয়া সহজে বোধগম্য করতঃ অনুরাগ সহ চিত্তকে নিমগ্ন করেন, তাহাই তাঁহাদের প্রয়াগক্ষেত্রের অবগাহন স্নানস্বরূপ। মানবগণ প্রয়াগধামে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করিয়া থাকে, কিন্তু সাধুসমাজে মনোনিবেশ করতঃ সাধু-সঙ্গ করিলেই ঐ চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং

সাধুসমাজই যে প্রয়াগতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ২০৭॥

কাম আদি মদ দম্ভ নহি
যাক উরমে আই।
যত নিরন্তর হোত হয়
বশ তাকে রঘুরাই॥ ২০৮॥

যে ব্যক্তির অন্তঃকরণে কামাদি বাসনা, মদ ও দাম্ভিকতার উদয় না হয়, বরং ভগবান্ জগদীশ্বরে মতি ও অনুরাগ বিদ্যমান থাকে, সেই মহানুভব ব্যক্তির নিকটেই ঈশ্বর সতত বশীভূত থাকেন॥ ২০৮॥

শ্রবণাদি নবভক্তি তব
উপজত হয় উর আই।
হরিলীলারতি হোত হয়
ভক্তসঙ্গ মন ভাই॥ ২০৯॥

হৃদয়ে ঈশ্বরানুরাগের উৎপত্তি হইলেই নবধা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।* তদনন্তর শ্রীহরিতে মতি জন্মে এবং শ্রীহরিভক্তের সঙ্গলাভে বাসনা বলবতী হয়॥ ২০৯॥

* নবধা ভক্তি যথা—হরিগুণ শ্রবণ, হরিগুণ কীর্তন, স্মরণ, পাদবন্দন, অর্চনা, বন্দনা, দাস্যভাব, সখ্যভাব ও আত্মনিবেদন।

সাধন ভক্তিকে শুনহুঁ অব
কহোঁ বখানি বিধান।
প্রথম বিপ্রগুরু সন্ত রতি,
স্বীয় ধর্ম্মবিধি মান॥
তাতে যব জন জানিএ
উপজে বিষয়বিরাগ।
তব হরিচরণ কমল পর
উপজত হয় অনুরাগ॥ ২১০॥

কোন গুরু শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, ভক্তিসাধন কীর্ত্তন করি, অবধান কর। প্রথমে দ্বিজাতি গুরু ও সাধু ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবে, স্বীয় আশ্রমোচিত বেদবিহিত ধর্ম্মশাস্ত্রকথিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের আচরণ করিবে। এইরূপে ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে যৎকালে বিষয় বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়, তৎকালে শ্রীহরির পাদপদ্মে অনুরাগ জন্মে॥ ২১০॥

সন্ত সঙ্গতে হোত হয়
ভক্তি মুক্তিকর মূল।
তাহি সুলভ বারি মানিএ
মিলে যা সাধু অনুকূল॥২১১॥

ভক্তিই মুক্তির কারণ, সাধুসঙ্গ হইতেই সেই ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। প্রথমে সাধুর সহিত সঙ্গ করিলে সাধুর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়, তদনন্তর সাধুর ধর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মে, পরে হরিগুণ শুনিলেই শ্রীহরিতে অনুরাগ জন্মে। এই প্রকার সাধুসঙ্গ নিবন্ধন সাধুর করুণা হইলে অনায়াসেই হরিভক্তি লাভ করিতে পারা যায় ॥ ২১১ ॥

ঈশভক্তিতে হোত হয়
সুলভ জ্ঞান বিজ্ঞান।
ভক্তি মহৎ গুণ ধরত হয়
অনুপম সুখ সুনিদান ॥২১২ ॥

জগদীশ্বরের প্রতি যে ভক্তি, তাহা হইতেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। ভক্তি মহদ্‌গুণ ধারণ করিয়া থাকে। ভক্তি অনুপম সুখের নিদান বলিয়া জানিবে ॥ ২১২ ॥

জাতে বেগি প্রভু দ্রবত হঁয়
সো প্রভু ভক্তিপ্রভাউ।
ভক্তি স্বতন্ত্র করি জানিএ
অবলম্বন নহি কাউ ॥ ২১৩॥

অতি সত্বর ভগবানের দয়া হয়, ঈদৃশ উপায় কেবলমাত্র ভক্তি। ভক্তিতেই ভগবান্ দ্রবীভূত হইয়া থাকেন

ও কৃপা করিয়া থাকেন। ভক্তি স্বতন্ত্র, ভক্তি ভিন্ন আর কিছুতেই মুক্তি লাভ হয় না ॥ ২১৩ ॥

বিরতি ধর্ম্মতে হোত হয়
জ্ঞানযোগতে হোয়।
মোক্ষজ্ঞানতে হোত হয়
বেদ প্রমাণন গোয় ॥ ২১৪ ॥

নিখিল কর্ম্ম জগদীশ্বরে সমর্পণ করিয়া জ্ঞান-যোগ দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলেই সংসারে বিরতি জন্মিয়া থাকে ও জীবতত্ত্ব জ্ঞান জন্মে। সেই সূক্ষ্ম জ্ঞান হইতেই মুক্তি লাভ হয়। ইহার বেদই প্রমাণ। কেবল বাক্যমাত্র নহে।

মায়া ঈশন আপু কহঁ
জানি কহে সেহ জীব।
বন্ধ মোক্ষপ্রদ সর্ব্ব পর
মানা প্রেরক শিব ॥ ২১৫ ॥

যে ব্যক্তি মায়া, ঈশ্বর ও নিজে কে তাহা জানিতে পারে, তাহাকে জীব বলে। মায়া বন্ধন ও মোক্ষদায়ী শ্রেষ্ঠ পুরুষই ঈশ্বর ॥ ২১৫ ॥

গো গোচর জহঁ লগি মন যাই।
সো সব মায়া জানহু ভাই ॥

তেহি কর ভেদ শুনহু তুম সোউ ॥
বিদ্যা অপর অবিদ্যা দোউ ॥
এক দুষ্ট অতিশয় দুঃখরূপা।
সা বশ জীব পরাভব কূপা ॥
এক রচয় জগ গুণ বশ যাকে।
প্রভু প্রেরিত নহি নিজ বল তাকে ॥
জ্ঞানমান জহঁ একো নাহি।
দেখত ব্রহ্মরূপ সব মাহী ॥
কহিয়ে তাতে সো পরম বিরাগী।
তৃণময় সিদ্ধি তিনগুণ ত্যাগী ॥ ২১৬ ॥

শব্দ ও শব্দের বিষয়ীভূত সমস্তকেই মায়া বলে। ঐ মায়ার এইমাত্র ভেদ, যথা—একের নাম বিদ্যা এবং অন্যের নাম অবিদ্যা। অবিদ্যা অতিশয় দুঃখদায়িনী ও দুঃশীলা। প্রাণিগণ ঐ অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া এই জগতে কূপ-পতিতের ন্যায় হইয়া থাকে। অবিদ্যাই এই জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া নিজের বশীভূত করিয়াছে, প্রাণিগণ ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিদ্যার বশতাপন্ন হইলে অভিমান ও বিষয়জ্ঞান দূরীভূত হইয়া বিদ্যা স্ফূর্ত্তি হয় ও সর্ব্বত্রই ব্রহ্মস্বরূপ দেখিয়া থাকে। পরম যোগী পুরুষ সত্ত্ব রজঃ তমোগুণত্রয়কে তৃণের

সদৃশ পরিত্যাগ করে ও কামনাহীন হইয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় পরিদর্শন করিয়া থাকে ॥ ২১৬ ॥

ময় অরু মোয় তোয় তঁয়
মায়া কহিএ তাহি।
মোহ বনা কিহো জীব সব
ভ্রমত চরাচরমাহি ॥ ২১৭ ॥

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে গুরুদেব! মায়া কাহাকে বলে? গুরু কহিলেন, "আমি আমার তুমি তোমার" ইত্যাদিকে মায়া বলে। ঈদৃশী মায়ার বশতাপন্ন হইয়া জীবগণ সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ১১৭ ॥

সচীব বৈদ্য গুরু তিন যো
প্রিয় বোলহিঁ ভয় আশা।
রাজধর্ম্ম তন তিনকর
হোই কোহিঁ নাশ ॥ ২১৮ ॥

যে রাজার মন্ত্রী, বৈদ্য ও গুরু এই তিনজনে ভীত হইয়া রাজনীতি বিরুদ্ধ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকে, তাহার রাজ্য শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কারণ, রাজধর্ম্মের স্বরূপধারী ঐ তিন ব্যক্তিই হইয়া থাকেন ॥ ২১৮ ॥

তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখ
ধরী তুলা এক অঙ্গ।
তুলয়ন্ তাহি সকল মিলি
যো সুখ নব সৎসঙ্গ ॥ ২১৯ ॥

তুলা দণ্ডের এক দিকে যদি স্বর্গ ও অপবর্গ প্রদান করা যায় এবং অন্যদিকে যদি ক্ষণমাত্রের নিমিত্ত যে সৎ-সঙ্গ তাহাকে দিয়া তুলনা করা যায়, তাহা হইলে স্বর্গ ও অপবর্গ-জনিত সুখ হইতে সৎসংসর্গই অধিক সুখকর হইয়া থাকে ॥ ২১৯ ॥

জনপদ হিত করহিঁ যো
ভূপতি কোন সোহায়।
নরপতি হিত করহি যো
নিন্দহি নরগণ তায় ॥
দোনোকে হিত করহিঁ যো,
মন্ত্রীবর গুণখান।
অযশে সচিব ন মিলহি,
জগদুর্ল্লভ করি সো মান্ ॥ ২২০ ॥

যে সচিব প্রকৃতিপুঞ্জের হিতকর কার্য্য করেন, তাদৃশ সচিবকে রাজা নিন্দা করিয়া থাকেন। কেননা, প্রজা

পীড়ন ব্যতীত ধনলাভ কথনই হয় না। নৃপতির প্রিয়-কারী সচিবও প্রজাদিগের বিরাগ-ভাজন হইয়া থাকে। যে মন্ত্রী উভয়ের হিতকর, তাদৃশ মন্ত্রী এই জগতে নিতান্ত দুর্লভ ॥ ২২০ ॥

বিন মাঙ্গে যশ হোত হয়,
দুঃখ জগত নরম্যাহি।
তথা হোত হয় সুখ নরনকো,
আপ দৈববল তাহি ॥ ২২১ ॥

যেরূপ দিনরাত্রি পর্য্যায়ক্রমে আপনিই হইয়া থাকে, কথনই কেহ প্রার্থনা করে না, সেইরূপ দুঃখ কেহ কথনও ইচ্ছা করে না। কিন্তু তথাপি দুঃখ আপনা হইতেই হইয়া থাকে। সুখও তাদৃশ। অতএব অবশ্যই সুখ ও দুঃখের দাতা কোন দেবতা আছেনই মনে করিতে হইবে ॥ ২২১ ॥

জয়সে রবিকর তুল্যতা,
নীচোত্তম জগমাহি।
পেচক সো কর গহত নহী,
বিচরত নিশিত মমাহি।

তয়সে নীচগুণ গহত নহি,
যদ্যপি পাত সমীপ।
যো উত্তম সো লহত হয়
সদ্‌গুণ পায় সমীপ॥ ২২২॥

যেমন রবির কিরণ নীচ উচ্চ সর্ব্বত্রই সমভাবে পতিত হইয়া থাকে আর ঐ কিরণ দ্বারা জীবকুল সুখী হয়, কিন্তু পেচকেরা ঐ কিরণে ক্ষান্ত হইয়া ঘোর অন্ধকারে ক্রীড়া করে, সেইরূপ নীচ ব্যক্তিরা ভেকবৎ নিকটে সদ্‌গুণ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণে সক্ষম হয় না। উচ্চ ব্যক্তিরা ভ্রমরবৎ উত্তম গুণকেই সাদরে গ্রহণ করে॥ ২২২॥

জয়সে জল সরবীচমে রহত,
ভেক অরু ভৃঙ্গ।
ভেক ন পায়ে ভেদ কছু,
ভৃঙ্গ পিওত সারঙ্গ॥
যদ্যপি সাধু অসাধুজন,
রহত একহী ঠাঁই।
সজ্জন গহত সারাংশতম,
নীচ গহত কছু নাহিঁ॥ ২২৩॥

যেরূপ সরোবরাভ্যন্তরে ভেক ও তাহার মধ্যে কমল-কাননে ভ্রমর কমলমধু পান করে, কিন্তু ভেক তাহা পান করে না. সেইরূপ সৎ ও অসৎ ব্যক্তিরা নিরন্তর একত্র অবস্থিতি করিয়াও সাধুরা সারভাগ গ্রহণ করে; কিন্তু অসাধুরা তাহা গ্রহণে সমর্থ হয় না ॥ ২২৩ ॥

জগমুক্তা বনমাঝ মহ
দেখি কোলকে নারি।
শুভ্র কঠিনতম পেখিকে,
দিহু দূরমে ডারি।
তয়সে নীচ গৃহ জায়তে,
সন্ত নিরাদর হোয়।
সন্তনকে গুণ নীচ নরকা,
জানে প্রভু কোয় ॥ ২২৪ ॥

ভদ্র বা সাধুলোক নীচ ব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হইলে সমাদর প্রাপ্ত হয় না, বরং অবজ্ঞা লাভ লইয়া থাকে। যেরূপ কাননাভ্যন্তরে কোন সিংহ কর্ত্তৃক গজমস্তক বিদীর্ণ হইলে ঐ মস্তক হইতে গজমুক্তা বনমধ্যে পতিত দেখিয়া কিরাতনারীরা প্রথমে উহাকে বদরীফল বিবেচনা করত ধাবমান হইয়া একজন হাতে লইয়া দেখে যে, উহা শোণিতাক্ত, শ্বেতবর্ণ ও দৃঢ়, সুতরাং অকর্ম্মণ্য জ্ঞানে

তাহা দূরে ফেলিয়া দেয়, কেন না, হীন জাতি মূল্যবান্ দ্রব্যের সম্মাননা জ্ঞাত নহে, তদ্রূপ সাধু ব্যক্তি নীচের গৃহে সমাগত হইলে, দুর্গতির ও অবমাননার শেষ থাকে না; সুতরাং হীন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হওয়া সাধুর অনুচিত ॥ ২২৪ ॥

মমতা তিমির তরুণ আঁধিআরী।
রাগ দ্বেষ উলূক সুখকারী ॥
তব লগি বসত জীব উরমাহী।
যব লাগি প্রভু প্রতাপ রবি নাহি ॥ ২২৫ ॥

যাবৎকাল মানব-হৃদয়ে হরিভক্তি-যোগ প্রভাবে হরির প্রতাপরূপ ভাস্কর সমুদিত না হয়, ততদিনই মানব-হৃদয়ে মমতারূপ ঘোর অন্ধকার বিদ্যমান থাকে এবং সেই অন্ধকাররূপ নিশায় রাগদ্বেষরূপ পেচক সানন্দে প্রভুত্ব বিস্তার করে ॥ ২২৫ ॥

ঘোর বিপিন মহ দেখি খল,
পুছহি পথিক চকাই।
কাহে বসহু বনমাঝ তুম,
কহহু মোহি সমুঝাই ॥

খল কহে মোরে দেহ কো,
সোথ বাঘ যব খাই।
স্বাদু জানি তব ভঁখহি সব,
জগকে নর সমুদাই॥
সবকে অনহিত করণ হম
বসহিঁ ঘোর বনমাহি।
করি নিজ হানি করহিঁ খল,
পরকে বুরা সদাহি॥২৭৬॥

কোন খল-চূড়ামণিকে নিবিড় বনমধ্যে দণ্ডায়মান দেখিয়া এক পথিক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহাশয়! আপনি একাকী ব্যাঘ্রসঙ্কুল এই নিবিড় বনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন? তখন খল কহিল, "আমি খল-চূড়ামণি, আমি নিরন্তর পরের অহিত চেষ্টাই করি; আমি নিবিড় কাননে এই জন্য দাঁড়াইয়া আছি যে. ব্যাঘ্র দ্বারা আমার দেহ আশু ভক্ষিত হইলে ব্যাঘ্র নরমাংসের আস্বাদ পাইবে; সুতরাং সে লোভে পড়িয়া সকল মনুষ্যকেই ভক্ষণ করিবে।" পথিক ইহা শুনিয়া স্পষ্টই বুঝিল যে, খলেরা নিজের মন্দ করিয়াও পরের মন্দের চেষ্টা পায়॥ ২৭৬॥

যঁহা সুমতি তহঁা জানিয়ে,
সম্পত্তি আপুহি আই।
যঁহা কুমতি তহঁা জানিয়ে;
বিপতি হোত সাদাই ॥ ২২৭ ॥

যে স্থলে যাহার সুমতি আছে, তথায় নানারূপ সম্পদ স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ সুবুদ্ধি ব্যক্তির সম্পদ্ বিনা যত্নে উপস্থিত হয় এবং কুবুদ্ধিগণের পদে পদে বিপদ ঘটে॥ ২২৭ ॥

যাকো মান গুমান হয়,
মানী মানে সোই।
মানহীন জন মানকো কা,
জানে প্রভু কোই ॥
শিবধৃত মস্তক চন্দ্রমা,
গ্রসে রাহু অজ্ঞান।
নীচ নীচতা গহত হয়,
লঘু গুরুতা নহি ভান ॥ ২২৮ ॥

মানী ব্যক্তিই মানীর মান জ্ঞাত আছে; যাহার মান নাই, সে মানীর মান্য কিরূপে জানিবে? কেন না, মহাদেব শিরোপরি চন্দ্রমাকে ধারণ করেন; কিন্তু রাহু

চন্দ্রমাকে গ্রাস করে। কারণ, রাহু হীন অসুর জাতি, নিজ মানহীন, চন্দ্রমার মান্ত সে কিরূপে জানিবে ॥২২৮॥

যাই নিকট পহি চানিতরু,
ছাঁহ শমন সব শোচ।
মাঁগত অভিমত পাত ফল,
রাউরঙ্ক ভল পোচ ॥ ২২৯ ॥

সাধুসকাশে গেলে নৃপতির যেমন আদর ও ফল লাভ হয়, দীনদরিদ্র সমাজে গেলেও তৎসদৃশ আদর ও ফলপ্রাপ্ত হয়। যেরূপ তরুতলে উপস্থিত হইলে বৃক্ষ সকলকেই সমান ছায়া দান করে, শ্রান্তি দূর করায় এবং সকলকেই ফল প্রদান করে, কাহারও প্রতি বৃক্ষের বৈরাগ্য ভাব নাই, সেইরূপ সাধুগণের হৃদয়েও বৈষম্য নাই ॥২২৯॥

গ্রহ গ্রসিত পুনি বাতবশ
তেহি পুনি বীছীমার।
তাহি পিয়াএ বারুণী
কহহু কৌন উপচার ॥ ২৩০ ॥

যে ব্যক্তি গ্রহ কর্তৃক অভিভূত, পাগল ও বৃশ্চিকদংশনে কাতর-হৃদয়, তাহাকে পুনর্ব্বার মদিরা সেবন করাইলে কি ফল? সেইরূপ এই সংসারে মত্ত জীবকুলের সম্বন্ধে পুন-

র্ব্বার রাজ্য, ধন, বিদ্যাদি মদ, মদ্যপান কি অনর্থকর না হয়; অর্থাৎ সকলই অনর্থকর হইয়া থাকে॥ ২৩০॥

কারণতে কারজ কঠিন
বিদিত বিশ্ব ইহ সোরে।
কুলিশ অস্থিতে উপলতে
লোহ করাল কঠোরে॥ ১৩১॥

কার্য্য কারণ অপেক্ষা কঠিন, জগৎ সংসারে ইহা প্রসিদ্ধ আছে। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেরূপ বজ্রের কারণ অস্থি, বজ্র অস্থির কার্য্য, কিন্তু বজ্র অস্থি হইতে অতীব দৃঢ়; আর প্রস্তর লৌহের কারণ, লৌহ প্রস্তরের কার্য্য, কিন্তু প্রস্তর অপেক্ষাও সুকঠিন। তদ্রূপ এই বিশ্ব জগদীশ্বরের কার্য্য এবং ঈশ্বর জগতের কারণ, কিন্তু সেই ঈশ্বর হইতেও এই বিশ্ব-সংসার সুকঠিন, ইহা নিবৃত্তি হওয়া সুদুরূহ॥২৩১॥

রোগীশরীরমে ভাগ বহুবাদী করিকে জান।
বিনু হরিভক্তি যোগজপবাদী কিয়ে নুষ্ঠান॥২৩২

যেমন রুগ্নদেহে নানারূপ দ্রব্যাদি ভোগ কেবল যাতনাকর, তদ্রূপ হরিভক্তি ভিন্ন যোগ জপাদি ফলজনক নহে, কেবল কষ্টকর হইয়া থাকে॥ ২৩২॥

বাদী বসন বিনু ভূষণ
বিদিত সকল সংসার।
বাদী বিরতি বিনু মানিয়ে
নির্গুণ ব্রহ্ম বিচার ॥ ২৩৩ ॥

যেরূপ নানা বিভূষণে দেহ সমলঙ্কৃত হইলেও পরিধেয় বসনাভাবে দিগম্বরের সেই ভূষণ-সমূহ শোভার হেতু না হইয়া অশোভা ও ক্লেশের হেতু হয়, সেইরূপ যাহার বিষয়-বিরক্তি নাই, তাহার নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞান বিচার কেবল মাত্র ক্লেশের হেতু হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে মন অভিনিবিষ্ট হইলে আশ্রমোক্ত ধর্ম্মকর্ম্মে শিথিলতা হয়, কিন্তু বিরাগ না হইলে বিষয়ে বাসনা বলবতী থাকে, সুতরাং স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিলে কেবল মাত্র নিরয়ের ভাগী হইতে হয় ॥ ২৩৩ ॥

ধনী হোয় দাতা নহি
তপ ন করে অতিরঙ্গ।
শিলা বান্ধি পর ডারিয়ে
উদধি বীচ নিঃশঙ্ক ॥ ২৩৪ ॥

যে সকল ব্যক্তি ধনবান্ হইয়া দানশীল নহেন, কৃপণতা পূর্ব্বক ধন রক্ষা করেন, আর যে ব্যক্তি অতীব দীন, সে সংসারসুখে বঞ্চিত হইয়া গৃহে নানা যন্ত্রণা ও উদ্বেগ প্রাপ্ত হইয়াও তপস্যা না করে, এই উভয় ব্যক্তিকেই

নিঃশঙ্কচিত্তে গলদেশে শিলাবন্ধন পূর্ব্বক সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করা উচিত। অর্থাৎ কৃপণ ধনীর ধন ও তপস্যা বিহীন দরিদ্রের জীবন বৃথা ॥ ২৩৪ ॥

ইচ্ছাচারী কুটিল অতি
　　কলহকারিণী যোই।
সো তিয় শোচনীয় অতি
　　পতিবঞ্চক যো হোই ॥ ২৩৫ ॥

যে রমণী স্বামীকে বঞ্চিত করিয়া অপরের সহিত ব্যবহার করে এবং কুটিলচারিণী ও কলহকারিণী হয়, সেই রমণী জনসমাজে শোচনীয়া; কারণ, রমণীজনের আজীবন কদাচ স্বতন্ত্রতা নাই; বালিকা অবস্থায় পিতামাতার অধীনা, যৌবনে পতির বশীভূতা এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনা হয় ॥ ২৩৫ ॥

দ্বিজ অপমানি শূদ্রগণ
　　জ্ঞান গুমানী যোই।
শোচনীয় যো সর্ব্বদা
　　মুখর মান প্রিয় হোই ॥ ২৩৬ ॥

শূদ্র হইয়া দ্বিজাতির অবমাননাকারী, জ্ঞানাভিমানী, মুখর ও মানাভিমানী হইলে সে শূদ্র শোচনীয় ॥ ২৩৬ ॥

নীতিহীন নৃপ শোচিয়ে
প্রজাপাল মতিহীন।
বেদবিহীন দ্বিজ শোচিয়ে
কুমতি কুকারজঁ লীন ॥ ২৩৭ ॥

যে নৃপতি রাজনীতি জানেন না, প্রজা রক্ষণে অক্ষম, কেবল কুবুদ্ধিরত হইয়া অনুচিত কর্ম্ম করেন, এরূপ নৃপতি লোকসমাজে শোচনীয়। আর যে বিপ্র বেদাধ্যায়নহীন হইয়া কুকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কুবুদ্ধিমান্ হন, তিনি সকলের শোচনীয় ॥ ২৩৭ ॥

শোচিয়ে গৃহী যো মোহবশ
করে ধর্ম্মপথ ত্যাগ।
শোচিয় যতী প্রপঞ্চ রত
বিগত বিবেক বিরাগ ॥ ২৩৮ ॥

স্বধর্ম্মাচরণানুসারে সাংসারিক গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করা গৃহীর উচিত; কিন্তু যে গৃহস্থ অজ্ঞানের বশগত হইয়া ধর্ম্মমার্গে জলাঞ্জলি দিয়া গৃহে উন্মত্ত থাকেন, সেই গৃহী শোচনীয়া। কেন না, কর্ত্তব্য কার্য্য স্বধর্ম্মাচরণ না করিয়া গৃহস্থাশ্রমী নানা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আর যে সন্ন্যাসী গৃহস্থাশ্রম বিসর্জ্জন করতঃ পরিব্রাজ ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পরে বিরাগী ও বিবেকশূন্য হইয়া

কেবল সাংসারিক কর্ম্মে অনুরাগী হন, সেই [illegible]াসীও শোচনীয়। কেন না, সেই সন্ন্যাসী অধোগামী হয় এবং সেই সন্ন্যাসীর ঐহিক সুখ পূর্ব্বাশ্রম যে গৃহাশ্রম, তাহা [illegible] না, কারণ, ভ্রষ্ট বলিয়া তাহাকে গৃহাশ্রমের কুটুম্ব আত্মীয়গণ কেহই গ্রহণ করে না এবং লোকেরা ঘৃণা করে আর পারলৌকিক সুখেও বঞ্চিত হয় ও ভ্রষ্টাচার নিবন্ধন নিরয়যন্ত্রণা ভোগ করে ॥ ২৩৮ ॥

মেরা মুজকো কুচ্ছ নহি,
যো কুচ্ছ হৈ সো তোর।
তেরা তুজকো সোঁপতা,
ক্যা লাগে হৈ মোর ॥ ২৩৯ ॥

হে জগদীশ্বর! আমার কিছুই নাই, যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই তোমার। তোমার দ্রব্য তোমাকে দিব, ইহাতে আর কষ্ট কি ॥ ২৩৯ ॥

সাহিব তুগ ন বিসারিয়ে
লাখ লোগ মিলি জাহিঁ।
হমসে তুমকো বহু হৈ
তুমসে হমকো নাহিঁ ॥ ২৪০ ॥

হে জগৎপতে! তুমি আমাকে ভুলিও না। কেননা, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তোমাকে স্মরণ করিতেছে। আমা

অপেক্ষা আমার অনেক লোক আছে, কিন্তু তুমি ব্যতি-রেকে আমার আর কেহ নাই ॥ ২৪০ ॥

প্রকৃতি মিলে মন মিলত হৈ,
অনমিল তে ন মিলায়।
দুধ দহীতে জমত হৈ,
কাঁজীতে ফট্ যায় ॥ ২৪১ ॥

যেরূপ দধিতে দুগ্ধ ফেলিয়া দিলে দুগ্ধ দধি সহ মিলিত হয়, কিন্তু কাঁজিমধ্যে দুগ্ধ ফেলিলে ছানা হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি সমান হইলেই পরস্পর মনের মিলন হয় ॥ ২৪১ ॥

উত্তম বিদ্যা লিজিয়ে,
যদ্যপি নীচ পৈ হোয়।
পর্যো অপায়ন ঠৌর মেঁং,
কংচন তজত ন কোয় ॥ ২৪২ ॥

নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উত্তম শিক্ষা গ্রহণ করিবে; কেননা, স্বর্ণ অপবিত্র স্থলে থাকিলেও তাহা পরিত্যাজ্য নহে ॥ ২৪২ ॥

সজ্জন কোঁ দুখহ দিয়ে,
দুরজন পূরে আশ।
জৈসে চন্দন কোঁ ঘিসে,
সুন্দর দেত সুবাস ॥ ২৪৩ ॥

যেরূপ লোকে চন্দন ঘর্ষণ ও তাহার সৌর[illegible] গ্রহণ করিয়া সুখী হয়, তদ্রূপ দুর্ব্বল ব্যক্তিরাও সাধুগণকে ক[illegible] দিয়া আপনাদের আশা পূর্ণ করতঃ আনন্দভোগ করে ॥২[illegible]

খুদ্‌নতো ধরতী সহেঁ,
কাঠ সহে বনরায়।
কুবচন তো সাধু সহে,
ঔ তৈ সহ্যো ন যায় ॥ ২৪৪ ॥

বসুমতী খনন, বনরাজী ছেদন ও সাধুজনই কুবাক্য সহ্য করেন. তদ্ব্যতিরেকে অন্য কেহ সহ্য করিতে পারে না ॥২৪৪॥

ঐসী বাণী বোলিয়ে,
মনকা আপা খোয়।
ঔরন্ কো শীতল করে,
আপৌ শীতল হোয় ॥ ২৪৫ ॥

যেরূপ বাক্য দ্বারা কি স্বকীয় কি পরকীয় সকলের হৃদয়ই সুশীতল হয়, চিত্তমালিন্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাদৃশ বাক্য উচ্চারণ করাই কর্ত্তব্য॥ ২৪৫ ॥

যো তুকুঁ কাঁটা বুয়ে,
তাকি বোই তু ফুল।
তো কোঁ ফুলকে ফুল হৈ,
তাকোঁ হৈ তিরশূল ॥ ২৪৬ ॥

তোমার সম্বন্ধে যে ব্যক্তি কণ্টক বপন করে, তুমি তাহার সম্বন্ধে পুষ্প বপন করিও। কেন না, তোমার সেই পুষ্প তোমার সম্বন্ধে পুষ্পই থাকিবে এবং কণ্টক-বপনকারীর সম্বন্ধে তাহা ত্রিশূল স্বরূপ হইবে॥ ২৪৬॥

সাঁচ বরোবর তপ নহা হৈ,
ঝুট বরোবর পাপ।
জাকে হিরদৈ সাঁচ হৈ,
তাকে হিরদৈ আপ॥ ২৪৭॥

সত্যের সদৃশ তপ ও মিথ্যার সদৃশ পাপ নাই। যে ব্যক্তির হৃদয়ে সত্য বিদ্যমান, তাহার হৃদয়েই ঈশ্বর বিরাজিত॥ ২৪৭॥

জহুঁ দয়া তহুঁ ধর্ম্ম হৈ,
লোভ জহাঁ হৈ পাপ।
জহাঁ ক্রোধ তহাঁ কাল হৈ,
জহাঁ ছিমা তহাঁ আপ॥ ২৪৮॥

যে স্থানে দয়া, সেই স্থানেই ধর্ম্ম, যেখানে লোভ, সেই থানেই পাপ, যে স্থানে ক্রোধ সেই স্থানেই নাশ, আর যে স্থানে ক্ষমা, সেই স্থানেই ঈশ্বর বিরাজিত॥২৪৮॥

চাহ ঘটী চিন্তা গই,
মনুয়াঁ বে পরয়াই।
জিন্‌কো কছু ন চাহিয়ে,
সো সাহন্‌পতি সাই ॥ ২৪৯ ॥

ইচ্ছার অধীন হইয়া মানবেরা পরাধীন ভাবে কালযাপন করেন; কিন্তু এই পৃথিবীর মধ্যে যাঁহাদের কোন বিষয়েই আকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রধান ॥ ২৪৯ ॥

গুরুবিচারা ক্যা করে,
যো হিরদা ভয়া কঠোর।
নৌ নেজে পানী চড়ে,
তউ ন ভেজে কোর ॥ ২৫০ ॥

যেমন নয়টা বংশদণ্ডের উচ্চতার সমান জলে উঠিলেও পুকুরের তীর সিক্ত হয় না, তদ্রূপ যাঁহাদের হৃদয় প্রকৃতই পাষাণময়, গুরুর হাজার হাজার উপদেশ বাক্যেও তাঁহাদের জ্ঞান লাভ হয় না ॥ ২৫০ ॥

জিন্ খোজা তিন পাইয়াঁ,
গহরে পানী পৈঠ।
হৌঁবেরী ঢুঁড়ন গই,
রহো কিনারে বৈঠ ॥ ২৫১ ॥

গভীর জলাশয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে ব্যক্তি অনু-সন্ধানে তৎপর হয়েন, তিনিই প্রাপ্ত হয়েন। আমি অজ্ঞান, অনুসন্ধান করিতে গিয়া কূল-সমীপে বসিয়া রহি-লাম, সুতরাং তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হইব? অর্থাৎ যে ব্যক্তি কায়মনে পরমেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হন, তিনিই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন। আমার বিবেচনা-শক্তি কম, ঈশ্বরকে আরাধনা করিতে গিয়া যখন কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা তাহার উপাসনা করিতে পারিলাম না, তখন তাঁহাকে কিরূপে প্রাপ্ত হইব? ॥ ২৫১ ॥

দুখ সুখ এক সমানা হৈ,
হরখ শোক নহি ব্যাপ।
পর উপকার নিহকামতা,
উপজে ছোই ন তাপ ॥ ২৫২ ॥

দুঃখ এবং সুখ একই পদার্থ। শোক সকল সময় থাকে না। ইহ সংসারে যত রকমের কার্য্যাদি আছে, তাহার মধ্যে পরের উপকার হইতে কখনও দুঃখ উপস্থিত করে না ॥ ২৫২ ॥

সাঁচে সাপ ন লাগই,
সাঁচে কাল ন খাই।
সাঁচে কো সাঁচা মিলে,
সাঁচে মাহিঁ সমাই ॥ ২৫৩ ॥

সত্যে অভিশাপ লাগে না, সত্য সময়ে ভ…য় না, সত্য বিনিময়ে সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং সত্য দ্বারা সত্য বিলীন হয়॥ ২৫৩॥

কলিকা ব্রাহ্মণ মস্‌করা,
তাহি ন দীজে দান।
কুটবঁ সহিত নরকে চলা,
সাথ লিয়ে জিজমান॥ ২৫৪॥

কলিযুগের ব্রাহ্মণ সকল অতিশয় পাপী, সুতরাং এ সমস্ত ব্রাহ্মণকে দান করিও না। যিনি এই সমস্ত ব্রাহ্মণকে দান করেন, তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে লইয়া নরকগামী হন॥ ২৫৪॥

কাল করে সো আজ্ কর,
আজ্ করে সো অব্।
পলমেঁ পরলে হোয় গো,
বহুরি করে গো কব্॥ ২২৫॥

যে সমস্ত কাজ আগামী কল্য করিবার, তাহা আজ এবং যাহা আজ করিবার, তাহা এখনই সম্পন্ন কর। কেন না, সংসারে কটাক্ষমাত্রেই বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে; সুতরাং শুভানুষ্ঠান কবে সম্পাদন করিবে?॥ ২৫৫॥

স্ত্রী স্বভাব সত্য করি কহহী
অবগুণ আট সদাউ রহই।
সাহস অনীত চপলতা মায়া ভয়,
অবিবেক অশোচ অদাই ॥২৫৬॥

স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে গ্রন্থকারগণ ইহাই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ঠিক করিয়াছেন যে, আটটি অপগুণ স্ত্রীলোকের হৃদয়ে সর্ব্বদাই বিরাজিত আছে। সাহস, অনীতি, চাপল্য, স্নেহ, ভয়, অবিবেকিতা, অশুচি এবং নিষ্ঠুরতা ॥ ২৫৬ ॥

ফুলে ফলেন বেঁত যদ্যপি,
সুধা বর্ষহিঁ জলদ।
মূরখ হৃদয় নচেত যো,
গুরুমিলহি বিরিঞ্চি সম ॥ ২৫৭ ॥

যদি মেঘ সমূহ সুধাবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া থাকেন, তবে কি বেতগাছের ফল কি ফুল হয় না? সেইরূপ ব্রহ্মার সদৃশ গুরুর উপদেশ বাক্য প্রাপ্ত হইলেও অজ্ঞান ব্যক্তির মনে জ্ঞানের উদয় হয় না ॥ ২৫৭ ॥

কাটেপে বদরীফলে কোটি
যতন কোউ শীচ।
বিনয় ন মানে নীচ কভু
ভয় বিনু নয়ে ন নীচ ॥ ২৫৮ ॥

যে লোক অজ্ঞান এবং কুচরিত্রবিশিষ্ট হয়, সে ব্যক্তি দ্বারা কোনরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিলে তা কোন ক্রমেই নিষ্পন্ন হয় না অর্থাৎ অনুনয় করিলেও নীচ-প্রকৃতি লোকের দমন হয় না। কিন্তু যদি সেই নীচ লোককে ভয় দেখান যায়, তাহা হইলে সে ভয়প্রাপ্ত হইয়া নম্র হইয়া থাকে। তাহার উদাহরণ এই যে, কুল ফল প্রাপ্ত হইবার আশায় যদি কেহ কুল বৃক্ষকে অতিশয় যত্নে সেচন করে এবং তাহার শাখাদি কর্ত্তন না করে, তাহা হইলেই ঐ কুলবৃক্ষ কখনই উত্তম ফলশালী হয় না, অর্থাৎ সে বৃক্ষ হইতে আর ফল লাভের আশা থাকে না। কিন্তু তাহার শাখাদি কর্ত্তন করিলেই উত্তম ফল এবং নূতন শাখায় আবৃত হয় ॥ ২৫৮ ॥

বিনা সাধন হরি দেত হঁয়,
পুরুষারথ সো চারি।
যো শরণাগত হোত হয়,
হরিপদ নেহকরারি ॥ ২৫৯ ॥

শ্রীহরির পদকমলে যে ব্যক্তির একাগ্রতার সহিত সস্নেহ ভক্তি ও মতি থাকে, সেই ভগবদ্ভক্তকে বিনা আরাধনাতেও ভগবান্ পুরুষার্থচতুষ্টয় দিয়া থাকেন অর্থাৎ ভগবান্ একাগ্র ভক্তকে পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের সাধন বিষয়েতে

শ্রম করিতে হয় না। বিনা আরাধনাশ্রমেই ভগবানের অনুকম্পায় তাঁহাদের ঐ সমস্ত সাধন হইয়া থাকে॥ ২৫৯॥

ধর্ম্ম অর্থ অরু কাম মোক্ষ
পুরুষারথ চারি কহি।
যো চাহে পদ নির্ব্বাণ সাধন,
যাকো বহুত হয়।
যো জন হরিপদ ভজত হয়,
ছাড়ি সকল জঞ্জাল।
সো সাধন নহি চাহিয়ে,
প্রভু হয় পরম দয়াল॥ ২৬০॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই যে চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার সম্পাদন বহু প্রকার এবং তাহাও অনেক শ্রমসাধ্য, সুতরাং যে কেহ শ্রীহরির চরণকমল মাত্র ভজনা করেন, সংসারস্থিত সমস্ত কার্য্য অপরিষ্কার বোধে ত্যাগ করেন এবং শুদ্ধ ঈশ্বরেতেই মন অভিনিবেশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সে সমস্ত সাধন অনুষ্ঠান করিতে হয় না। কেন না, ঈশ্বর অতিশয় দয়াশীল॥ ২৬০॥

বিনু গুরু হোই কি জ্ঞান,
জ্ঞান কি হোই বিরাগ বিনু।
গাওহিঁ বেদ পুরাণ সুখ কি,
লইহিঁ হরিভক্তি বিনু ॥ ২৬১ ॥

বিরাগ, জ্ঞান এবং দয়া ভিন্ন অত্যুত্তম সুখ লাভ হয় না। ইহাই তুলসী দাস গোস্বামী উল্লেখ করিয়াছেন। সাংসারিক কার্য্যে ও আত্মীয় কুটুম্ব, স্ত্রী, পুত্রাদিতে আর পরলোক-সম্বন্ধীয় স্বর্গাদিসুখে বৈরাগ্য না হইলে এবং গুরুর দয়া না হইলে জ্ঞানলাভ হয় না অর্থাৎ প্রথমে নিজে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে বৈরাগ্যের উদয় হয়; বিরাগভাব হইলেই ঐহিক পারলৌকিক সমস্ত কার্য্যে ইচ্ছা-শূন্য হইয়া সংসার উদ্ধার আশায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, অর্থাৎ যাহাদের টাক পড়া মস্তক, তাহারা ভয়ানক রৌদ্রের তাপে তাপিত হইয়া যেমন শীতল জলের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়, সেইরূপ সংসার-সন্তাপে সন্তাপিত লোক এই দুস্তর ভব-সংসারের উদ্ধার আশায় গুরুর নিকটে প্রপন্ন হন এবং ঐ প্রপন্ন শিষ্যকে গুরু জ্ঞান উপদেশ দিলে জ্ঞানের উদয় হয়, সুখে সংসার উত্তীর্ণ হয় এবং হরিতে ভক্তি অচলা থাকে। হরিভক্তি হইলে আর কোন সাধনের আবশ্যক নাই এবং অক্লেশে পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে। গুরু ছাড়া জ্ঞানলাভ হয় না এবং ঐ সমস্ত জ্ঞান বিরাগ

ভিন্ন স[illegible]াদন হয় না। বেদ পুরাণও ইহার গান করেন যে, হরিভক্তি ভিন্ন সুখ কিসে লাভ হইয়া থাকে? ২৬১ ॥

কবহুঁ দিবসমহ্ নিবিড়তম,
কবহুঁক প্রগট পতঙ্গ।
উপজে বিনশে জ্ঞান জিমি,
পাই সুসঙ্গ কুসঙ্গ ॥ ২৬২ ॥

বর্ষাকালে যেমন সময়ে সময়ে অতিশয় মেঘ হইয়া নিবিড় অন্ধকার হয়, এবং সময়ে সময়ে মেঘ-সমূহ বিগত হইয়া সূর্য্যের প্রকাশ পায়, সেইরূপ সাধুলোকের সঙ্গ হইলে জ্ঞানের উদয় হয় এবং অসাধু লোকের সঙ্গে জ্ঞান-ভ্রষ্ট হইতে হয় ॥ ২৬২ ॥

কবহুঁ প্রবল চল মারুত
যহঁ তহঁ মেঘবিনাহী।
জিমিক পূত কুল উপজে
সম্পতি ধর্ম্ম নাশহী ॥ ২৬৩ ॥

বর্ষাকালে প্রবল বায়ুর গতিতে মেঘসমূহ যেরূপ লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বংশের মধ্যে কুলাঙ্গার পুত্র জন্ম-গ্রহণ করিলে চিরকালের উপার্জ্জিত টাকা কড়ি এবং বংশের নিজ ধর্ম্মকেও ঐ কুপুত্র নষ্ট করে অর্থাৎ কুলাঙ্গার পুত্র দ্বারা বংশ ধর্ম্ম এবং টাকা কড়ি সমস্ত নষ্ট হয় ॥২৬৩॥

বিবিধ জন্তু সঙ্কুল মহী
ভ্রাজত হয় সমুদাই।
বাঢ়ত প্রজা যশ নগর মে
ধর্ম্মরাজকো পাই ॥ ২৬৪ ॥

যেরূপ বর্ষাকালে ধরাতলে নানারূপ জীব অর্থাৎ ভেক, মীন, সর্প, পশু, পক্ষী এবং বৃক্ষলতাদি সমুৎপন্ন হইয়া ধরাধাম পরিব্যাপ্ত করে, সেইরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সুনৃপতির রাজ্যে প্রজাগণ বৃদ্ধি পায়॥ ২৬৪ ॥

উষর ভূমিমহ দেবগণ
যদ্যপি বর্ষহিঁ যাম।
উপজ্জত নহি কামাদি
যশসন্তনকে মন ॥
সাধন বলতে বিগত হোয়,
জাতবাসনা সদাহি।
তৃণ নহিয়মত সো ভূমিপর,
যদ্যপি কৃষক সুজন ॥ ২৬৫ ॥

যেমন বর্ষা-সময়ে উষর জমিতে অতিশয় বৃষ্টি হয় এবং চতুর কৃষকগণ উত্তমরূপে জমিচাষাদি করিয়া বীজ বপন করিলেও সে বীজের অঙ্কুর উদগম হয় না ও উর্ব্বর জমি শস্য জন্মান দূরে থাকুক তৃণ পর্য্যন্তও জন্মে না, সেইরূপ

সাধু ব্যক্তির অন্তঃকরণে কামাদি জন্মে না, সাধনীয় বস্তু দ্বারা সাধুদিগের মন হইতে ইচ্ছাদি প্রবৃত্তি দূরীভূত হয় আর কামাদির সংস্কার নিবৃত্তি হওয়ায় পুনর্ব্বার কামাদি বলবৎ হইতে পারে না ॥ ২৬৫ ॥

কৃষীনিরাওহিঁ ধান্য তৃণ
গো হয় চতুর কৃষাণ।
যিমি বুধ জ্ঞানবন্তনহ
তজহিঁ মোহমদ মান ॥ ২৬৬ ॥

যেরূপ বর্ষাকালে চতুর কৃষক ধান্য রোপণান্তে ধান্যক্ষেত্রে ঘাস প্রভৃতি তৃণ উৎপন্ন হইলে তাহা উৎপাটন করে; সুতরাং ক্ষেত্রে আর তৃণাদি দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিরা শরীররূপ ক্ষেত্র হইতে মোহ, মদ, অভিমান প্রভৃতিকে উৎপাটিত করিয়া থাকেন ॥ ২৬৬ ॥

মহাবৃষ্টি চলি ফুটি কেয়ারি।
জিমি স্বতন্ত্র হোয় বিগরহিঁ নারী ॥ ২৬৭ ॥

যেরূপ বর্ষাঋতুতে অত্যন্ত জলবর্ষণ দ্বারা ক্ষেত্রে কেয়ারীর আলি সমূহ ভগ্ন হইয়া সলিলরাশি যথেচ্ছ প্রবাহিত হয়, সেইরূপ নারীজাতি স্বাধীনা হইলে নিজ গৃহ ও কুল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যথেচ্ছ স্থলে প্রস্থান করে ॥ ২৬৭ ॥

অর্কজবাস পাত বিনু ভয়েউ।
জিমি সুরাজ্য খল উদ্যম গয়েউ॥
খোজতপন্থ মিলে নহি ধূরি।
করে ক্রোধ জিমি ধর্ম্মহি দূরি॥ ২৬৮॥

যেরূপ বর্ষাঋতুতে আকন্দবৃক্ষ ও যবাশ নামক তরু পত্রশূন্য হয়, সেইরূপ উত্তম নৃপতির রাজ্যে খল ও তস্করাদি কুচরিত্র ব্যক্তির উদ্যম থাকে না। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকেই তাহারা যাতনা প্রদানে সক্ষম হয় না। আর বর্ষাঋতুতে পথসমূহে যেরূপ ধূলি দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ক্রুদ্ধ ব্যক্তির হৃদয়েও ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে না; অর্থাৎ ক্রোধের উদয় হইলেই ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়॥ ২৬৮॥

হরিত ভূমিতৃণসঙ্কুল
সমুঝপরে নহি পন্থ।
জিমি পাষণ্ড বিবাদতে
লুপ্ত ভয়ে সদ্‌গ্রন্থ॥ ২৬৯॥

যেরূপ বর্ষাঋতুতে নবতৃণাদি দ্বারা পথ সমস্ত পরিপূর্ণ হওয়ায় সমস্ত পথ অদৃশ্যপ্রায় হয়, সেইরূপ পাষণ্ডদিগের বিবাদ দ্বারা পুরাতন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ২৬৯॥

বূ্ঁদ অঘাত সহত গিরি কয়সে।
খলকে বচন সন্ত সহে জয়সে॥
ক্ষুদ্র নদী ভরি চলি উতরাই।
জয়সে থোরে ধন খল বওরাই॥ ২৭০॥

বর্ষাঋতুতে পর্ব্বতে অধিক পরিমাণে জলবর্ষণ হইলে পর্ব্বতেরা যেরূপ সেই বর্ষণ সহ্য করে, সেইরূপ সাধুরাও খলব্যক্তির কুবাক্য সহ্য করিয়া থাকে। যেমন বর্ষাঋতুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পরিপূর্ণ হইয়া বেগে প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ অল্পমাত্র ধন হইলেই খল ব্যক্তির অহঙ্কার ও মত্ততা জন্মে ॥ ২৭০॥

দামিনী দমকি রহে ঘনমাহী।
খলকি প্রীতি যথা থীর নাহি॥
বরখহিঁ জলদ ভূমি নিয়রায়ে।
যথা লওহি বুধ বিদ্যা পায়ে॥ ২৭১॥

বর্ষাঋতুতে জলদমণ্ডলে তড়িল্লতা ক্ষণে ক্ষণে সমুদিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে ঐ জলদমণ্ডলে লয় প্রাপ্ত হয়, কখন স্থির থাকে না, তদ্রূপ খলের সঙ্গে প্রণয় দঢ়তর থাকে না। আর জলদজাল বর্ষাতে ভূমি হইতে অতি সন্নিহিত হইয়া বর্ষণ করে, সুতরাং যেরূপ পণ্ডিতেরা বিদ্যালাভ করিয়া নম্রভাব প্রাপ্ত হন, সেইরূপ মেঘের নম্রভাব অনুমিত হয়॥ ২৭১॥

রাকা রজনী ভক্তি তব
রাম নাম সোই সোম।
অপর নাম উড়ুগণ বিমল
বসহুঁ ভক্ত উরু ব্যোম ॥ ২৭২ ॥

কবিবর তুলসীদাস রূপকরূপে পূর্ণিমার নিশাচ্ছলে রামনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন।—নারদ বলিয়া গিয়াছেন, পৌর্ণমাসীর নিশাই ভগবানের ভক্তি, উহাতে যে রামনাম, তাহাই পূর্ণ শশধর, আর অপর রামের নাম-সমূহ তারাগণ এবং ভক্তকুলের হৃদয়ই আকাশ। এই প্রকারে পূর্ণিমার নিশাতে বিমল পূর্ণ শশধরের উদয়রূপ ভগবানের নাম ভক্তজনের হৃদয়ে উদিত হয় ॥ ২৭২ ॥

তাত তিন অতি প্রবল খল
কাম ক্রোধ অরু লোভ।
মুনি বিজ্ঞানধাম মন করহিঁ
নিমিষিমহ ক্ষোভ ॥
লোভকে ইচ্ছা দম্ভ বল,
কামকে কেবল নারী।
ক্রোধকে সরুখবচন বল
মুনিবর কহহিঁবিচারি ॥ ২৭৩ ॥

কাম ক্রোধ ও লোভ ইহারা মহাবল খলস্বরূপ; কেন না, জ্ঞানবান্ মুনিগণের হৃদয়েও নিমেষমাত্রের জন্য ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া থাকে। ইচ্ছা ও দাম্ভিকতাই লোভের বল। লোভ থাকলেই নানাবিষয়ে মানবের ইচ্ছা বলবতী হয় এবং সেই ইচ্ছা পূরণার্থ দাম্ভিকতা প্রকাশ করে। বিষয়ভোগ, বাসনা ও নারীই কামের বল। ক্রোধের বল দুর্ব্বাক্য; কেননা. ক্রোধ হইতেই দুর্ব্বাক্যের উদ্ভব হয় ॥ ২৭৩ ॥

বচন কর্ম্ম মন মোর গতি
ভজন করে নিষ্কাম।
তিনকে হৃদয় কমলমহঁ
করোঁ সদা বিশ্রাম ॥ ২৭৪

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে ভ্রাতঃ! যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে আমার প্রতিই ঐকান্তিকী প্রীতি প্রদর্শন করে, আমি ব্যতীত যাহার উপায়ান্তর নাই এবং নিষ্কামভাবে আমাকেই ভজনা করে, আমি সেই মহাত্মার অন্তরেই নিরন্তর বিশ্রাম করিয়া থাকি ॥ ২৭৪ ॥

মনক্রম বচন নেম কার,
ভজন করত অতি প্রীতি।
তবে বাঢ়ত হরিভক্তি দৃঢ়,
উপজত প্রেম পুনীত ॥

পুলক দেহ তব হোত হয়
হরিগুণ গাওত গান।
গদগদগিরা তব হোত হয়
বহত নীরনিদান॥
তব হরিভক্ত সো জানিয়ে
হোত্ত্ব কৃতারথ নেম।
এহি বিধি যাকো হোত হয়
উর অন্তর দৃঢ় প্রেম॥ ২৭৫॥

নিয়মবান্ হইয়া কায়মনোবাক্যে দৃঢ়রূপে প্রেমঃ [illegible] হরির ভজনা করিতে হয়। ঐ প্রকার আরাধনা [illegible] করিতে হরিভক্তির দার্ঢ্য জন্মিয়া ক্রমে অতি বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। প্রেমভক্তির সঞ্চার হইলেই দেহে পুলক ও রোমাঞ্চ হইয়া গদ্গদস্বরে হরিগুণ গান করতঃ নেত্রদ্বয়ে ধারা প্রবাহিত হয় ও তদ্গতপ্রাণ হইয়া উঠে। এই প্রকার প্রেমভক্তি জন্মিলেই সেই মহাত্মা প্রকৃত হরিভক্ত বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকেন জগতে তিনিই কৃতার্থ॥২৭৫॥

সবৈ সহায়ক সবলকে
কোহি ন নিবল সহায়।
পবন জগায়ত আগ কোঁ
দীপহিঁ দেত বুঝায়॥ ২৭৬॥

সমীরণ যেরূপ প্রবল বহ্নিকে প্রদীপিত ও প্রদীপকে নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়, তদ্রূপ এই সংসারে সকলেই বলবানের সহায় হইয়া থাকে; কিন্তু কেহই দুর্ব্বলের সহায়তা করে না॥ ২৭৬॥

ডরে ন কাহু দুষ্ট সোঁ
জাহি প্রেমকাকী বন।
ভোঁর ন ছাঁড়ে কেতকী
তীখে কণ্টক জান॥ ২৭৭॥

যে ব্যক্তির দেহে প্রেমবাণ প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে আর কণ্টকও দর্শন করিয়া ভীত হয় না। কেতকীপুষ্পে তীক্ষ্ণ কণ্টক বিদ্যমান, কিন্তু ভ্রমরগণ তাহা জানিয়াও কি উহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে? ॥ ২৭৭॥

পণ্ডিত জনকো শ্রম মরম
জানত জে মতি ধীর।
কবুহুঁ বাঁ ক ন জানহী
তন প্রসূত কী পীর॥ ২৭৮॥

পণ্ডিতের পরিশ্রমের মর্ম্ম যেরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাদৃশ অন্য কেহই পারে না। কেননা, বন্ধ্যানারী কি প্রসব-বেদনা অনুভব করিতে সমর্থ হয়? ॥ ২৭৮॥

সহজ রসীলে হোয় সে
করৈ অহিত পর হেত।
জৈসে পীড়িত কী জিয়ে
ইখ তউ রস দেত॥ ২৭৯॥

সাধু ব্যক্তির অনিষ্ট করিলেও তিনি হিতসাধনে বিমুখ হন না। ইক্ষুকে পীড়ন করিলে কি রসদানে বিমুখ হইয়া থাকে?॥ ২৭৯॥

সুধরী বিগরৈ বেগহি
বিগরী ফির সুধরে ন।
দুধ ফটৈ কাঁজী পরৈ
সো ফির দুধ বনৈ ন॥ ২৮০॥

দুগ্ধমধ্যে কাঁজি নিপতিত হইলে যেরূপ উহা পুনরায় দুগ্ধ হয় না, তদ্রূপ সৎলোক বা উত্তম দ্রব্য একবার মন্দ হইলে আর তাহা পুনরায় উত্তম হইবার সম্ভব নাই॥২৮০॥

কোঁ কীজৈ ঐসো যতন
জাতেঁ কাজ ন হোয়।
পরবত পৈ খোদৈ কুআ
কৈসে নিকসৈ তোয়॥ ২৮১॥

যত্ন করিলে সিদ্ধ না হয়, জগতে এরূপ কোন্ কাজ আছে? নিরন্তর খনন করিতে করিতে গিরি হইতেও জল নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ২৮১ ॥

কারজ ধীরে হোতু হৈ
কাহে হোত অধীর।
সময় পায় তরবর ফরৈ
কেতক সীঁচো নীর ॥ ২৮২ ॥

বৃক্ষে ভূরি পরিমাণে বারি সেচন করিলে যেরূপ যাবৎ তাহার উপযুক্ত কাল উপস্থিত না হয়, তাবৎ কদাচ উহার ফলোৎপাদন হয় না, তদ্রূপ অধীর হইয়া কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম কদাচ সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় না, কিন্তু ধীরভাবে করিলে কালে সুফল ফলিয়া থাকে ॥ ২৮২ ॥

দোখহিঁ কোঁ উমহৈ গহৈ
গুণ ন গহৈ খললোক।
পিয়ৈ রুধির পয় না পিয়ৈ
লগী পয়োধর জোক ॥ ২৮৩ ॥

স্তনোপরি জলৌকা বসাইলে যেরূপ সেই জলৌকা ঐ স্তনদুগ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল শোণিত পান করে, তদ্রূপ মন্দ ব্যক্তিরাও গুণী ব্যক্তির গুণের অংশ ত্যাগ করতঃ কেবল দোষের ভাগই গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ২৮৩ ॥

সাঁচ ঝূট নিরনয় করৈ
নীতি নিপুণ জো হোয়।
রাজহংস বিন কো করৈ
স্থীর-নীর কোঁ দোয় ॥ ২৮৪ ॥

নীতিবিশারদ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহই সত্য মিথ্যা নিরূপণে সমর্থ নহে। জল-মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জল পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে রাজহংস ব্যতীত অন্য কে সমর্থ হইয়া থাকে ? ২৮৪ ॥

নিপট অবুধ সমুঝৈ কহা
পুনজন বচনবিলাশ।
কবহুঁ ভেক ন জানহীঁ
অমল কমল কী বাস ॥ ২৮৫ ॥

যেরূপ ভেকেরা নির্ম্মল কমলের মর্ম্ম কিছুই বোধগম্য করিতে সমর্থ নহে, তদ্রূপ মূর্খগণ পণ্ডিতের গুণ বুঝিতে সক্ষম হয় না ॥ ২৮৫ ॥

মূঢ় তহাঁহী মানিয়ে
জহাঁ ন পণ্ডিত হোয়।
দীপক কী রবিকে উদৈ-
বাত ন বুঝে কোয় ॥ ২৮৬ ॥

যেরূপ ভাস্করের অনুদয়ে প্রদীপ শোভা পায়, তদ্রূপ পণ্ডিতের অভাবে মূঢ় ব্যক্তি শোভিত হয়॥ ২৮৬॥

মূরখ গুণ সমুঝে নহীঁ
তৌ ন গুণী মেঁ চুক।
কহা ভয়ৌ দিনকো বিভৌ
দেখী জো ন উলূক॥ ২৮৭॥

গুণীর গুণ মূর্খের বোধগম্য হয় না, কিন্তু তাহাতে গুণীনের কোন ক্ষতিই নাই। দিবাকরের আলোকে পেচকেরা দেখিতে পায় না বলিয়া সেই আলোকের কি কোন দোষ হইতে পারে? ২৮৭॥

অরিকে করমেঁ দী জিয়ৈ
অওসর কৌ অধিকার॥
জোঁ জোঁ দ্রব্য লুটায়হৈ
তোঁ তোঁ যশ বিস্তার॥ ২৮৮॥

সময়ে শত্রুর করেও দ্রব্যাদির কর্ত্তৃত্ব দিবে; কেননা, শত্রু যে পরিমাণে ঐ সকল দ্রব্য দান করিবে, তোমার কীর্ত্তিও সেই পরিমাণে বিস্তীর্ণ হইবে॥ ২৮৮॥

জানবুঝ অজ্ঞুগত করৈ
তাসোঁ কহা বসায়।
জগত হী সোবত রহৈ
তোকোঁ কহা জগায় ॥ ২৮৯ ॥

যে ব্যক্তি বুঝিয়াও না বুঝে, তাহাকে কে বুঝাইতে পারে? জাগরিত হইয়া যে শয়ন করিয়া থাকে, তাহাকে কে জাগরিত করিতে সমর্থ হয়? ২৮৯ ॥

জাহি মিলে সুখ হোতু হৈ
তিহিঁ বিছুরে দুঃখ হোয়।
সুর উঁদৈ ফুলৈ কমল
তা কিন সকুচৈ সোয় ॥ ২৯০ ॥

যাহার মিলনে মহাসুখের উৎপত্তি হয়, তাহারই বিরহে আবার মহা দুঃখ ঘটে। ভাস্করদেব উদিত হইবামাত্রই পদ্ম বিকসিত হয়, কিন্তু তিনি অস্তগমন করিলে আবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে ॥ ২৯০ ॥

কারজ তাহী কো সরৈ
করৈ যো সময় বিচার।
কবহুঁ ন হারে খেল
জো খেলৈ দার বিচার ॥ ২৯১ ॥

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই সেই কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হয়। যিনি সম্যক্‌রূপ বিবেচনা সহকারে ক্রীড়া আরম্ভ করেন, তিনি কদাচ পরাভূত হন না॥ ২৯১॥

কোউ দূর ন কর সকৈ
উলটৈ বিধিকে অংক।
উদধি পিতা তউ চন্দ কোঁ
ধোয় ন শক্যো কলংক॥ ২৯২॥

অদৃষ্ট দূর করিতে বা তাহার অন্যথা করিতে কাহারও সাধ্য নাই। সাগর নিজে চন্দ্রমার পিতা হইয়াও তাহার কলঙ্ক ধৌত করিতে পারেন নাই॥ ২৯২॥

বীর পরাক্রম না করে
তাসোঁ ডরত ন কোয়।
বালক হুঁ কো চিত্র কোঁ
বাঘ খিলৌঁ না হোয়॥ ২৯৩॥

শিশুগণ যেরূপ চিত্রিত ব্যাঘ্র লইয়া ক্রীড়া করে, তদ্রূপ মহাবলিষ্ঠ ব্যক্তিও যদি বিক্রম না করে, তবে তাহাকে দেখিয়াও কেহ ভীত হয় না॥ ২৯৩॥

নৃপপ্রতাপ ভে দেশমেঁ
রহৈ দুষ্ট নহি কোয়।
প্রগটৈ তেজ দিনেশ কো
তহাঁ তিমির নহি হোয় ॥ ২৯৪ ॥

যে দেশের রাজা মহাপরাক্রমশালী, তথায় কদাচ দুষ্ট লোকে বাস করিতে পারে না। ভাস্কর-রশ্মি প্রকাশিত হইলে আর কি তথায় অন্ধকার স্থান প্রাপ্ত হয়? ২৯৪ ॥

বিনা কহেহুঁ সৎপুরুষ
পরকো পুরে আস।
কৌন কহতহৈ সূর কোঁ
ঘর ঘর করত প্রকাশ ॥ ২৯৫ ॥

সাধুগণ কেহ না বলিলেও আপনা হইতেই পরের আশা পূর্ণ করেন। প্রতি গৃহে গৃহে আলোক প্রকাশ করিতে সূর্য্যদেবকে কে বলিয়া দেয়? ২৯৫ ॥

সজ্জন বচায়ে কষ্ট তেঁ
রহৈ নিরন্তর সাথ।
নৈন সহাই জোঁ
পলক দেহ সহাই হাত ॥ ২৯৬ ॥

যেরূপ নয়নের পাতা নয়নকে ও হস্ত দেহকে নিরন্তর রক্ষা করে, তদ্রূপ সাধু ব্যক্তির সহিত অবস্থিতি করিলে তিনিও দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন ॥ ২৯৬ ॥

সজ্জন চিত কবহুঁ ন ধরত
দুরজন জনকে বোল।
পাহন মারেঁ আম কোঁ
তউ ফল দেত অমোল ॥ ২৯৭ ॥

... কষ্ট পাইলেও সাধু ব্যক্তির চিত্ত দুর্জ্জনোচিত আচরণে প্রবৃত্ত হয় না। সহকারতরুর উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেও সেই তরু সুমধুর ফল দান করে ॥ ২৯৭ ॥

যা দুনিয়ামেঁ আইকে
ছাড় দেই তু ঐঁঠ।
লেনা হৈ সো লেহলে
উঠী জাত হৈঁ পৈঠ ॥ ২৯৮ ॥

ধরাধামে আসিয়া আসক্তি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যাহা গ্রহণ করিবার, তাহা আশু গ্রহণ কর। কেননা, সময় বিগত হইলে আর তাহা প্রাপ্ত হইবে না ॥ ২৯৮ ॥

শোয়ান্ ক্রিয়াকো সঙ্গমে
রহত ঘড়ী আরুঝায়।
জগপ্রাণী তাকো হাঁসে
আপনা কাজ বিহায় ॥ ২৯৯ ॥

কুক্কুর ও কুক্কুরী কিঞ্চিৎ ক্ষণের জন্যই পরস্পর সঙ্গমে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সংসারের সমস্ত ব্যক্তি তদ্দর্শনে পরিহাস করে। পরন্তু নিজের বিষয় কিছু মনে করে না ॥ ২৯৯ ॥ *

বুঁদ সমানা সমুদ্রমে
সো মানে সক্‌বোয়্।
সমুদ্র সমানা বুঁদ্‌মে
বুঝে বিরলা কোয়্ ॥ ৩০০ ॥

ইহা সকলেই স্বীকার করে যে, বিন্দুমাত্র জল পড়িলেই সাগরে মিশিয়া যায়। কিন্তু এক বিন্দু সলিলে সামান্য সাগর মিশিয়া যাইবে, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? ৩০০ ॥

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মানবগণ নিজের সহস্র সহস্র দোষ থাকিলেও দেখিতে পায় না, কিন্তু পরের বিন্দুমাত্র দোষ দর্শনে উপহাস করে।

নহি মে সব্ হুয়া
ফিন্ নহি হোয় যায়।
নহি হোয়ে রহ দাদু
সাহেব সে লওয়ায় ॥ ৩০১ ॥

নাই হইতেই সকল হইয়াছে এবং নাই হইতেই সমস্ত পুনরায় হইবে। অতএব হে বৎস! তুমি নাই হইয়া থাকিয়া নিরন্তর ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখ ॥ ৩০১ ॥ *

বুরা জো দেখনমেঁ চলা
বুরা ন দীখে কোয়।
জো দিল খোঁজো আপ্না তো
মুঝসা বুরা ন কোয় ॥ ৩০২ ॥

একজন লোক মন্দ লোকের অনুসন্ধান করিতে গিয়া কোন ব্যক্তিকেও মন্দ দেখিতে পাইল না। পরে সেই ব্যক্তি চিন্তা ও নিজ চিত্ত অনুসন্ধান করিয়া পরে বুঝিতে পারিল যে, সংসারে আমা অপেক্ষা আর মন্দ ব্যক্তি নাই ॥ ৩০২ ॥

* ধন অথবা মান যে কোন বিষয়ে যতদূরই উন্নত হউন্ না কেন, কিছুতেই অহঙ্কৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে, কেন না, সমস্তই অস্থায়ী। সুতরাং হে নরগণ! অতি অকিঞ্চনবৎ হইয়া কেবলমাত্র নিত্য বস্তু ঈশ্বরের প্রতি চিত্ত স্থাপন কর।

খুদ নতো ধরতী সহে
কাট সহে বনরবায়।
কুবচন তো সাধু সহে
ঔতেঁ সমৌ ন যায় ॥ ৩০৩ ॥

ধরা খনন, বনরাজি ছেদন ও সাধু ব্যক্তি কুবাক্য সহ্য করে। তদ্ব্যতীত আর কেহই সহ্য করিতে সমর্থ নহে ॥ ৩০৩ ॥

জাহীতেঁ কছু পাইয়ে
করিয়ৈ তাকো আস্।
রীতে সরোবর পৈ গয়ে
কৈসে বুঝত পিয়াস ॥ ৩০৪ ॥

যে ব্যক্তির নিকট কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, লোকে তৎসকাশেই পাইবার আশা করে। তৃষ্ণার্থ ব্যক্তি শুষ্ক সরোবরের সকাশে গিয়া কি তৃষ্ণা নিবারণ করিতে বাসনা করে? ৩০৪।

ফোকী পৈ নিকী লগে
কহিয়ে সমৈঁ বিচার।
সবকে মন হর্ষিত করে
জো বিবাহমে গার ॥ ৩০৫ ॥

যে. . .বিবাহকালে গালাগালিও চিত্তের আনন্দ উৎপাদন করে, তদ্রূপ অবসরবিশেষে বলিলে কটূক্তিও মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়॥ ৩০৫॥

নীকী পৈ ফোকী লগে
বিন্ ঔসর কো বাৎ।
জৈসে বরনত যুদ্ধংমেঁ
রসাসংভার ন সুহাত॥ ৩০৬॥

. . .রূপ সমর-গমনোদ্যত কোন যুবকের পক্ষে সুন্দর রমণীও শোভা পায় না, তদ্রূপ সত্য বাক্যও অবসর বুঝিয়া বলিতে না পারিলে মিষ্ট হয় না॥ ৩০৬॥

বালু জৈসী কবকরী
উজ্জ্বল জৈসী ধূপ।
ঐসী মাবী কুচ্ছ নহী
জৈসী মাবী চুপ্॥ ৩০৭॥

করকরী বস্তুর মধ্যে যেরূপ বালুকা এবং উজ্জ্বল বস্তুমধ্যে যেরূপ আতপ, তদ্রূপ জগতে মৌনাবলম্বন অপেক্ষা মিষ্ট দ্রব্য আর নাই॥ ৩০৭॥

পোথি পড়ি পড়ি জগমুয়া
পণ্ডিত ভয়া ন কোয়।
একৈ অচ্ছড় প্রেমকা পড়ে
সো পণ্ডিত হোয় ॥ ৩০৮ ॥

গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে জন্ম শেষ হইল, তথাপিও কেহ পণ্ডিত হইতে পারিল না। কিন্তু যিনি প্রেমের সহিত পাঠ করেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত ॥ ৩০৮ ॥

চলন্ চলন্ সব্ কোই কহে
পহুঁছে বিরলা কোই।
এক কনক অরু কামিনী
দুর্লভ ঘাটী দোই ॥ ৩০৯ ॥

ঈশ্বরসমীপে উপস্থিত হইতে সকলেই ইচ্ছা করে। কিন্তু প্রথমে কনক ও দ্বিতীয়ত কামিনী। এই কামিনী-কনকরূপ দুই ঘাটীস্থ দুইটী দ্বারপাল লঙ্ঘন পূর্ব্বক অতি অল্প ব্যক্তিই তৎসকাশে উপনীত হইতে পারে ॥ ৩০৯ ॥

মাটী কহে কুম্ভার কোঁ
তু ক্যা রুঁধে মোহি।
এক দিন ঐসা হোইগা
মে রুঁধোগে তোহি ॥ ৩১০ ॥

এক ... য়ে মৃত্তিকা কুম্ভকারকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়া ..., হে কুম্ভকার! তুমি আমাকে এ প্রকারে চট্‌কাইতেছ, কিন্তু তোমার ঈদৃশ একদিন উপস্থিত হইবে যে, আমিও তোমাকে এই প্রকারে চট্‌কাইব ॥ ৩১০ ॥ *

দুর্‌বল কো ন সতাইয়েঁ
জাকো মোটী হায়।
মুই খাল কো শ্বাস
লোসার ভসম্ হো যায় ॥ ৩১১ ॥

যে ব্যক্তি কোন প্রকার যাতনা পাইয়া বিনা সহায়ে "হায় আমার কি ঘটিল" এই বলিয়া রোদন করে, তাদৃশ দুর্ব্বল ব্যক্তিকে কদাচ ক্লেশ দিও না। দেখ, কর্ম্মকারের জাঁতার শ্বাসে লৌহ পর্য্যন্তও দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ৩১১ ॥

চলি পূতরি লোনকী
আ সমুদ্র কো লেন।
অপ্ আপো ভই
পলট্ কাহেকো বয়েন্ ॥ ৩১২ ॥

একটী লবণনির্ম্মিত পুত্তলিকা সাগরের গভীরতা পরিমাণ করিতে গিয়া সাগরে অবগাহন পূর্ব্বক স্বয়ং জল

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মরণান্তে নিশ্চয়ই ঐ দেহ মৃত্তিকায় মিশাইয়া যাইবে।

লইয়া গেল ; সুতরাং সে আর পুনর্ব্বার প্রত্যা—ন করিয়া গভীরতার পরিমাণ কি প্রকারে বলিবে ? ৩১২ ॥ জীব

দ্বার ধনীকো পরিরহে
ধকা ধনীকা খাই।
কবুঁ ধনী নিয়াজহী
যো দর ছাড়ি না জাই ॥ ৩১৩ ॥

ধনীর সহস্র সহস্র * ধাক্কা খাইয়াও তাদ্দ্বারে পড়িয়া থাকিবে। যদি তুমি এই প্রকারে পড়িয়া থাকে, তবে কোন না কোন্ কালে ধনবান্ বাহির হইলে নিশ্চয়ই তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে ॥ ৩১৩ ॥

দেহ ঘরকো ডংডহৈ
সব কাহুঁকোঁ হোয়।
জ্ঞানী ভুগ্‌তে জ্ঞান্‌সে
মূরখ ভুগ্‌তে রোয় ॥ ৩১৪ ॥

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বর নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সাধনা করিতে করিতে ঈশ্বরত্ব লাভ করেন, তাঁহারা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আর কি প্রকারে জল সমীপে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় রূপাদি ব্যক্ত করিবেন ? অর্থাৎ একবারে যাঁহাদের ঈশ্বর সাক্ষাৎ হয়, তাঁহারা একবারে তন্ময় হইয়া যান, সুতরাং তাঁহারা আর কদাচ ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া উপদেশ দিতে উদ্যত হন না।

কি[illegible]ো, কি অজ্ঞানী সমস্ত ব্যক্তিকেই সংসারে জন্ম লইয়া বিপদ ভোগ করিতে হয়। তাহার মধ্যে যিনি জ্ঞানী, তিনি বিপদ বুঝিয়াও আকলিত হন না, অনায়াসে ঐ বিপদ ভোগ করেন এবং মূর্খেরা অধৈর্য্য হইয়া রোদন করিতে করিতে ভোগ করিয়া থাকে॥ ৩১৪॥

মালা ফেরত জুগ গয়া
পায়া ন মনকা ফের।
করকা মনকা ছাড়িকে
মনকা মনকা ফের॥ ৩১৫॥

মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে যুগযুগান্তর গত হইল, কিন্তু তুমি তোমার চিত্তের ফের অর্থাৎ কৌটিল্যাদি কিছুই ফিরাইতে সমর্থ হইল না। অতএব হে মানবগণ! তুমি কাষ্ঠময়ী মালা ফিরান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মনের কৌটিল্যাদি ফিরাও। অর্থাৎ হিংসাদ্বেষাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সরলতাদি সদগুণ অবলম্বন কর॥ ৩১৫॥

বকরী পাতী খাত হৈ
তাকো কাড়ো খাল।
যো বকরীকো খাতহৈ
তিনকো কোন্ হাওয়াল॥ ৩১৬॥

ছাগাদি জীব পাত্তালতা ভোজন করিয়া জীবনযাপন করে। তুমি সেই ছাগাদি বধকরত তাহার চর্ম্মঃ ব্যবহার কর। বল দেখি, যে ব্যক্তি সেই ছাগ প্রভৃতির মাংস ভোজন্ করে, তাহার কীদৃশ অবস্থা হওয়া উচিত? ৩১৬॥

মালী আয়ত দেখি কৈ
কলীয়াঁ করো পুকার।
ফুলে ফুলে চুলি লিয়ে
কালি হমারো বার॥ ৩১৭॥

একটী বাগানে মালিকে কুসুম চয়ন করিতে দেখিয়া কুসুমের কলিকারা এই বলিয়া রোদন আরম্ভ করিল যে, হায়! আজি মালী বিকসিত কুসুম চয়ন করিতেছে, আগামী কল্য আমাদিগকেও চয়ন করিবে॥ ৩১৭॥ *

দুখমে সুমিরন্ সব করে
সুখমে করে ন কোয়।
সুখমে যো সুমিরন্ করে
তো দুখ কাহে কোঁ হোয়॥৩১৮॥

মানবগণের দুঃখের দশা ঘটিলে সকলেই নিরন্তর নিজ নিজ দশার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দুঃখ স্মরণ করিয়া

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে মানবগণ-সম্বন্ধে মৃত্যুও এইরূপ।

থাকে ; কিন্তু সুখের দশা হইলে ভ্রমেও কেহ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে না। যদি সুখের দশা ঘটিলে মানব নিজ অবস্থার কথা মনে রাখে, তাহা হইলে কি সংসারে আর দুঃখ উপস্থিত হয় ? ৩১৮ ॥

একহি সাধে সব্ সাধে
সব্ সাধে সাধে সব্ যায়।
জোতু সীঁচে মুলকো
ফুলে ফলে অঘায় ॥ ৩১৯ ॥

যে ব্যক্তি এই সংসারে একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁহার ধরণীস্থ সমস্ত বিষয়েরই সাধনা করা হয়। যে ব্যক্তি একবারে নানাবিষয়ের সাধনায় রত হন, তাহার সকল সাধনাই ধ্বংস হয় অর্থাৎ যিনি তরুমূল সেচনে রত, তিনি ঐ তরুর ফল ফুল প্রভৃতি সকলই ভোগ করিতে সক্ষম হন ॥ ৩১৯ ॥

বৈরাগ্য নাম হ্যায় ত্যাগকা
পাঁচ পঁচিশো মাহি।
জব লগ্ সংশয় সর্প হ্যায়
তব্ লগ্ ত্যাগী নাহি ॥ ৩২০ ॥

সম্পূর্ণ ত্যাগকে বৈরাগ্য কহে। পঞ্চতত্ত্ব বা চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও জীবের যতক্ষণ অভিমান থাকিবে, ততক্ষণ তাহা

প্রকৃত বৈরাগ্য বাচ্য নহে। স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে বা পঞ্চ কোষাবরণে যতক্ষণ অভিমান বুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ তাহা বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। যেমন বিবর মধ্যে লুক্কায়িত সর্পকে মৃত্তিকাদি দ্বারা বদ্ধ করিলে কোন ফল হয় না, সর্প এক দিন না এক দিন নির্গত হইয়া তোমাকে দংশন করিলেও করিতে পারে, সেইরূপ সংশয়রূপী সর্প যতক্ষণ তোমার অন্তঃকরণে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ তোমার কল্যাণের আশা থাকে না; সুতরাং সম্পূর্ণ সংশয় বিনষ্ট না হইলে হৃদয়ে পূর্ণ বৈরাগ্য কোথায়? ৩২০॥

বৈরাগ্য নাম হ্যাঁয় ত্যাগ কা
পাঁচ পঁচিশো সঙ্গ।
উপর কী কাঞ্চলি ত্যজি
অন্তর বিষয় ভবঙ্গ॥ ৩২১॥

কেবল পঞ্চ তত্ত্ব আদিতে অভিমান বুদ্ধির ত্যাগের নামই যে বৈরাগ্য তাহা নহে, পঞ্চ তত্ত্বাদির সঙ্গ জন্য আমার ঘর, আমার বাড়ী ইত্যাদি বিষয়-বুদ্ধি যত দিন মন হইতে নির্ম্মূল না হইবে, তত দিন প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিবে না। সর্প মধ্যে মধ্যে আপনার ত্বক্ ত্যাগ করিলেও সে যেমন হলাহল পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ জীবহৃদয়ে আমার ঘর আমার বাড়ী ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধ

বুদ্ধি যত দিন পোষিত থাকিবে অর্থাৎ দূর না করিবে তত দিন প্রকৃত বৈরাগ্য পদবাচ্য হইবে না ॥ ৩২১ ॥

অশন বসন সব ত্যজ্ গয়ে
ভাজ গয়ে গাম্ গেহ্
মাহে সংশয় শূল হ্যায়
দুর্লভ ত্যজনা য়েহ্ ॥ ৩২২ ॥

বৈরাগ্যের বশীভূত হইয়া ভোজন, আসন, বসন, শয্যা এমন কি গ্রাম, নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করিলেই যে প্রকৃত বৈরাগ্য কাজ তাহা নহে। সংশয়-রূপী শূল বেদনা, অশান্তি হৃদয় হইতে উচ্ছেদ না হইলে বৈরাগ্যের পূর্ণ সঞ্চার হয় না; কারণ আমি ধনী আমি মানী, আমি জ্ঞানী, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি অনুভব হৃদয় হইতে দূর করা অতিশয় কঠিন ॥ ৩২২ ॥

বাজ কুহি গতী জ্ঞানকী
গগন গরজ গর্জ্জন্তে।
পুটে শূন্য আকাশ তে
সংশয় সর্প ভাচ্ছন্ত ॥ ৩২৩ ॥

সম্পূর্ণ বৈরাগ্যের উদয় হইলেই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। যেমন বাজ পক্ষী ও কুহী (সর্পভোজী পক্ষী বিশেষ) আকাশে উড্ডীন হইয়া কলরব করিতে করিতে

অপর কোন ক্ষুদ্র পক্ষী ও সর্পকে আক্রমণ ও ভোজন করে, সেই রূপ বৈরাগ্য সঞ্চার হইবামাত্র জ্ঞান তৎক্ষণাৎ সংশয়রূপ সর্পকে উদরসাৎ করে ॥ ৩২৩ ॥

জ্ঞান ধ্যান দো দ্বার হ্যায়

তীজে তত্ত্ব অনুপ।

চৌথে মন লাগা রহে

সো ভূপন সির ভূপ ॥ ৩২৪ ॥

প্রকৃত বিচার করিয়া আত্মবোধ এবং আত্মায় চিত্তের অভিনিবেশ, এই দুইটী প্রধান; জীব ও ব্রহ্মে অভেদ জ্ঞান পূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি করা বড় কঠিন, কেননা ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যায় না। যে চিনির আস্বাদন জানে না, সে যেমন চিনির আস্বাদ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারে না, সেইরূপ যাহার আত্মতত্ত্ব বোধ হয় নাই, সে কদাচ আত্মতত্ত্ব কাহাকে বলে বুঝাইয়া দিতে পারেন না এবং যাঁহার মন তন্ময় হইয়া গিয়াছে, তিনি রাজার অপেক্ষাও প্রধান।

কেহ কেহ এ শ্লোকের এরূপও অর্থ করেন—

যে সময়ে সকল বস্তু বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে তাহাকে জাগ্রৎ অবস্থা বলে, যে অবস্থায় বাহ্ ইন্দ্রিয় ব্যাপার বন্ধ হইয়া যায় তাহাকে স্বপ্নাবস্থা বলে, যে অবস্থায় মনের চেতনা দূর হইয়া আত্মাধীন হয় তাহাকে

সুষুপ্তাবস্থা বলে, এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাঁহার চিত্ত তুরীয়াবস্থায় লয় প্রাপ্ত হয় তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই মহাপুরুষ, তাঁহার পক্ষে ত্রিলোকের রাজৈশ্বর্য্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৩২৪ ॥

কাশী করবত্ লেত্ হ্যায়
আন্ কাটাওয়ে শীস্ ।
বন বন ভটকা খাওত হ্যায়
পাবত ন জগদীশ ॥ ৩২৫ ॥

ঈশ্বরকে পাইবার জন্ত লোকে কত কার্য্যই অনুষ্ঠান করে, কেহ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্ত কাশী করবত লইয়া থাকে, কেহ বা আপনার প্রাণ দেবতার সমক্ষে বলি দেয়, কেহ বা দেশ বিদেশে গভীর অরণ্যে গমন করিয়া ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত হয়, কিন্তু ইহাতে ভগবানকে লাভ করিতে পারে না। মৃগ যেমন আপনার নাভীর সৌগন্ধে উন্মত্ত হইয়া বনে চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহার নিজ শরীর মধ্যে নাভীর সৌগন্ধ বলিয়া বুঝিতে পারে না, সেইরূপ তাহাদের হৃদয়মধ্যস্থ ভগবানকে ভুলিয়া দেশ বিদেশে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইলে ভগবানকে পাওয়া যায় না ॥ ৩২৫ ॥

সম্পূর্ণ।